

ইতিহাস মানচিত্রে



কোনারকের সূর্য-দেবতা



নটরাজ তাঞ্জোর, দক্ষিণ ভারত



বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সকল শ্রেণীর ইতিহাস-সচেতন পাঠক-পাঠিকা-
এবং সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী রচিত।

ইতিহাস — মানচিত্রে

শ্রীপ্রণয়বল্লভ সেন, এম এ।
(অধ্যাপক : ইতিহাস বিভাগ : আশুতোষ কলেজ ও
শ্যামাপ্রসাদ কলেজ, কলিকাতা।)

প্রকাশক :
চণ্ডীচরণ দাস এণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৫০, লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০১৩

প্রথম সংস্করণ
ডিসেম্বর
১৯৭৯

মূল্য ২০·০০

মুদ্রক : শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস
দি ঈগল লিথোগ্রাফিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২৬বি, ক্রিস্টোফার রোড; কলিকাতা-৭০০ ০৪৬

: উৎসর্গ :

শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন, এম এ, এল এল বি।
অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ।
আবাল্য-পোষিত স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।

ভূমিকা

ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় 'মানচিত্রে রাজনৈতিক ইতিহাস' নবকলেবরে, পরিবর্ধিত আকারে 'ইতিহাস—মানচিত্রে' নামে প্রকাশিত হল। প্রাচীন, মধ্য, আধুনিক এবং সাম্প্রতিককালের বিষয়বস্তু, আশা করা যায়, সব শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে। প্রাচীন ভারতের অঞ্চল, নদী, পর্বত, নগর ও বন্দর পরিচয় আখ্যাত মানচিত্রগুলি হয়ত মূল্যবানরূপে গণ্য হতে পারে। সাম্প্রতিক-কালের অংশটিতে Geo-Politics বা আধুনিক ভূগোল-আশ্রয়ী রাজনীতির কিছু ব্যাখ্যার প্রচেষ্টার প্রতি গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Geography is the basis of history—ইতিহাস-জনক Herodotus-র এই উক্তির যথার্থতা অনস্বীকার্য।

এ গ্রন্থ রচনায় আমার অগ্রজ বঙ্গবাসী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন ও পাটনার সুপণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীবিবেক মুস্তাফি আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের উভয়কেই শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করছি। আশুতোষ কলেজের সুদক্ষ, অমায়িক গ্রন্থাগারিক শ্রীরমেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে প্রকাশক চন্ডীচরণ দাস এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক শ্রীমণিমোহন দাস ও সুযোগ্য মানচিত্র-অঙ্কনশিল্পী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মল্লিককে এ গ্রন্থ প্রকাশনায় সযত্ন প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—লেখক

'কমলা-নিলয়'
৩এ, নেবুবাগান লেন, কলিকাতা-৩।



কোনারকের শিল্প নিদর্শন

সূচীপত্র



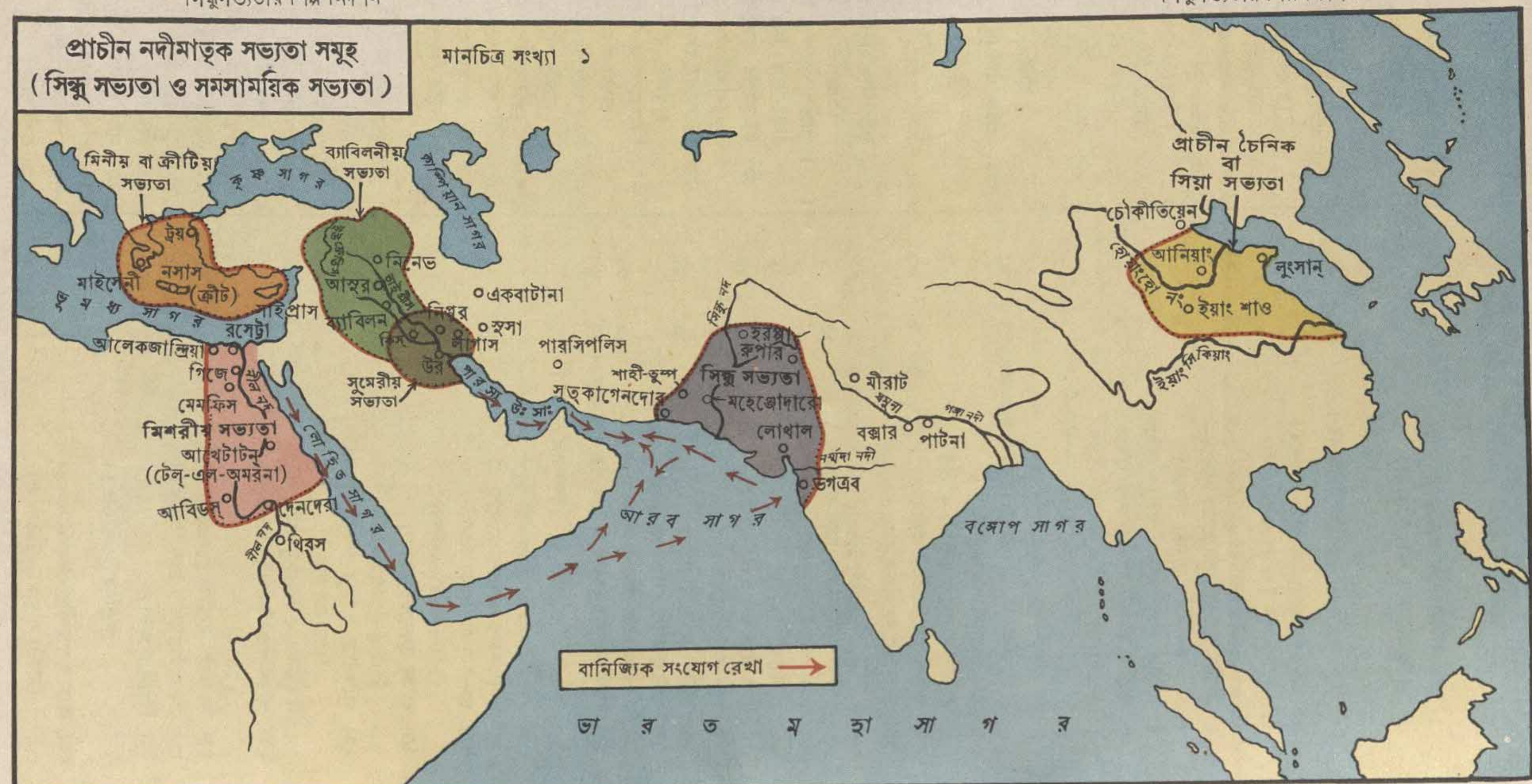
সিন্ধুসভ্যতার শিল্প নিদর্শন

সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চল





সিন্ধুসভ্যতার শিল্প নিদর্শন



প্রাচীন নদীমাতৃক সভ্যতা সমূহ।
(সিন্ধু-সভ্যতা ও সমসাময়িক সভ্যতা)

প্রাচীন মানব সভ্যতা চারটি স্থানের বৃহৎ নদীকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছিল—তাই এই সব সভ্যতাকে নদীমাতৃক সভ্যতা বলা হয়।

প্রায় একই কালে (খৃ: পূ: ৪০০০ থেকে ৩০০০ অব্দের ভেতর) মিশর, মধ্য প্রাচ্য (মেসোপটেমিয়া), ভারত ও চীনদেশের চারটি নদীকে (নীল নদ, ইউফ্রেতিস-তাইগ্রীস, সিন্ধু ও হোয়াংহো) অবলম্বন করে মানব সভ্যতা বিকাশ লাভ করে। নীল নদকে অবলম্বন করে মিশরে যে সভ্যতা গড়ে ওঠে ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাকে 'নীল নদের দান' রূপে উল্লেখ করেছেন। মিশরে বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস শুরু হয় আ: খৃ: পূ: ৩১০০ অব্দে। বৃহৎ পিরামিডগুলির সৃষ্টির সময় ২৭০০ থেকে ২২০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের ভেতর। মিশরীয় সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ঘটে সম্রাট তৃতীয় থাট্‌মোসের সময় (১৪৯০—১৪৩৬ খৃ পূ:) আর সম্রাট ইখ্‌নাটনের রাজত্বকাল (১৩৬৭—১৩৫০ খৃ: পূ:) ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের জন্য প্রসিদ্ধ।

মেসোপটেমিয়ার ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রীস নদীকে অবলম্বন করে চারটি সভ্যতার উন্মেষ হয়। মেসোপটেমিয়ার নিম্নাংশে সুমারে (বর্তমান ইরাকের নিম্নাংশ) খৃ: পূ: ৩৫০০ অব্দের পূর্বেই জনবসতি স্থাপিত হয় এবং সেই সময় থেকে শুরু করে খৃ: পূ: ২০০০ অব্দ পর্যন্ত ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন নগরকে কেন্দ্র করে (যেমন এরিডু, কিস্, লাগাস্, নিপ্পুর, উর ইত্যাদি) যে সভ্যতার বিকাশ হয় তারই নাম সুমেরীয় সভ্যতা।

এর অল্পকাল পরেই আকাদিয় সভ্যতার সৃষ্টি হয় আর সারগনের রাজত্বকালে (২৩০০ খৃ: পূ:) আকাদিয় সভ্যতার সম্প্রসারণ ঘটে।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার (দক্ষিণ-পূর্ব ইরাক) বিকাশ কাল আনুমানিক খৃ: পূ: ২৭০০ থেকে ৫০০ খৃ: পূ:। এই সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটে ১৮০০-১৫০০ খৃষ্ট পূর্বের ভেতর।

উত্তর মেসোপটেমিয়ায় ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রীসকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয় আসিরীয় সভ্যতার—যার সূত্রপাত হয় খৃ: পূ: ২০০০ অব্দের পূর্বে। আনুমানিক খৃ: পূ: ১৮১৩ অব্দে সান্‌সি আদদের রাজত্বকালে এই সভ্যতার সীমা প্রসারিত হয়।

চীন দেশের হোয়াং হো বা পীত নদীকে কেন্দ্র করে আ: খৃ: পূ: ২২০৫ থেকে ১৭৬৬ খৃ: পূর্বের ভেতর সৃষ্টি হয় সিয়া (Hsia) এবং পরবর্তীকালে আ: খৃ: পূ: ১৭৬৬—১১২৩ খৃ: পূ: সাঙ্গ (Shang) বা ইন্ (Yin) সভ্যতার।

ভারতে সিন্ধু নদী ও তার উপত্যকাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা। ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল কমপক্ষে খৃ: পূ: ৩০০০ থেকে খৃ: পূ: ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত নির্দ্ধারিত হয়েছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ সালে সিন্ধুর মহেঞ্জোদারোতে নগর সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। এরপর পাঞ্জাবের হরপ্পায় ও বিভিন্ন স্থানে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সভ্যতার উত্তর সীমা সিম্‌লা পাহাড়ের রুপার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ সীমা নর্ম্মদা-তাপ্তি নদীর মোহনাঞ্চল (ভগত্রব) পর্যন্ত ও উত্তর-পশ্চিম সীমা উত্তর-পশ্চিম পেরিয়ানোঘুণ্ডাই ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমা সুতকাগেনদোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূবদিকে বর্তমান মীরাট সহরের ১৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত আলামগীরপুর গ্রাম থেকে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের কৌশাম্বী, বক্সার ও পাটনা থেকেও সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে এবং এই সব আধুনিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে উত্তর ভারতের গঙ্গা-যমুনা বিধৌত অঞ্চলেও সিন্ধু সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

আধুনিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে এইসব অঞ্চলকে সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চল রূপে গণ্য করা যেতে পারে, যেমন—সমগ্র সিন্ধু ও পাঞ্জাব, কাথিওয়াড়ের বৃহৎ অংশ—বেলুচিস্থান, সিন্ধু, কচ্ছের আরব সাগরীয় উপকূল অঞ্চল, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপত্যকা অঞ্চল। উত্তর-পূর্ব ভারতের যমুনা-গঙ্গা বিধৌত অঞ্চলকে সিন্ধুসভ্যতার প্রভাবিত অঞ্চলরূপে গণ্য করা হবে কিনা তা এখনও স্থির নিশ্চয় হয়নি। মানব সভ্যতার প্রাচীনতম কালে সিন্ধু সভ্যতার যতটা ব্যাপ্তি ঘটেছিল সেরকম ব্যাপ্তি সমসাময়িক আর কোন সভ্যতায় ঘটে নি।

এই সভ্যতা একটি উন্নত ধরনের নগর-সভ্যতার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। নগরগুলির পথ ঘাট, আবাসগৃহ সবই নিখুঁত পরিকল্পনা অনুসারে গড়ে উঠেছিল। নগর দুটির পয়:প্রণালী প্রায় আধুনিক পয়:প্রণালীর অনুরূপ ছিল। নগরবাসীদের রুচি ও শিল্পদৃষ্টি উন্নত ধরনের ছিল এবং ব্যবহৃত জিনিষ পত্রগুলি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হত। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় বহু সীলমোহর পাওয়া গেছে—যদিও সীলমোহরে অঙ্কিত চিত্রলিপিগুলির পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয়নি—এবং সেই কারণে এই সভ্যতার রচয়িতারা কারা—তা আজোও নির্দ্ধারিত হয়নি। তবে আবিষ্কৃত নরকঙ্কাল বিশ্লেষণে অনুমান করা হয় যে মানব জাতির মূল চারিটি শাখার মিশ্রণের ফলে এই অঞ্চলের মানব গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই সমগ্র বিস্তীর্ণ অঞ্চল একটি শাসনযন্ত্রের অধীনে ছিল। এই সভ্যতার বিনাশ কোন একটি আকস্মিক ঘটনায় হয়নি—এমনই অনুমান করা হয়। নানা কারণের সমষ্টিগত ফলে—ধীরে ধীরে এই সভ্যতার সমাপ্তি হয় এবং এই কারণগুলি হল—সিন্ধু নদীর বন্যা বা বন্যাজনিত জলাশয়ের ক্রমবৃদ্ধি, সহরগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অরণ্য ও বৃক্ষের বিলুপ্তি ও তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ দুর্ভিক্ষ ও মরুভূমির প্রসার ও বহিরাগত আক্রমণ।

আবিষ্কৃত সীলমোহর ও অপরাপর সামগ্রীর ওপর নির্ভর করে অনুমান করা হয় যে মিশরীয়, সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতার ভেতর যোগাযোগ ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার কালে ক্রীট দ্বীপে আরেকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটে (৩০০০ খৃ পূ:)। এই সভ্যতাকে মিনীয় বা ক্রীটীয় বলা হয়ে থাকে। এই সভ্যতার দুটি শাখা সৃষ্টি হয়—একটি হয় এশিয়া মাইনরের ট্রয় নগরীকে কেন্দ্র করে আর একটি কেন্দ্র হল মূল গ্রীক ভূখণ্ডের মাইসেনীতে। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি হল এই মিনীয় বা ক্রীটীয় সভ্যতা।

প্রাচীন সভ্যতাগুলির কাল—

১। ক্রীটীয় বা মিনীয় সভ্যতার কাল (মাইসেনীয় ও ট্রয় সভ্যতা সমেৎ) আ: ৩০০০—১১৫০ খৃ: পূ:
২। মিশরীয় সভ্যতার কাল—আ: ৪০০০—৩১০০—৯৪৫ খৃ: পূ: (লিবিয় অধিকার)
৩। সুমেরীয় সভ্যতার কাল—আ: ৩৫০০—২০০০ খৃ: পূ:
৪। আকাদিয় সভ্যতার কাল—আ: ২৩৬০—২৩০৫ খৃ: পূ:
৫। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার কাল আ: ২৭০০—৫০০ খৃ: পূ:
৬। আসিরীয় সভ্যতার কাল আ: ২০০০—৬০০ খৃ: পূ:
৭। সিন্ধু-সভ্যতার কাল—আ: ৩০০০—১৫০০ খৃ: পূ:
৮। চৈনিক সভ্যতা— সিয়া সভ্যতা আ: ২২০৫—১৭৬৬ খৃ: পূ:
সাঙ্গ বা ইন সভ্যতা আ: ১৭৬৬—১১২৩ খৃ: পূ:।

অতিরিক্তপাঠ—(প্রয়োজন বোধে)

১। Mortimer Wheeler—The Indus Civilization 3rd Ed.
২। The Vedic Age—Bharatiya Vidya Bhavan—Book II Ch IX.











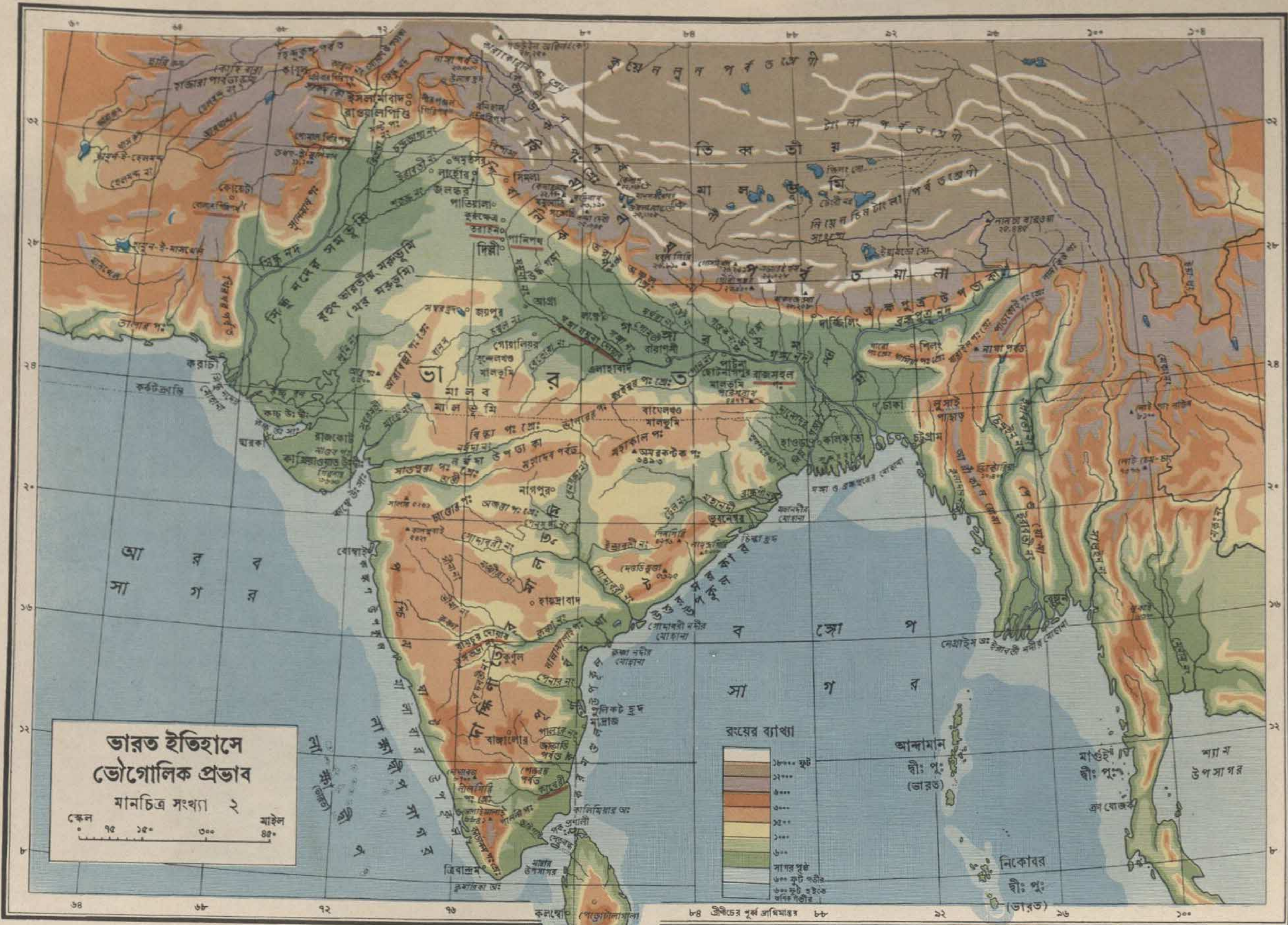
প্রাচীন মানব সভ্যতার শিল্প নিদর্শন







ভারতীয় চিত্রশিল্প



The territorial waters of India extend in to the Sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.

ভারত-ইতিহাসে ভৌগোলিক প্রভাব।

ভারত-ইতিহাস ও সভ্যতা ভারতের ভৌগোলিক গঠনের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত।

হিমালয় ও সমুদ্রের প্রভাব—মানব-ইতিহাসের ক্ষেত্রে ভারতীয়-ইতিহাস ও সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা ভৌগোলিক গঠনেরই ফলস্বরূপ। উত্তরে সুউচ্চ হিমালয়, উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর-পূর্বে বিস্তৃত তার শাখা প্রশাখা (সুলেমান পাটকোই, নাগা) আর পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণে বিশাল জলরাশি ভারতকে এশিয়া ভূখণ্ড ও পৃথিবীর অপরাপর অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছে। এই বিচ্ছিন্নতা ভারতীয় ইতিহাসকে ও ভারতীয় সভ্যতাকে বিশিষ্ট ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বকীয়তার রূপ দিতে পেরেছে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে হিমালয় দুর্লঙ্ঘনীয় হলেও অলংঘণীয় নয়—তাই মধ্য-এশিয়া থেকে মানব-জাতির বিভিন্ন শাখা—খাইবার, গোমাল ও বোলান গিরিপথ ও সোয়াৎ উপত্যকার মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ করে ভারতকে বিভিন্ন জাতির মিলন ক্ষেত্ররূপে পরিণত করেছে ও ভারত-সভ্যতায় বিভিন্ন ধারার সংযোগ সাধন করেছে। আর্য ভাষাভাষী জাতির আগমনের কাল থেকে (আ: খৃ: পূ: (২০০০-১৫০০) মুঘল আগমনের কাল (বাবরের প্রথম প্রচেষ্টা ১৫১৯ খৃ:) পর্যন্ত ঐ পার্বত্য পথগুলির সামরিক, বাণিজ্যিক গুরুত্ব লক্ষণীয়।

বৃহৎ নদী ও নদী-উপত্যকার প্রভাব—উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলের পরেই শুরু হয়েছে সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনার বিস্তৃত শ্যামল উপত্যকা, যেখানে শত্রু বাধাদানের কোন প্রাকৃতিক প্রাচীর নেই। পানিপথই হল উত্তর-পশ্চিম ভারতের শেষ বাধাদানের স্থান। তাই প্রথম তরাইনের (১১৯১) যুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধের (১৫৫৬) ফলাফল ইতিহাসের দিক থেকে গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রাচীন মানব-সভ্যতা নদী ভিত্তিক। তাই সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানব-সভ্যতা বিকশিত হয়েছে। গাঙ্গেয়-উপত্যকা উত্তর-ভারতের প্রাণ-কেন্দ্র স্বরূপ—এই উপত্যকার কর্তৃত্বের ওপরই চিরদিন রাজশক্তি নির্ভর করেছে। দক্ষিণে কাবেরী উপত্যকাও গাঙ্গেয় উপত্যকার মতই প্রাণবন্ত—দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে তার অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা-যমুনার দোয়াব অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে যেমন উত্তর-ভারতের ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে, তেমনি তুঙ্গভদ্রা-কৃষ্ণার রায়চুর দোয়াব অঞ্চলের মূল্য দক্ষিণ-ভারত ইতিহাসে অনুভূত হয়েছে।

মরু-অঞ্চলের প্রভাব—রাজপুতানার থর-মরু অঞ্চল উত্তর ভারতের মধ্যাঞ্চলকে সিন্ধু-পাঞ্জাব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাজপুতানা ও রাজপুত জাতির ইতিহাসকে স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা দান করেছে।

বিন্ধ্য ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির প্রভাব—দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ও বিন্ধ্য পর্বত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। এর ফলে দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস ঠিক উত্তর-ভারতের অনুরূপ হতে পারে নি। উত্তর-ভারতের সফল রাজশক্তি বারে বারে দক্ষিণ-ভারতে সাম্রাজ্য রচনার প্রচেষ্টা করেছে, কিন্তু সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি—মৌর্য্য আমলের পর গুপ্ত, সুলতানী বা মুঘল আমলে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব কোন সময়েই দীর্ঘস্থায়ী করতে পারে নি—তার অন্যতম কারণ ভৌগোলিক।

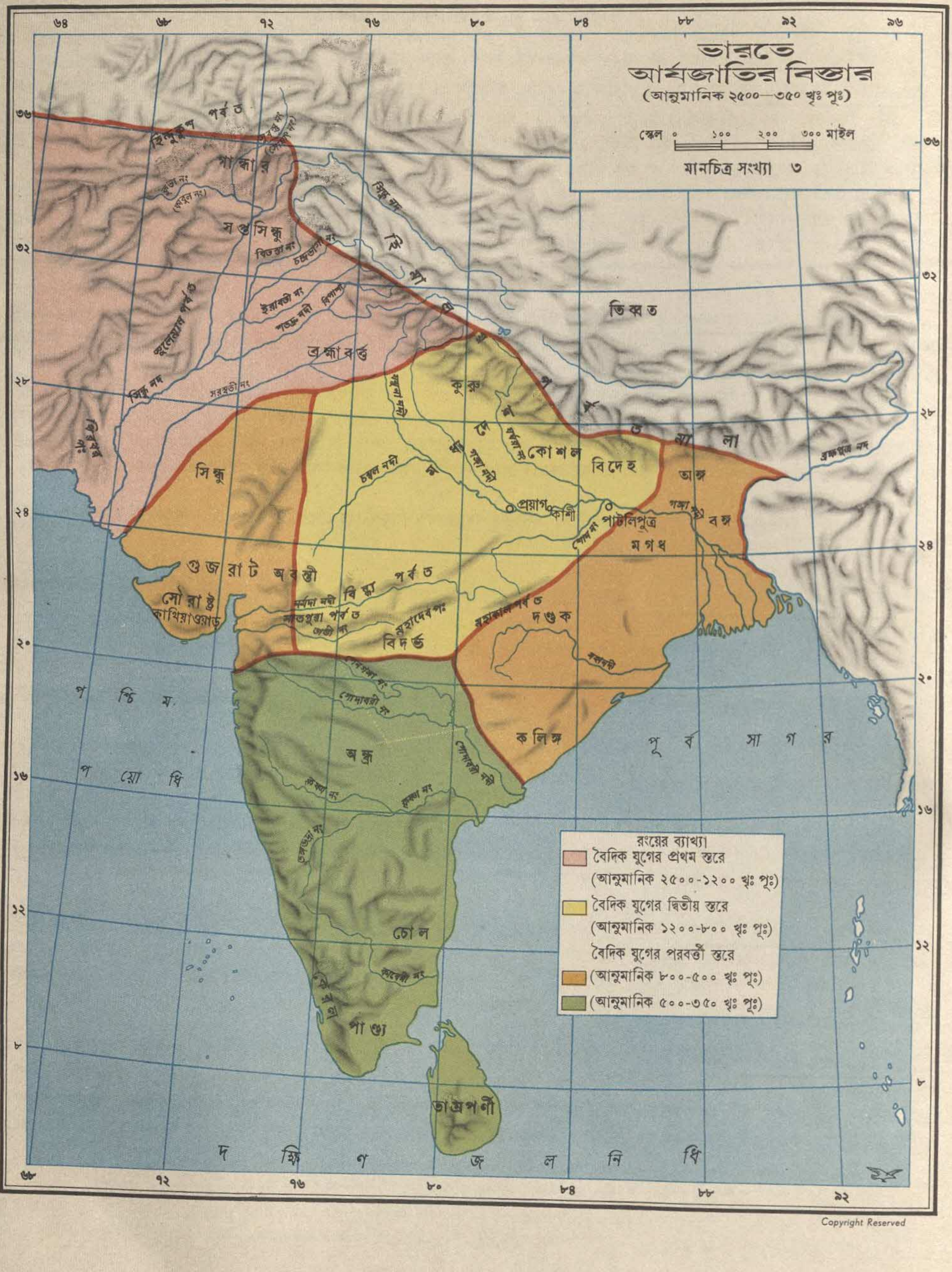
সমুদ্র ও উপকূলের প্রভাব—সুপ্রাচীন কালথেকে সমুদ্র ভারত-ইতিহাসে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। পূর্ব ও পশ্চিমের দীর্ঘ উপকূলে বিভিন্ন বন্দরের অস্তিত্ব প্রাচীন কালেই ভারতকে সমুদ্র-গামী বাণিজ্যের সমৃদ্ধি দান করেছে এবং ভারতবাসীকে নৌবিদ্যায় পারদর্শী করেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে আবার এই সমুদ্র পথেই ইউরোপীয় বণিকগণের আগমনের মাধ্যমে নৌবলে বলীয়ান ইউরোপীয় জাতির সাম্রাজ্য রচনার পথ সুগম হয়েছে।

পশ্চিম-উপকূলের তীরাঞ্চলের পরেই পশ্চিম-ঘাট পর্বত-মালা পশ্চিম দিক থেকে বহি: শত্রুর প্রবেশ পথে বাধা স্বরূপ অবস্থিত অথচ পূর্বাঞ্চলের পূর্ব-ঘাট পর্বত বিভিন্ন নদী-উপত্যকার অবস্থানের ফলে সহজেই অতিক্রমনীয়—তাই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের প্রবেশ পূর্বাঞ্চলের পথ ধরেই সম্ভব হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের বাংলাদেশ ও গাঙ্গেয় উপত্যকাকে ভিত্তি করে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার—সেই কারণেই সফল হয়েছে।

ভৌগোলিক গঠন ও আঞ্চলিকতা—এই বিশাল দেশ ভারত ভৌগোলিক গঠনের দিক থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত—তাই ভারত-ইতিহাসে আঞ্চলিকতা একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য। একদিকে সমগ্র ভারতে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক গঠনের ঐক্য ও রাজনৈতিক অন্তর্নিহিত ঐক্যবোধের অনুভূতি যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক পার্থক্যের ফলস্বরূপ আঞ্চলিকতা বা বিভেদের মনোভাব। বিভেদের ভিতর ঐক্যের যে বিশিষ্টতা ভারত-ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়—তা ভৌগোলিক গঠনেরই পরিণাম।

ভারতীয় সাম্রাজ্যের সীমা—এশিয়া-ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ভারত এক বিশাল ও প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী দেশ। বারে বারে ভারতে যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে (নন্দ আমল থেকে মুঘল আমল পর্যন্ত) তা কখনও বিশাল ভারতের প্রাকৃতিক সীমার বাইরে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। একমাত্র চোল রাজারা ভারত মহাসাগরে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী হয়েছিলেন কিন্তু তা তেমন সফল হয়নি—হয়তো ইতিহাসের গতি বিরুদ্ধ কোন প্রচেষ্টা তেমন সাফল্য অর্জন করতে পারে না বলেই।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে)—১। K. M. Panikkar — Geographical Factors In Indian History.
২। J. N. Sarkar — Military History of India. ৩। The Vedic Age — Bharatiya Vidya Bhavan, Ch. V, Sec. 2.


ভারতে
আর্যজাতির বিস্তার
(আনুমানিক ২৫০০—৩৫০ খৃঃ পূঃ)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ৩
হিন্দুকুশ পর্বত
গান্ধার
সপ্তসিন্ধু
ব্রহ্মাবর্ত্ত
সরস্বতী নং
সিন্ধু নদ
সিন্ধু
গুজরাট
অবন্তী
সৌরাষ্ট্র
কাথিয়াওয়াড়
বিন্ধ্য পর্বত
সাতপুরা পর্বত
মহাদেব পঃ
বিদর্ভ
কুরু
কোশল
বিদেহ
প্রয়াগ
কাশী
পাটলিপুত্র
মগধ
অঙ্গ
বঙ্গ
দণ্ডক
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
চোল
পাণ্ড্য
তাম্রপর্ণী
তিব্বত
হি মা ল য়
চম্বল নদী
গঙ্গা নদী
যমুনা নদী
নর্মদা নদী
গোদাবরী নং
কৃষ্ণা নং
কাবেরী নং
ব্রহ্মপুত্র নদ
প শ্চি ম
প য়ো ধি
পূ র্ব সা গ র
দ ক্ষি ণ জ ল নি ধি
রংয়ের ব্যাখ্যা
বৈদিক যুগের প্রথম স্তরে (আনুমানিক ২৫০০-১২০০ খৃঃ পূঃ)
বৈদিক যুগের দ্বিতীয় স্তরে (আনুমানিক ১২০০-৮০০ খৃঃ পূঃ)
বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী স্তরে
(আনুমানিক ৮০০-৫০০ খৃঃ পূঃ)
(আনুমানিক ৫০০-৩৫০ খৃঃ পূঃ)

ভারতে আর্য (বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী) জাতির বিস্তার।

(আ: ২৫০০ খৃ: পূ: – ৩৫০ খৃ: পূ:)

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা 'আর্য' সভ্যতা নামে খ্যাত। এই প্রাচীন আর্য সভ্যতার বিবরণ আমরা আর্যদের দ্বারা রচিত বেদ গ্রন্থ থেকে পেয়ে থাকি। এই আর্যরা কারা এবং তাঁদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল—সে সম্বন্ধে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিকেরা করতে পারেন নি। ভারতই আর্যদের আদি বাসভূমি এমন মত যদিও কোন কোন ঐতিহাসিক পোষণ করেন কিন্তু অধিকাংশের মত আর্যরা বহিরাগত। আর্যদের আদিবাসভূমি-রূপে সম্ভাব্য এই সকল স্থানের উল্লেখ ঐতিহাসিকরা করে থাকেন। যেমন—দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও পূর্ব-ইউরোপ, মধ্য-এশিয়ার পামির উপত্যকা, উরাল পর্বতের সানুদেশ ও কিরঘিজ চারনভূমি ও দক্ষিণ রাশিয়া, এমন কি উত্তর মেরু অঞ্চল।

আর্যদের ভারতে আগমন কাল নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। এক মতে খৃ: পূ: ৩০০০ থেকে ২৫০০ বা ২০০০ অব্দে আর্যরা ভারতে আসেন। অপর মতে খৃ: পূ: ১৫০০ থেকে ১২০০ অব্দে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেন। বেদ যখন রচিত হতে থাকে তখন আর্যরা ধীরে ধীরে ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন।

বৈদিক সাহিত্যের প্রথম যুগে অর্থাৎ সংহিতা ভাগ (মন্ত্র) রচনার সময় আর্যরা আফগানিস্তানের অংশ বিশেষ, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ ও রাজপুতানার একাংশে বাস করতেন এবং পূর্বে গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। সংহিতা রচনার কাল আনুমানিক ২৫০০ খৃ: পূ: থেকে ১২০০ খৃ: পূ:।

বৈদিক সাহিত্যের শেষ যুগে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ (ব্যাখ্যা) অংশ রচনার সময়ে আর্যরা দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত ও পূর্বে বাংলা দেশের সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে ছিলেন। আর্য সভ্যতার কেন্দ্র তখন সিন্ধুর তীর থেকে সরস্বতী নদী ও গঙ্গা-যমুনা সংগমের মধ্যবর্তী ভূভাগে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই অংশের নাম ছিল মধ্যদেশ। পূর্বাঞ্চলে কোশল, কাশী, বিদেহ প্রভৃতি স্থানে আর্যদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। দক্ষিণে বিদর্ভ বা বর্তমান বেরারে আর্য রাজ্য স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ অংশের রচনা কাল খৃ: পূ: ১২০০ অব্দে শুরু হয়ে খৃ: পূ: ৮০০ অব্দে শেষ হয়, এমনিই প্রচলিত মত।

বৈদিক যুগের পরবর্তী কালে অর্থাৎ খৃ: পূ: ৮০০ অব্দ থেকে খৃ: পূ: ৫০০ অব্দের মধ্যে আর্যগণ সমগ্র উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেন। তবে তখনও পশ্চিমে কাথিয়াওয়াড়, গুজরাটে এবং পূর্বে, বঙ্গ ও কলিঙ্গে আর্যরা বসতি স্থাপন করলেও অনার্য প্রভাব ঐ সকল স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। বিদর্ভ ব্যতীত দক্ষিণে আর্যাধিকার আর বিশেষ কোথাও প্রসার লাভ করেনি।

খৃ: পূ: ৫০০ অব্দ থেকে খৃ: পূ: ৩৫০ অব্দের মধ্যে অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বে (৩২৭ খৃ: পূ:) সমগ্র ভারতে আর্য জাতির বিস্তার ঘটেছিল।

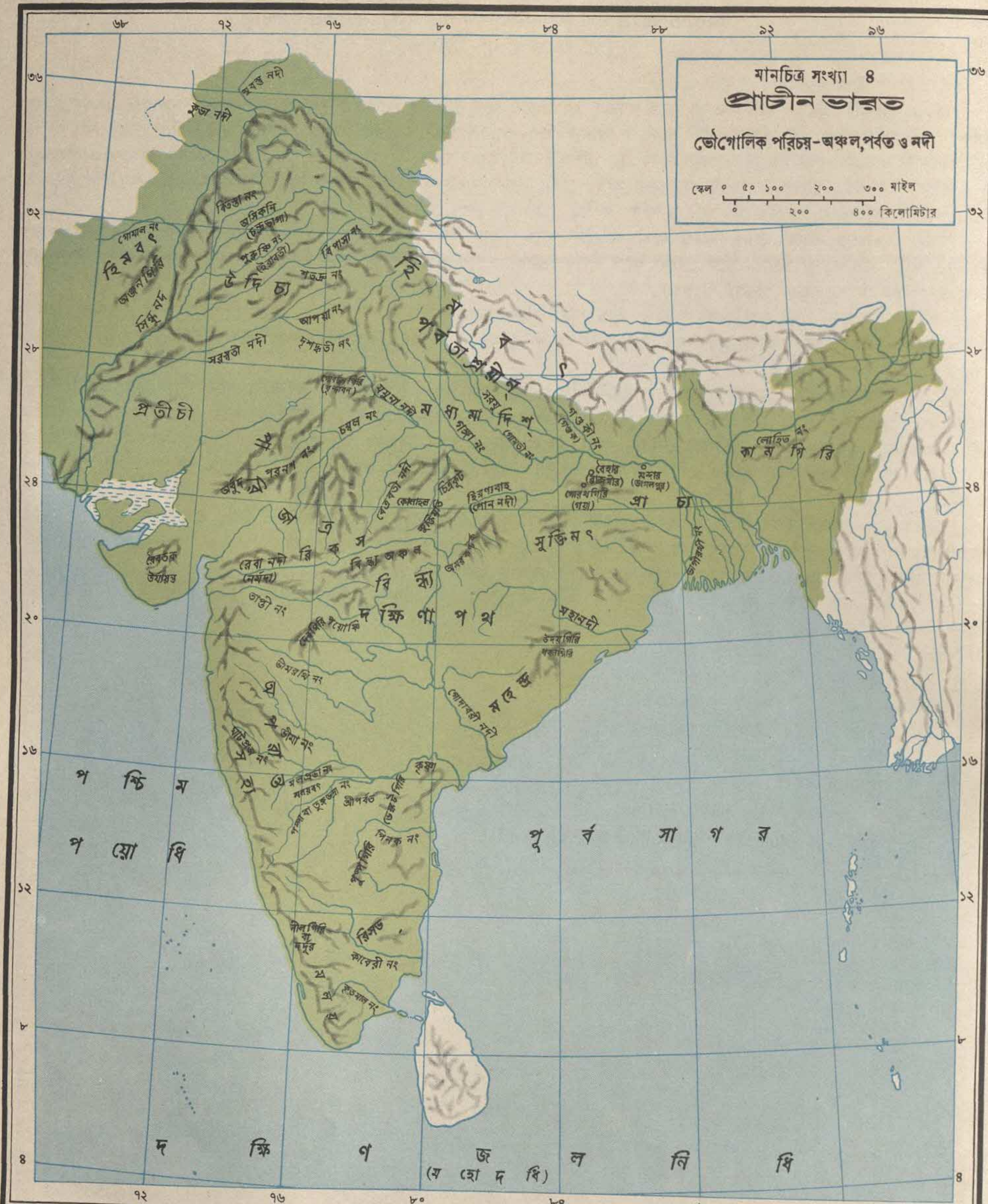
যুগ বিভাগ:—

খৃ: পূ: ২৫০০—১২০০ খৃ: পূ: ঋগ্‌বেদের যুগ।
,, ১২০০— ৮০০ ,, পরবর্তী বৈদিক যুগ।
,, ৮০০— ৬০০ ,, মহাকাব্য ও পৌরাণিক যুগ।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে) :—

১। N. K. Dutt—The Aryanisation of India.

২। The Vedic Age—Bharatiya Vidya Bhavan Ch X ; XIII.


মানচিত্র সংখ্যা ৪
প্রাচীন ভারত
ভৌগোলিক পরিচয়-অঞ্চল,পর্বত ও নদী
স্কেল ০ ৫০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
০ ২০০ ৪০০ কিলোমিটার
প্রতীচী
প্রাচ্য
দক্ষিণাপথ
কামগিরি
সুক্তিমৎ
বিন্ধ্য
মহেন্দ্র
সরস্বতী নদী
শতদ্রু নং
বিপাশা নং
রেবা নদী (নর্মদা)
তাপ্তী নং
মহানদী
গোদাবরী নদী
কৃষ্ণা
কাবেরী নং
ভীমা নং
মলয়
পশ্চিম পয়োধি
পূর্ব সাগর
দক্ষিণ জলনিধি (মহোদধি)

প্রাচীন ভারত : ভৌগোলিক পরিচয়—অঞ্চল, পর্বত ও নদী পরিচয়।

বেদে উল্লিখিত ভরত বা ভারতী উপজাতি থেকে 'ভারত' নামটি এসেছে। সমগ্র-ভারত সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ করেছেন খৃ: পূ: চতুর্থ অব্দে কাত্যায়ন ও মেগাস্থিনিস। এই সময়েই হিমবৎ বা হিমালয় থেকে দক্ষিণের সমুদ্র পর্য্যন্ত বেষ্টিত দেশকে বলা হয়েছে জম্বুদ্বীপ—যেমন বলা হয়েছে অশোকের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গিরিলিপি নং ১এ। জম্বুদ্বীপের পরিবর্তে ভারতকে প্রথম ভারতবর্ষ বলা হয়েছে খৃ: পূ: প্রথম শতকের কলিঙ্গ রাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে। ভারতের ভৌগোলিক সীমার বর্ণনা মার্কণ্ডেয় পুরাণে এইভাবে দেওয়া হয়েছে—ভারত তিনদিকে সমুদ্রের দ্বারা বেষ্টিত আর তার উত্তরে এক বিশাল পর্বত-মালা ধনুকের জ্যায়ের মত বিস্তৃত রয়েছে ('কার্মুকস্য যথাগুণ')। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় আছে এই রকম—

উত্তরাম যৎ সমুদ্রস্য
হিমদ্রেশচৈব দক্ষিণম,
বর্ষমতৎ ভারতম নাম
ভারতী যত্র সন্ততি।'

অর্থাৎ ভারত হল সেই দেশ যা সমুদ্রের উত্তরে ও তুসারবৃত্ পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত এবং তথায় ভরতের সন্তানেরা বাস করে।

প্রাচীন-ভারত—ভৌগোলিক অঞ্চল পরিচয় :

অথর্ববেদে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভৌগোলিক ভিত্তিতে পাঁচটি অঞ্চলের উল্লেখ আছে, যথা—ধ্রুবা মধ্যমা দিশ্ (মধ্য অঞ্চল), প্রাচী দিশ (পূর্ব), দক্ষিণা দিশ্ (দক্ষিণ), প্রতীচী দিশ্ (পশ্চিম), উদিচী দিশ্ (উত্তর)। এই সব অঞ্চলের অবস্থান ও আয়তন তেমন সুস্পষ্ট নয়।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ৭টি সুস্পষ্ট অঞ্চলের উল্লেখ আছে, যথা—মধ্যদেশ, উদিচ্য, প্রাচ্য, দক্ষিণাপথ, অপরান্ত, বিন্ধ্য অঞ্চল ও পর্বতাশ্রয়িন্ বা হিমালয় অঞ্চল।

প্রাচীন-ভারত—পর্বত পরিচয়—

হিমবৎ বা হিমালয়—বর্তমান হিমালয়ের প্রাচীন নাম হিমবৎ বা বর্ষ-পর্বত। মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও গ্রীক লেখকদের বর্ণনা অনুসারে Pargitar ও ডাঃ রায়চৌধুরী এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বর্তমান হিমালয়ের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমের সুলেমান পর্বতমালাকেও প্রাচীন গ্রন্থে হিমবৎএর অংশরূপে গণ্য করা হয়েছে। হিমবৎ এর বিভিন্ন শিখরকে মুঞ্জভৎ (বেদে উল্লিখিত সোমলতার জন্মস্থান), ত্রিককুদ, সৌর্য্য, ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। তবে মনে হয় সুপ্রাচীন কালে হিমালয়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারনা ছিল না।

৭টি কুল-পর্বত—পুরাণে হিমবৎ বা বর্ষ-পর্বত ছাড়াও সমগ্র ভারতে আরো ৭টি পর্বতমালা বা কুল-পর্বতের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, সুক্তিমান (সুক্তিমৎ), রিক্স, বিন্ধ্য, পারিপাত্র বা পারিজাত্র। বিভিন্ন উপজাতি বা স্থানীয় অঞ্চলের নাম থেকে ঐ সব নামের সৃষ্টি হয়েছিল, এমন অনুমান অসঙ্গত নয়।

মহেন্দ্র—পুরাণে কলিঙ্গের মহানদী ও দক্ষিণেগোদাবরীর মধ্যবর্তী পূর্ব-ঘাট পর্বতের এক অংশকে মহেন্দ্র পর্বতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—যদিও রামায়ণে মহেন্দ্রের অবস্থান আরো দক্ষিণে নির্দেশ করা হয়েছে।

মলয়—সংস্কৃত সাহিত্যে মলয় পর্বতের উল্লেখ বিশেষভাবে হয়েছে। পুরাণ ও অনুশাসনের ভিত্তিতে পশ্চিম-ঘাট পর্বতের কাবেরী নদী থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্যন্ত অংশকে মলয় পর্বত রূপে চিহ্নিত করা চলে।

সহ্য—পুরাণ,অনুশাসন ও টলেমির বর্ণনার ভিত্তিতে তাপ্তি নদীর দক্ষিণ থেকে শুরু করে নীলগিরি পর্বত বা কাবেরী নদীর উৎসমুখ পর্য্যন্ত পশ্চিম-ঘাট পর্বতাংশের নাম সহ্য' রূপে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সুক্তিমৎ—বিভিন্ন পুরাণ ও অনুশাসনের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে রায়গড় থেকে শুরু করে মানভূম ও সাঁওতাল পরগনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্বতাংশকে সুক্তিমৎ-রূপে চিহ্নিত করা যায়।

বিন্ধ্য ও রিক্স—বিভিন্ন পুরাণ, অনুশাসন ও অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে আধুনিক সমগ্র বিন্ধ্য পর্বতের দুটি নাম ছিল—পশ্চিম দিকে নর্মদার উত্তরাংশ থেকে মধ্যাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম ছিল রিক্স ও নর্মদার দক্ষিণাংশ থেকে অমরকন্টক পর্য্যন্ত অংশের নাম বিন্ধ্য।

পারিপাত্র বা পারিজাত্র—উত্তরে আরাবল্লী পর্বতমালা থেকে ভুপালের পশ্চিমে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বতের অংশকে পারিজাত্র নমে উল্লেখ করা হয়েছে প্রাচীন সাহিত্যে।

ক্ষুদ্র-পর্বত—সাতটি কুল পর্বত ছাড়াও প্রাচীন সাহিত্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র-পর্বতের (গিরি) উল্লেখ করা হয়েছে, যেন—কামগিরি, উদয়গিরি, অমরকন্টক, রিসভ, ভেঙ্কটগিরি, পুষ্পগিরি, শ্রীপর্বত, দর্দুর, নীলগিরি, মালয়বৎ, দেবগিরি, গোবর্দ্ধনগিরি, উর্য্যয়ন্ত, রৈবতক, অর্বুদ, কোলাহল, চিত্রকূট, মন্দার, বৈহার ইত্যাদি। মানচিত্রে ক্ষুদ্র-পর্বতগুলিকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা হয়েছে।

প্রাচীন-ভারত : নদী পরিচয়

বৈদিক সাহিত্যে নদী সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সব নদীকেই পবিত্র, পাপ বিধৌতকারী ও মাতৃসমা বলা হয়েছে।

ঋগ্‌বেদের নদীস্তুতি ও অপরাপর উক্তি থেকে একত্রিশটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাগবত পুরাণে তেরটি নদীর উল্লেখ আছে যদিও সেগুলিকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায় না।

ডাঃ পুসালকার মনে করেন সপ্ত সিন্ধু —কথাটির অর্থ—সিন্ধু, তার পাঁচটি শাখা (যথা শতদ্রু, বিপাশা, পরুষ্ণি অসিকনি, বিতস্তা) ও সরস্বতী নদী। পরবর্তী কালে অবশ্য ভারতের সাতটি বৃহৎ নদীর নাম এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন—গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী।

''গঙ্গাচ যমুনাশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী,
নর্মদা, সিন্ধু, কাবেরী জলেস্মিন সন্নিধিম কুরু'॥

সিন্ধু ও তার শাখা নদী—সিন্ধুর উল্লেখ ঋগ্‌বেদেই আছে, তার আরো দুটি নাম স্যন্দেদ, সঙ্গম। কৈলাস পর্বত ও তার নিকটবর্তী হ্রদ সিন্ধুর উৎপত্তি স্থল রূপে উল্লিখিত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে সিন্ধুকেই শ্রেষ্ঠ নদীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও গ্রীক্ লেখকরা ও মেগাস্থিনিস গঙ্গাকেও সিন্ধুর সমতুল্য বলেছেন। পারসিক সম্রাট দরায়ুসের বেহিস্তন অনুশাসনে 'সিন্ধু'কে 'হিন্দু' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সিন্ধুর পাঁচটি শাখার বর্তমান নাম হল—সাটলেজ (শতদ্রু), বিয়াস (বিপাশা), ইরাবতী বা রাভি (পরুষ্ণি), চন্দ্রভাগা বা চেনাব (আসিক্‌নি), ঝেলাম (বিতস্তা)।

সরস্বতী ও দৃশদ্বতী—উত্তরাপথের বৃহৎ দুটি নদীর নাম হল সরস্বতী ও দৃশদ্বতী। এদুটি নদীকেই পবিত্র বলা হয়েছে। মিলিন্দপান্‌হো পুস্তকে এই নদীর উৎপত্তিস্থল হিসেবে হিমালয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে লুপ্ত প্রায় 'সরস্যুতি' বৈদিক যুগের সাগরসঙ্গমী সরস্বতী এইরূপ অনুমান করা হয়। প্রাচীন নগর পৃথুদক (Pehoa) দৃশদ্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল।

গঙ্গা, যমুনা—মধ্যদেশ অঞ্চলের নদী হল—গঙ্গা, যমুনা। গঙ্গার অপর কয়েকটি প্রাচীন নাম হল—বিষ্ণুপদী, জাহ্নবী, মন্দাকিনী, ভাগীরথী। প্রাচীন সাহিত্যে গঙ্গার শাখা নদীগুলির নাম পাওয়া যায় যেমন—মন্দাকিনী (কালিগঙ্গা) নুত, রামগঙ্গা, গোমতী, ধুতপাপা, তমসা, সরযু (ঘগ্‌রা) হিরণ্যবতী, গণ্ডকী (গণ্ডক), বাগমতী, ফল্গু (গয়া), হিরণ্যবাহ (শোন)।

বর্তমানের চম্বল নদীর প্রাচীন নাম হল চর্মনবতী, আর নর্মদার নাম রেবা। মহাভারতে বলা হয়েছে যে অবন্তী রাজ্যের দক্ষিণ সীমা ছিল এই রেবা নদী। প্রাচীন সাহিত্যে মহানদী, বৈতরণী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীর উল্লেখ আছে।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে) :

1. H. C. Raychaudhuri — Studies in Indian Antiquities, Ch. VI & VII.
2. Cunningham — Ancient Geography of India.
3. Nundolal Dey — Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India.
4. B. C. Law — Historical Geography of Ancient India.
5. B. C. Law — Rivers of India.



হিমালয় পর্বতশ্রেণী

প্রাচীন ভারত : রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রাঞ্চল পরিচয়। (বেদের ব্রাহ্মণ অংশ, উপনিষৎ ও জাতক অনুসারে)

উত্তর-ভারতের রাষ্ট্র—বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ অংশে উত্তর-ভারতের দশটি রাষ্ট্রের উল্লেখ আছে। যথা—গান্ধার, কেকয়, মদ্র, উষিনর, মৎস, কুরু, পাঞ্চাল, কোশল, কাশী ও বিদেহ। ঋগ্‌বেদে আরো দুটি অনার্য জাতি ও তাদের অবস্থান অঞ্চলের উল্লেখ আছে, যেমন—কিকত (মগধ অঞ্চল) ও উর্ধ্যয়স্তি (গিরনার অঞ্চল)। অথর্ববেদে অঙ্গ, ঐতরেয়আরণ্যকে বঙ্গের উল্লেখ আছে।

দক্ষিণ-ভারতের রাষ্ট্র—প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে (জাতক) দক্ষিণাপথের নয়টি রাষ্ট্রের বা রাষ্ট্রাঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা বিদর্ভ, কলিঙ্গ, অস্সক (অস্মক), ভোজ, দণ্ডক, অন্ধ্র, সবর, পুলিন্দ ও মুতিবাস,। অন্ধ্র, সবর, পুলিন্দ ও মুতিবাস—এগুলি মূলত অনার্য জাতি অঞ্চল। অবস্থান-অঞ্চলগুলি, জাতিগুলির নামে উল্লিখিত হয়েছে।

১। গান্ধার—বর্তমান পশ্চিম পাঞ্জাবের (পাকিস্তান) রাওয়ালপিণ্ডি ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের (পাকিস্তান) পেশোয়ার জেলা নিয়ে গান্ধার গঠিত ছিল।

২। কেকয়—গান্ধার ও অসিকনি (চন্দ্রভাগা) নদীর মধ্য ভাগে অবস্থিত ছিল কেকয়।

৩। মদ্র—অসিকনি (চন্দ্রভাগা) ও ইরাবতীর (রাভি) মধ্যে অবস্থিত ছিল মূল মদ্র অঞ্চল।

৪। উষিনর—'মধ্য-দেশের' উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল উষিনর রাষ্ট্রাঞ্চল।

৫। মৎস—আধুনিক রাজপুতানার আলোয়ার, জয়পুর ও ভরতপুর নিয়ে গঠিত ছিল মৎস।

৬। কুরু—হাস্তিনাপুরকে (বর্তমান দিল্লী) কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির কেন্দ্র কুরু রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল।

৭। পাঞ্চাল—পাঞ্চাল গঠিত হয়েছিল আধুনিক বেরিলী, বাদাউন ও রোহিলখণ্ডের কিছু অংশ নিয়ে।

৮। কোশল—কোশল রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল বর্তমান অযোধ্যাকে কেন্দ্র করে।

৯। কাশী—বর্তমানের কাশীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন কাশী রাজ্য।

১০। বিদেহ—আধুনিক উত্তর-বিহারের ত্রিহুত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে বিদেহ রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

১১। কিকত—ঋগ্‌বেদে কিকত জাতির উল্লেখ আছে। কিকত জাতি যে অঞ্চলে বাস করতেন পরবর্তীকালে সে অঞ্চলের নাম হয় মগধ।

১২। উর্ধ্যয়স্তি—বর্তমানের সৌরাষ্ট্রে, গিরনার অঞ্চলে উর্ধ্যয়স্তি জাতির বাসস্থান ছিল।

১৩। অঙ্গ—অথর্ববেদের উল্লেখ অনুসারে অনুমিত হয় যে অঙ্গবাসীরা পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী। শোন ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে সম্ভবত এই অঞ্চলটি অবস্থিত ছিল।

১৪। বঙ্গ—ঐতেরেয় আরণ্যকে প্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। আধুনিক বঙ্গের পূর্বাংশকেই 'বঙ্গ' নামে অবিহিত করা হয়েছিল।

১৫। বিদর্ভ—বর্তমানের বেরার অঞ্চলে অবস্থিত ছিল বিদর্ভ রাজ্য।

১৬। কলিঙ্গ—বৈতরণী নদীর সঙ্গম থেকে অন্ধ্র রাজ্য পর্য্যন্ত সমগ্র তীরভূমি অঞ্চলে ব্যাপ্ত ছিল কলিঙ্গ রাজ্য।

১৭। অস্সক—গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল অস্সক অঞ্চল।

১৮। ভোজ—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমে তাপ্তী ও গোদাবরী নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল ভোজ বংশ শাসিত রাজ্য।

১৯। দণ্ডক—অনেকের মতে ভোজরাজ্যের অংশরূপে তাপ্তী ও ভীমরথী নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল দণ্ডক অঞ্চল। পরবর্তী কালে রামায়ণে আধুনিক বুন্দেলখণ্ডের বনাঞ্চলকেই দণ্ডক বা (দণ্ডকারন্য) রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। Pargitar এই মতকেই সমর্থন করেছেন। ইক্ষাকু বংশের তৃতীয় রাজা দণ্ডকের নামানুসারে ঐ অঞ্চলের নাম দণ্ডক হয়েছিল—এমনই কথিত আছে। ভবভূতি 'জনস্থানের' পশ্চিমে দণ্ডকের অবস্থান ছিল এইরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।

২০। অন্ধ্র—গোদাবরীর মোহনাঞ্চল থেকে কৃষ্ণা নদীর মোহনাঞ্চল পর্য্যন্ত সমগ্র অংশে অন্ধ্র জাতির মূল বাসস্থান ছিল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের আরো বিস্তৃতি ঘটে।

২১। শবর—মহেন্দ্র পর্বতের উত্তরে, দক্ষিণে গোদাবরী ও উত্তরে মহানদী পর্য্যন্ত অঞ্চলে শবর জাতির বাসস্থান ছিল।

২২। পুলিন্দ—বর্তমান বুন্দেলখণ্ডের কিছু অংশে পুলিন্দ জাতির বাস ছিল।

২৩। মুতিবাস—বর্তমান হায়দ্রাবাদে মুতিবাস জাতির বাস ছিল এমন অনুমান করা হয়।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে) ১। Dr. H. C. Raychaudhuri — Political History of Ancient India — 7th Edition, Part I, Ch. II, Sec. II-IV.
২। The Vedic Age — Bharatiya Vidya Bhavan — Ch. XIII. ৩। Nundolal Dey — Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India.



প্রাচীন ভারত-
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রাঞ্চল পরিচয়
(বেদের ব্রাহ্মণ অংশ, উপনিষৎ ও জাতক অনুসারে)
রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রাঞ্চল-গান্ধার ইত্যাদি
স্কেল ০ ৫০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
০ ২০০ ৪০০ কিলোমিটার
মানচিত্র সংখ্যা ৫
গান্ধার
কেকয়
মদ্র
উশিনর
কুরু
পাঞ্চাল
কোশল
বিদেহ
কাশী
কিকত
অঙ্গ
বঙ্গ
পুলিন্দ
বিদর্ভ
সবর
ভোজ
অশ্মক
মুতিবাস
কলিঙ্গ
সিন্ধু নদ
বিতস্তা নং
সরস্বতী নদী
যমুনা নদী
চম্বল নং
গঙ্গা নং
হিরণ্যবাহ
(শোন নদী)
লোহিত নং
রেবা নদী
(নর্মদা)
তাপ্তী নং
মহানদী
গোদাবরী নং
ভীমা নং
কৃষ্ণা নং
তুঙ্গভদ্রা
কাবেরী নং
প শ্চি ম
প য়ো ধি
পূ র্ব সা গ র
দ ক্ষি ণ জ ল নি ধি
(ম হো দ ধি)


প্রাচীন ভারত - নগর ও বন্দর পরিচয়
স্কেল ০ ৫০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
০ ২০০ ৪০০ কিলোমিটার
মানচিত্র সংখ্যা ৬
পুষ্কলাবতী
তক্ষশিলা
বিতস্তা নং
সিন্ধুনদ
সিন্ধুনদ
শতদ্রু নং
কুরুক্ষেত্র
হাস্তিনাপুর
সরস্বতী নদী
শ্রাবস্তী
(সাহেৎ-মাহেৎ)
কপিলবস্তু
মথুরা
কান্যকুব্জ
অহিচ্ছত্র
অযোধ্যা
কুশিনগর
বৈশালী
লোহিত নং
প্রাগজ্যোতিষপুর
(গৌহাটি)
চম্বল নং
যমুনা নং
গঙ্গা
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
(পাটনা)
এরাণ
কাশী
(বারাণসী)
নালন্দা
বিক্রমশিলা
কৌশাম্বী
রাজগীর
বিদিশা
উজ্জয়িনী
মাহিষমতি
দ্বারকা
ভারুকচ্ছ
(ব্রোচ)
রেবা নং
(নর্মদা)
তাম্রলিপ্তি
(তমলুক)
তাপ্তী নং
মহানদী নং
নাসিক
সোপার
কালিয়েনা
(আধুনিক কল্যাণ)
প্রতিষ্ঠান
শিশুপালগড়
টগর
(আধুনিক থের)
গোদাবরী নং
পালয়েপাটমে
মেলিজিগারা
(জৈগড়)
দাভোল
কৃষ্ণা নং
অমরাবতী
নাগার্জুনীকোণ্ডা
প শ্চি ম
প য়ো ধি
চারসোনেসাস
(কারওয়ার)
পূ র্ব সা গ র
কাঞ্চিপুরম্
অরিকামেডু
কাবেরী নং
মুগিরিশ
(কান্নানোর)
মাদুরা
কুমারী
(কেপ কমোরিন)
দ ক্ষি ণ জ ল নি ধি
(ম হো দ ধি)
রামায়ণ, মহাভারত ও পানিনি অনুসারে প্রাচীন ভারতের কয়েকটি পথ .....
৬৮ ৭২ ৭৬ ৮০ ৮৪ ৮৮ ৯২ ৯৬
৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ৮ 8

প্রাচীন ভারত : নগর ও বন্দর পরিচয়।

অহিচ্ছত্র—বর্তমান বেরিলী জেলার রামনগর গ্রামের নিকটে অবস্থিত ছিল প্রাচীন পাঞ্চাল রাষ্ট্রের রাজধানী অহিচ্ছত্র।

অরিকমেডু—কুষাণ আমলের বিখ্যাত বন্দর, বর্তমান পণ্ডিচেরীর তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল।

অমরাবতী—বর্তমান গুন্টুরের বত্রিশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল সাতবাহন বা অন্ধ্র রাষ্ট্রের বিখ্যাত নগরী অমরাবতী।

অযোধ্যা—ইক্ষাকু বংশের ও কোশলরাজ প্রসেনজিতের রাজধানী অযোধ্যা সরযু নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানের অযোধ্যাকে প্রাচীন অযোধ্যারূপে গণ্য করা হয়।

উজ্জয়িনী নগর ছিল অবন্তী রাজ্যের রাজধানী। গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে উজ্জয়িনী বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করে।

এরাণ—মধ্যপ্রদেশের সগর জিলায় প্রাচীন এরাণ নগরী অবস্থিত ছিল। গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের অনুশাসনের প্রাপ্তিস্থান রূপে এরাণ ইতিহাসে সুবিখ্যাত।

কান্যকুব্জ—বর্তমানের কনৌজ হল সুপ্রাচীন কান্যকুব্জ। হিউয়েন সাং এই নগরীকে 'ফুলের নগর' রূপে বর্ণনা করেছেন। সুলতান মামুদের আক্রমণে প্রাচীন কান্যকুব্জ ধ্বংস হয়ে যায়।

কাঞ্চিপুর—চিংলেপুট জেলার কাঞ্জিভেরামে অবস্থিত ছিল পল্লব বংশের রাজধানী ও প্রাচীন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কেন্দ্র কাঞ্চিপুর।

কপিলবস্তু—বর্তমানের বস্তি জেলার পিপরাওয়ায় অবস্থিত ছিল শাক্য বংশের (গৌতম বুদ্ধের বংশ) রাজধানী কপিলবস্তু।

কাশী—ভারতের সব থেকে প্রাচীন নগর কাশী, বর্ণ ও অশি (গঙ্গা) নদীর তীরে অবস্থিত—এবং এই কারণেই এই নগরের অপর নাম বারাণসী। প্রাচীন কাশীকে কেন্দ্র করে কোশল ও মগধের বিরোধ হয় এবং মগধের অংশরূপেই এই নগর সুবিখ্যাত হয়।

কৌশাম্বী—বর্তমান এলাহাবাদের আটশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কোশাম গ্রামই প্রাচীন কালের সুবিখ্যাত কৌশাম্বী নগর রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

কুশীনগর—বর্তমান উত্তর-প্রদেশের দেওরিয়া গ্রামে প্রাচীন কুশীনগর অবস্থিত ছিল। বুদ্ধদেবের পরিনির্বান স্থানরূপে এই নগর বিখ্যাত।

কালিয়েনা-বোম্বাই বন্দরের নিকটে অবস্থিত অন্ধ্র রাজ্যের বিখ্যাত বন্দর কল্যাণকে Periplus of the Erythrean Sea গ্রন্থে কালিয়েনা নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

কুরুক্ষেত্র—পরবর্তীকালে রূপান্তরিত নাম থানেশ্বর ও পুনরায় কুরুক্ষেত্র। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃশদ্বতী—এই দুই নদীর মধ্যস্থানে প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের অবস্থান ছিল। বর্তমানকালের শোনপথ, আমিন, কর্ণাল ও পানিপথ ইত্যাদিকে নিয়ে কুরুক্ষেত্র গঠিত হয়েছিল। মহাভারতে এই স্থানের নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

কুমারী—বর্তমানের কন্যাকুমারীর (কেপ কমোরিন) প্রাচীন নাম ছিল কুমারী এবং এটি প্রাচীনকালের একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল।

টগর—বর্তমান কালের পৈথানের ৯৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অস্থিত ছিল প্রাচীন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর টগর।

তক্ষশিলা—প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-কেন্দ্রের উল্লেখ মহাভারতে আছে। বর্তমানে রাওয়ালপিণ্ডির বাইশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছিল তক্ষশিলা। হুন আক্রমণে এই নগরটি বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাম্রলিপ্ত—বর্তমানের মেদিনীপুরের তমলুকে অবস্থিত ছিল প্রাচীন কালের পূর্ব-ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্ত। প্রাগ্-ঐতিহাসিক কাল থেকে এই অঞ্চলে জনবসতির চিহ্ন পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়েন সাং ও ইৎসিং এই বন্দরের বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

দ্বারকা—গুজরাটে সমুদ্রতীরে অবস্থিত—মহাভারতে উল্লিখিত যাদব বংশের শ্রেষ্ঠ নগরী। কথিত আছে যে সুপ্রাচীন দ্বারকানগরী শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

নালন্দা—বর্তমান কালের রাজগীর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে প্রাচীন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা কেন্দ্র নালন্দার অবস্থান। হিউয়েনসাঙের বর্ণনায় জানা যায় কোন একটি সর্প বা নাগের অবস্থান থেকে এই নগরের নাম হয় নালন্দা। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের আমলে এর যশ সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। বক্তিয়ার খল্‌জীর আক্রমণে এই বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে যায়।

নাসিক—গোদাবরীর তীরে অবস্থিত নাসিক নগরী সাতবাহন শাসন কালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। পতঞ্জলির গ্রন্থে নাসিকের উল্লেখ আছে।

পাটলিপুত্র—বর্তমান পাটনার কুমরাহার ও বুলেন্দিবাগ অঞ্চলে প্রাচীন মগধের সুবিখ্যাত রাজধানী পাটলিপুত্রের অবস্থান ছিল। এই নগরের ভিত্তি স্থাপন করেন অজাতশত্রু আর উদায়িনের সময়ে এই নগর রাজধানীরূপে স্বীকৃতি পায়। মৌর্য্য, সুঙ্গ, গুপ্ত আমলেও এর যশ সর্বত্র ব্যাপ্তি লাভ করে।

প্রতিষ্ঠান—বর্তমান মহারাষ্ট্রের ঔরাঙ্গাবাদ জেলায় গোদাবরীর উত্তর তীরে পৈথানে প্রাচীন সাতবাহন রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠান অবস্থিত ছিল।

প্রয়াগ—বর্তমান এলাহাবাদের প্রাচীন নাম প্রয়াগ। ঋগ্‌বেদের কাল থেকে দীর্ঘকাল প্রয়াগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বের পর এর খ্যাতি ম্লান হয়। আকবরের আমলে এলাহাবাদ পুণঃপ্রতিষ্ঠা পায়।

পুষ্কলাবতী—বর্তমান পেশোয়ারের ১৭ মাইল উত্তর-পূর্বে পুষ্কলাবতী নগর অবস্থিত ছিল। আলেকজাণ্ডারের আগমন কালে আস্‌টেস জাতির রাজধানী ছিল এই নগরে। হর্ষের রাজত্বের পর এই নগরের পতন ঘটে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর—বর্তমানের গৌহাটি সহর প্রাচীন কালের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এই নগর কামরূপের রাজধানী ছিল এবং মহাভারতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৈশালী—বর্তমান বিহারের মজফ্‌ফরপুর সহরের ২২ মাইল দূরে 'বাস্‌রা' গ্রামে প্রাচীন বৈশালীর অবস্থান ছিল। বুদ্ধদেবের সময়কালে এই নগরের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বর্ণনায় এই নগরের উল্লেখ আছে।

বিদিশা—বর্তমান বেসনগরে পূর্ব মালবের রাজধানী বিদিশার অবস্থান ছিল। মৌর্য্য যুগের পূর্বেই এই নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিক্রমশিলা—যদিও ঠিক ভাবে চিহ্নিত হয়নি, তবে বর্তমান বিহারের ভাগলপুরের সন্নিকটে এই শিক্ষা-কেন্দ্রটি অবস্থিত ছিল এইরূপ অনুমান করা হয়ে থাকে।

ভারুকচ্ছ—নর্মদা নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত ছিল প্রাচীন কালের সমৃদ্ধশালী বন্দর ভারুকচ্ছ বা ব্রোচ। বিভিন্ন 'জাতক' ও গ্রন্থে এর উল্লেখ আছে।

মথুরা—বর্তমানে মথুরা সহরে মাহোলি অঞ্চলে প্রাচীন মথুরা নগরের অবস্থান ছিল। শূরসেন জাতির রাজধানী ছিল মথুরা এবং মেগাস্থিনিসের বর্ণনায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

মহিষমতি—বর্তমান ইন্দোরের ৬০ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণ-অবন্তী রাজ্যের রাজধানী মহিষমতির অবস্থান ছিল নর্মদা নদীর তীরে। খৃ: পূ: ৪র্থ অব্দ থেকে খৃষ্টীয় প্রথম শতক পর্য্যন্ত এই নগরের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ছিল।

মাদুরা—বর্তমানের মাদুরা সহরেই প্রাচীন পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী মাদুরার অবস্থান ছিল।

মেলিজিগারা—বর্তমানের জয়গড়ে মেলিজিগারা বন্দরের অবস্থান ছিল। Periplus of the Erythrean Sea গ্রন্থে এই নগরের উল্লেখ আছে।

মুগিরিস—বর্তমান কান্নানোর মুগিরিস নামে Periplus গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে—এইরূপ অনুমান করা হয়।

রাজগীর বা গিরিব্রজ—বর্তমানে বিহারের রাজগীর প্রাচীন রাজগীর রূপে গণ্য হয়ে থাকে। মহাভারতে এই নগরের উল্লেখ আছে। হর্য্যঙ্ককুলরাজ বিম্বিসারের শ্রেষ্ঠ নগর ছিল রাজগীর। জীবন কালে বুদ্ধদেব রাজগীর পরিদর্শন করেন।

শিশুপালগড়—শিশুপালগড় বা প্রাচীন তোসালি বর্তমান ভুবনেশ্বরের নিকটে অবস্থিত ছিল। তোসালি অশোকের সাম্রাজ্যের পূর্বাংশের রাজধানী ছিল।

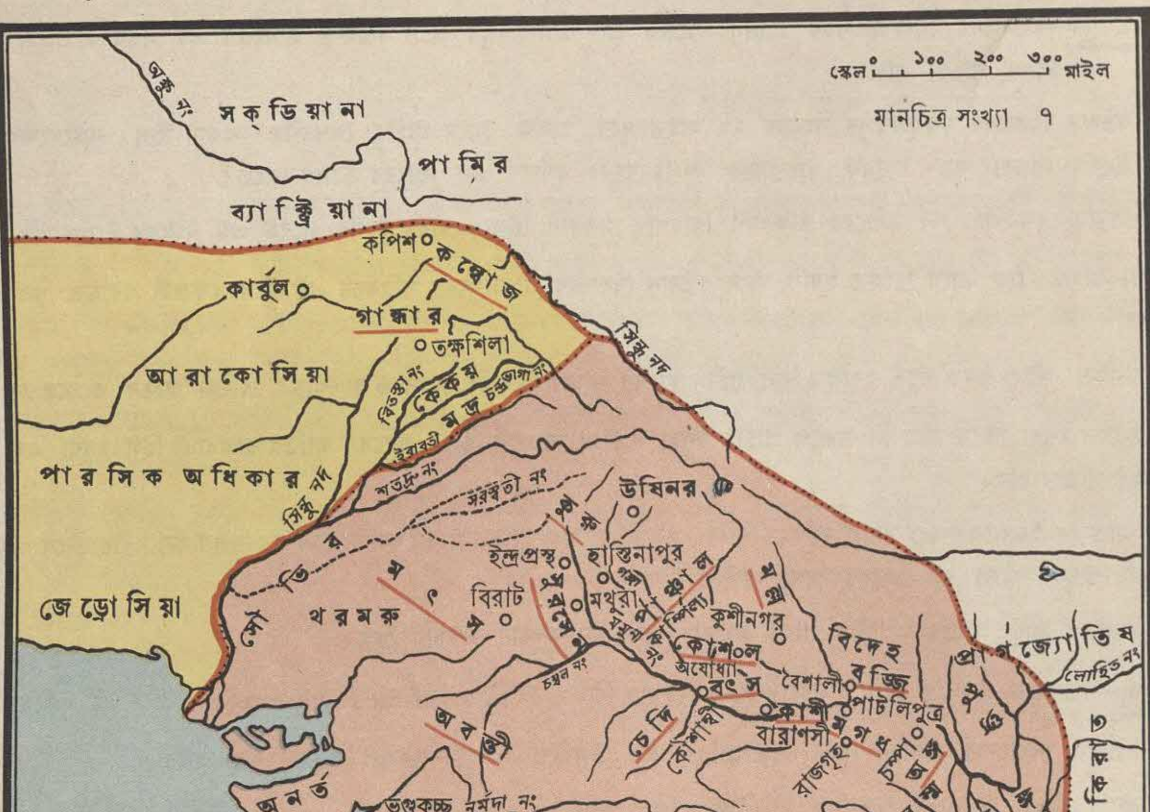
শ্রাবস্তী—বুদ্ধদেবের সময়কালে ছয়টি সুবিখ্যাত নগরগুলির মধ্যে শ্রাবস্তী একটি। বর্তমান উত্তর-প্রদেশের গোন্ডা জেলায় সাহেৎ-মাহেৎ অঞ্চলে এই নগরটি অবস্থিত ছিল।

সোপারা—বর্তমান বোম্বাই বন্দরের উত্তরে ছিল প্রাচীন সোপারা, আজ যা সোপার নামে খ্যাত। একদা এটি কোঙ্কন অঞ্চলের রাজধানী ছিল।

হস্তিনাপুর—বর্তমানে মীরাট জেলার মাওনা তহশীলে প্রাচীন কুরু রাজ্যের রাজধানী হস্তিনাপুরের অবস্থান ছিল। মহাভারতে এই নগরের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে)—১। Nundolal Dey — Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India.
২। B. C. Law — Historical Geography of Ancient India. ৩। B. N. Puri — Cities of Ancient India.
৪। Schoff — Periplus of the Erythrean Sea. ৫। গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত—প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়—চতুর্থ অধ্যায়।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত — রাজনৈতিক চিত্র -
— ষোড়শ মহাজনপদ ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের পারসিক অধিকার। মহাজনপদ যথা মগধ



খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত-
-রাজনৈতিক চিত্র—ষোড়শ মহাজন-পদ ও উত্তর পশ্চিম ভারতে পারসিক অধিকার।

বৈদিক যুগের পরের অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উৎস হচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি, পুরাণ ও জৈন গ্রন্থ ভগবতী সূত্র। খৃ: পূ: ষষ্ঠ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগ-পুরুষ গৌতম বুদ্ধের জীবনকাল সাধারণত নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে খৃ: পূঃ ৫৬৬ থেকে খৃ: পূ: ৪৮৬ অব্দ পর্য্যন্ত।

এই যুগে রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটি বিপরীত আদর্শের সংঘাত লক্ষ্য করা যায়—একদিকে স্বাধীন আঞ্চলিক চেতনা অপরদিকে সাম্রাজিক চেতনা। এ যুগের প্রথম দিকে আঞ্চলিক চেতনাই প্রাধান্য লাভ করে এবং তার ফলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে এবং কয়েকটি রাজ্যের পারস্পরিক বিরোধের মাধ্যমে (বৎস-অবন্তী-কোশল-মগধ) মগধ রাজ্যের প্রাধান্য স্থাপিত হতে থাকে।

অঙ্গুত্তরনিকায় নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে এই সময়কার ষোলটি মহাজনপদ রাজ্যের উল্লেখ আছে যেমন—(১) কাশীরাজ্য (আধুনিক কাশী)—যে রাজ্যের রাজধানী ছিল বারাণসীতে; (২) কোশল রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে নেপালের পর্বতমালা; পশ্চিমে গোমতী নদী ও দক্ষিণে সর্পিকা নদী। এ রাজ্যের দুটি উল্লেখযোগ্য নগরী ছিল অযোধ্যা ও সাকেত। (৩) মগধের পূর্বদিকে চম্পা নগরীকে কেন্দ্র করে (আধুনিক ভাগলপুরের নিকট) অঙ্গরাজ্য প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। (৪) মগধ রাজ্য গঠিত হয়েছিল আধুনিক পাটনা ও গয়াজেলাকে ভিত্তি করে। পর্বতবেষ্টিত গিরিব্রজ ছিল এ রাজ্যের প্রথম রাজধানী পরে ক্রমে রাজগৃহ ও পাটলিপুত্রে (বর্তমান পাটনা) রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। হর্য্যঙ্ক বংশের বিম্বিসার (খৃ: পূ: ৫৪৫—৪৯৩ খৃ: পূ:) ও অজাতশত্রুর (খৃ: পূ: ৪৯৩—৪৬১ খৃ: পূ:) শাসনকাল থেকেই মগধের ক্ষমতাবৃদ্ধি পেতে থাকে। (৫) আটটি উপজাতি নিয়ে বজ্জি রাজ্য গঠিত হয়েছিল। তার মধ্যে বজ্জি, বিদেহ, লিচ্ছবী ও জ্ঞাত্রীকরাই ছিল প্রধান। বৈশালী নগরীতে (বর্তমান মজ:ফরপুরের বসরা ও বখিরার নিকট) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। গঙ্গার উত্তরাংশে নেপাল পর্বতমালা পর্য্যন্ত, পশ্চিমে গণ্ডক ও পূবে মহানন্দা নদী ছিল এই রাজ্যের সীমানা। (৬) বজ্জি রাজ্যের উত্তরে ছিল দুভাগে বিভক্ত মল্ল রাজ্য—যে রাজ্যের দুটি রাজধানীর নাম যথাক্রমে কুশীনগর (বর্তমান গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত) ও পাভা (কুশীনগরের নিকট)। (৭) বর্তমান বুন্দেলখণ্ডের পূর্বাংশ ও পার্শ্ববর্তী স্থান নিয়ে চেদি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুক্তিমতীতে (বর্তমান উত্তর-প্রদেশের বান্দার নিকট) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। (৮) বর্তমান এলাহাবাদে গঙ্গার দক্ষিণাংশকে কেন্দ্র করে বৎস রাজ্য স্থাপিত ছিল। কৌশাম্বী (এলাহাবাদের নিকট কোশম গ্রামে) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। (৯) দিল্লীর নিকট ইন্দ্রপ্রস্থে কুরু রাজ্যের রাজধানী ছিল। হস্তিনাপুর এই রাজ্যের অন্যতম প্রধান নগর ছিল। (১০) বর্তমান রোহিলখণ্ড ও মধ্য-দোয়াবের অংশ বিশেষ নিয়ে গড়ে উঠেছিল পাঞ্চাল রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তরাংশের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র (উত্তর প্রদেশের বেরিল জেলার রামনগর) ও দক্ষিণাংশের রাজধানীর নাম ছিল কাম্পিল্য। (১১) আধুনিক জয়পুর রাজ্যের বৈরাট বা বিরাট নগরকে রাজধানী করে মৎস রাজ্য অবস্থিত ছিল। (১২) শূরসেন দেশ বা রাজ্যের রাজধানী ছিল যমুনা নদীর তীরে স্থাপিত মথুরা নগরী (বর্তমান মথুরা)। (১৩) গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত অস্যাক ও অস্মক রাজ্যের রাজধানী ছিল পোটালির্তে (বর্তমান হায়দ্রাবাদের বোধনে)। (১৪) মধ্য প্রদেশে অবস্থিত অবন্তী রাজ্য দুভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তর ভাগের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনীতে (বর্তমান উজ্জয়িনী) ও দক্ষিণ ভাগের রাজধানী ছিল মহিষমতিতে (বর্তমান মান্ধাতা)। (১৫) উত্তরে গান্ধার রাজ্য গঠিত হয়েছিল কাশ্মীর ও তক্ষশিলা অঞ্চলকে (পশ্চিম পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি) নিয়ে। তক্ষশিলা ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। (১৬) কম্বোজ রাজ্যের অবস্থান এখনও সঠিক নির্দ্ধারিত হয়নি—খুব সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম ভারতে (গান্ধারের নিকট) এই রাজ্যটি অবস্থিত ছিল।

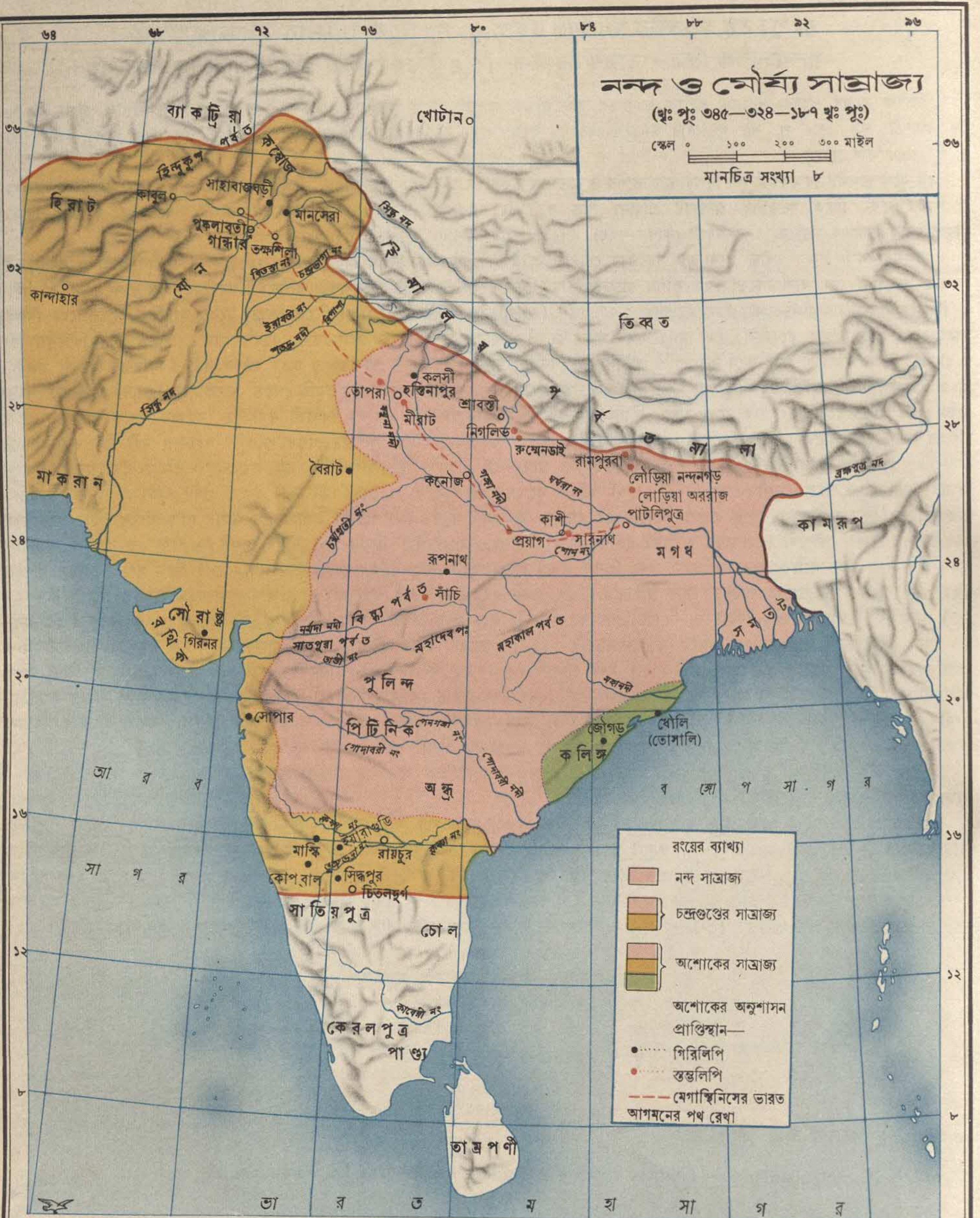
এইসব রাজ্যগুলির অধিকাংশ ছিল রাজ-শাসিত তবে কতকগুলি গণতান্ত্রিক রাজ্য ও জাতির উল্লেখও পাওয়া যায়, যেমন—বজ্জি, মল্ল—(শাক্য, কলিয়, ভগ্গ, বুলি, কলম এবং মরিয়)।

এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত থাকায় (কম্বোজ, গান্ধার, মদ্র) পারসিক সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়। পারসিক সম্রাট সাইরাস (খৃ: পূ: ৫৫৮—৫৩০ খৃ: পূ:) কাবুল ও সিন্ধু নদীর মধ্যভাগ অঞ্চল অধিকার করেন। গান্ধার রাজ্য পারস্য সম্রাট প্রথম দরায়াসের (খৃ: পূ: ৫২২—৪৮৬ খৃ: পূ:) সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রদেশে পরিণত হয়। পরবর্তী সম্রাট জ্যারাক্‌সেস্‌ (খৃ: পূ: ৪৮৬—৪৬৫ খৃ: পূ:) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে নিজ প্রভুত্ব বজায় রেখেছিলেনে। এই অঞ্চলে পারস্য অধিকার কতদিন স্থায়ী হয়েছিল সঠিকভাবে নির্ণয় করা শক্ত—তবে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে (৩২৬ খৃ পূ:) ঐ অঞ্চলে পারসিক শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেখানে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মগধের উত্থান—বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকাল :—
খৃ: পূ: ৫৪৫—৪১৩ খৃ: পূ:—হর্য্যঙ্ক বংশ
খৃ: পূ: ৪১৩—৩৪৫ খৃ: পূ:—শৈশুনাগ বংশ
খৃ: পূ: ৩৪৫—৩২৪ খৃ: পূ:—নন্দ বংশ

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে :—

1. Dr. H. C. Raychaudhuri — Political History of Ancient India -- 7th Ed. Part I, Ch. III.


নন্দ ও মৌর্য্য সাম্রাজ্য
(খ্রীঃ পূঃ ৩৪৫—৩২৪—১৮৭ খ্রীঃ পূঃ)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ৮
ব্যাকট্রিয়া
খোটান
হিন্দুকুশ পর্ব্বত
কম্বোজ
হিরাট
কাবুল
সাহাবাজগড়ী
মানসেরা
পুষ্কলাবতী
গান্ধার
তক্ষশিলা
কান্দাহার
সিন্ধু নদ
তিব্বত
কলসী
তোপরা
হস্তিনাপুর
শ্রাবস্তী
মীরাট
নিগলিভ
রুম্মেনডাই
রামপুরবা
লৌড়িয়া নন্দনগড়
লৌড়িয়া অররাজ
মাকরান
বৈরাট
কনৌজ
পাটলিপুত্র
কাশী
সারনাথ
প্রয়াগ
কামরূপ
মগধ
রূপনাথ
সাঁচি
বিন্ধ্য পর্ব্বত
নর্ম্মদা নদী
সাতপুরা পর্ব্বত
মহাদেব পঃ
মহাকাল পর্ব্বত
সৌরাষ্ট্র
গিরনর
পুলিন্দ
সোপার
পিটিনিক
জৌগড়
ধৌলি
(তোসালি)
কলিঙ্গ
অন্ধ্র
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
মাস্কি
রায়চুর
কোপবাল
সিদ্ধপুর
চিতলদুর্গ
সাতিয়পুত্র
চোল
কেরলপুত্র
পাণ্ড্য
তাম্রপর্ণী
ভারত মহাসাগর
রংয়ের ব্যাখ্যা
নন্দ সাম্রাজ্য
চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য
অশোকের সাম্রাজ্য
অশোকের অনুশাসন প্রাপ্তিস্থান—
গিরিলিপি
স্তম্ভলিপি
মেগাস্থিনিসের ভারত আগমনের পথ রেখা

নন্দ ও মৌর্য্য সাম্রাজ্য।

(খৃঃ পূঃ ৩৪৫—৩২৪—১৮৭ খৃঃ পূঃ)

শৈশুনাগ বংশের শেষ রাজাকে উচ্ছেদ করে মহাপদ্মনন্দ মগধে নন্দ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পুরাণের বর্ণনা, (সর্ব ক্ষত্রান্তক), গ্রীক লেখকদের উল্লেখ ও অনুশাসনের সাক্ষ্য থেকে মনে হয় তিনিই প্রথম মগধ রাজ্যকে বিস্তৃত করে সাম্রাজ্যের আকার দেন। এই বংশের শেষ রাজা ধননন্দকে উচ্ছেদ করে চন্দ্রগুপ্ত, মগধে মৌর্য্যবংশ প্রতিষ্ঠা করেন (৩২৪ খৃ: পূ:)।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যকে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য বলা হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের বংশ পরিচয় নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত বিরোধ আছে, তবে শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত বলেই স্বীকার করা হয়েছে।

চন্দ্রগুপ্তের শাসন কাল ৩২৪—৩০০ খৃ: পূ:। গ্রীক, ভারতীয় লেখক ও শিলালিপির ওপর নির্ভর করে তাঁর সাম্রাজ্যের পরিধি নির্দ্ধারন করা সম্ভব। (১) প্রথমে তিনি ব্রাহ্মণ চানক্যের সহায়তায় নন্দ সাম্রাজ্য অধিকার করেন, (২) পাঞ্জাবের গ্রীক সেনাপতিদের বিতাড়িত করে পাঞ্জাব অধিকার করেন, (৩) জুনাগড় শিলালিপি অনুসারে জানা যায় যে তিনি সৌরাষ্ট্র অধিকার করেন, (৪) মামুলানারের (তামিল গ্রন্থকার) উল্লেখ অনুসারে জানা যায় যে তিনি দক্ষিণে মহীশূর অধিকার করেন, (৫) গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত করে কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও মাকরান অধিকার করেন। অর্থাৎ সুদূর দক্ষিণের প্রান্তসীমা ও আসাম ব্যতিরেকে প্রায় সমগ্র ভারতের ভৌগোলিক অঞ্চল ও কাবুল, কান্দাহার হিরাট ও মাকরান তাঁর অধীনে ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের পর বিন্দুসার (৩০০—২৭৩ খৃ: পূ:) নতুন কোন রাজ্য অধিকার না করলেও সাম্রাজ্য বজায় রেখেছিলেন। বিন্দুসারের পুত্র মহারাজ অশোক (২৭৩—২৩২ খৃ: পূ:) রাজ্য বিস্তৃতির ক্ষেত্রেও দক্ষতা দেখিয়ে ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রচিত বিশাল সাম্রাজ্য অশোকের সময়ে কোথাও সঙ্কুচিত হয়নি। তাঁর সময়কালে লিখিত গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপির বর্ণনা ও ঐগুলির প্রাপ্তিস্থানের ওপর নির্ভর করে অশোকের সাম্রাজ্যের আয়তন ও সীমা জানা যায়। তাঁর ত্রয়োদশ গিরিলিপি থেকে জানা যায় যে তিনি কলিঙ্গ রাজ্যটি অধিকার করে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গিরিলিপি নং ১এ সমগ্র জম্বুদ্বীপ (ভারত) তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এমন উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে তাঁর সাম্রাজ্যে কয়েকটি উপজাতির অবস্থানের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন যোন, কাম্বোজ, পুলিন্দ, পিটিনিক ইত্যাদি। দ্বিতীয় গিরিলিপিতে তাঁর সাম্রাজ্যের দক্ষিণে স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন—চোল, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণী (সিংহল)। হিউয়েন সাং তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ ও সমতটে অশোকের নির্মিত স্তুপের উল্লেখ করেছেন এবং এই উল্লেখ অনুসারে বাংলাদেশ যে অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এমন সিদ্ধান্ত করা হয়। কামরূপ বা আসামের কোন উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা হয় আসাম মৌর্য্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল না। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুসারে প্রচলিত আছে যে অশোকের রাজত্বকালে তাঁর পুত্র জলৌক খোটান রাজ্য স্থাপন করেন। অশোকের পর থেকেই মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং খৃ: পূ: ১৮৭ অব্দে এই বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্র, শুঙ্গ বংশ স্থাপন করেন।

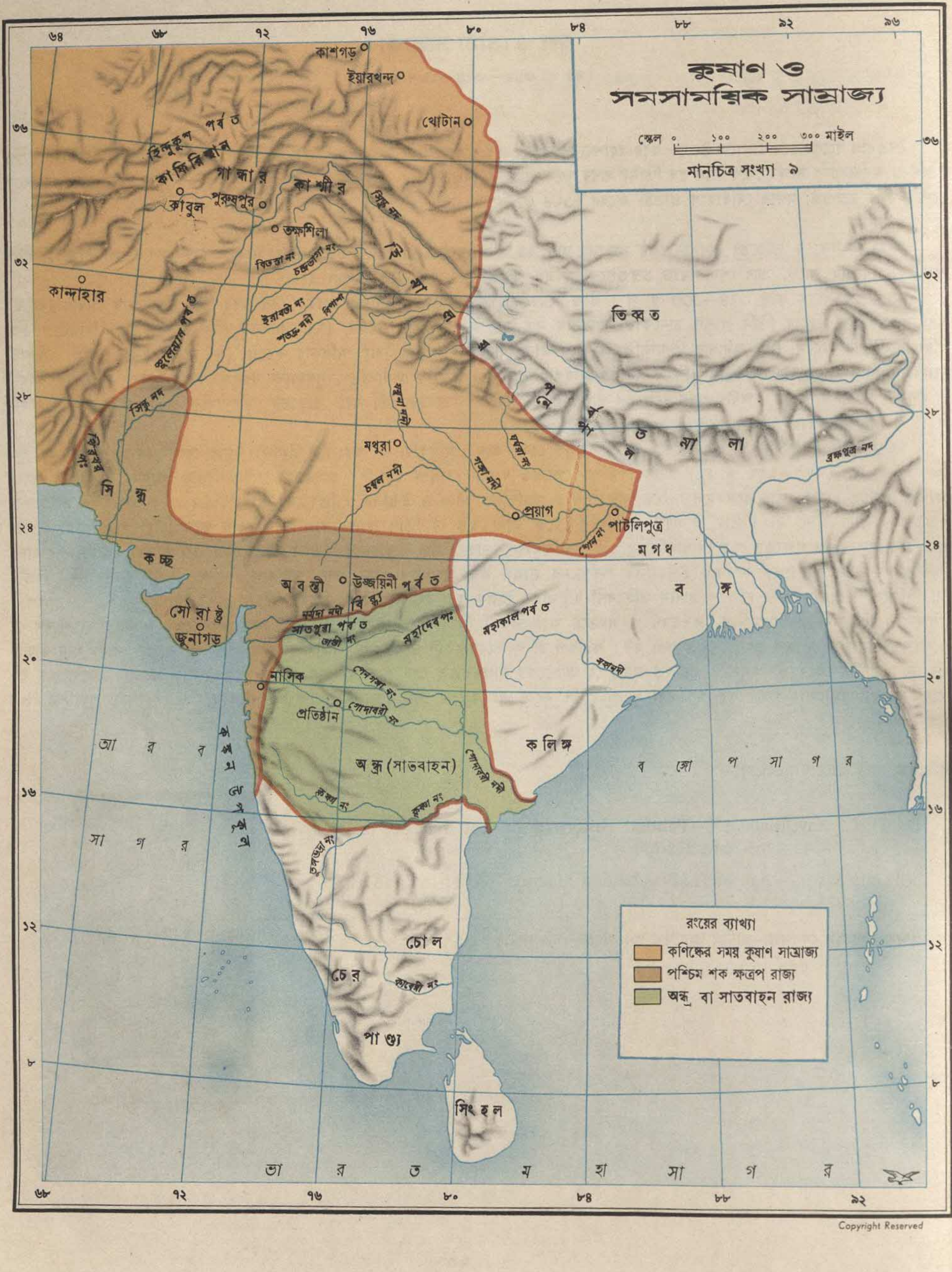
অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে):—

1. Dr. H. C. Raychaudhuri — Political History of Ancient India — 7th Ed. p. 238-242 ; 263-264 ; 272-280.
2. Nilkanta Sastri — Age of The Nandas and Mauryas, p. 144-155 ; 167-168, 219-223.

৩। গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত—প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়—ষষ্ঠ অধ্যায়।



মৌর্য্য স্তম্ভশীর্ষ


কুষাণ ও
সমসাময়িক সাম্রাজ্য
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ৯
রংয়ের ব্যাখ্যা
কণিষ্কের সময় কুষাণ সাম্রাজ্য
পশ্চিম শক ক্ষত্রপ রাজ্য
অন্ধ্র বা সাতবাহন রাজ্য
কাশগড়
ইয়ারখন্দ
খোটান
হিন্দুকুশ পর্বত
কাপিশ
গান্ধার
কাশ্মীর
কাবুল
পুরুষপুর
তক্ষশিলা
কান্দাহার
সিন্ধু নদ
বিতস্তা নং
চন্দ্রভাগা নং
ইরাবতী নং
বিপাশা
শতদ্রু নদী
সুলেমান পর্বত
হিমালয় পর্বতমালা
তিব্বত
যমুনা নদী
মথুরা
চম্বল নদী
গঙ্গা নদী
ঘর্ঘরা নং
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
শোন নং
মগধ
বঙ্গ
ব্রহ্মপুত্র নদ
সিন্ধু
কচ্ছ
অবন্তী
উজ্জয়িনী
বিন্ধ্য পর্বত
নর্মদা নদী
সৌরাষ্ট্র
জুনাগড়
সাতপুরা পর্বত
তাপ্তী নং
মহাদেব পং
মহাকাল পর্বত
মহানদী
নাসিক
প্রতিষ্ঠান
গোদাবরী নং
অন্ধ্র (সাতবাহন)
কৃষ্ণা নং
কলিঙ্গ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
তুঙ্গভদ্রা নং
চোল
চের
কাবেরী নং
পাণ্ড্য
সিংহল
ভারত মহাসাগর
৬৪
৬৮
৭২
৭৬
৮০
৮৪
৮৮
৯২
৯৬
৩৬
৩২
২৮
২৪
২০
১৬
১২
৮

কুষাণ ও সমসাময়িক সাম্রাজ্য।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শেষ পর্য্যায়ে ও বিশেষ করে অবসানের পর (১৮৭ খৃ পূ:) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথ ধরে কয়েকটি বিদেশী জাতি ভারতের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে, যেমন—ব্যাক্‌ট্রিয় গ্রীক, পার্থিয় বা পহ্লব, শক ও কুষাণ। এই সব জাতিরগুলির ভেতর শক ও কুষাণ জাতি যে রাজ্য ও সাম্রাজ্য রচনা করে তা কিছুকাল স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

শক জাতি হিরাট ও সিস্তান থেকে ভারতে প্রবেশ করে এবং ক্রমে উত্তর ও পশ্চিম ভারত, নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটি শাখা গান্ধার ও মথুরাকে কেন্দ্র করে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজ্য স্থাপনা করে। কিন্তু কালক্রমে এরা কুষাণদের অধীন হয়ে পড়ে। শক জাতির দ্বিতীয় শাখাটি পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে সৌরাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলে তাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই শাখা ক্ষহরত নামে পরিচিত ছিল এবং এদের শাসকরা ক্ষত্রপ উপাধি ধারন করতেন। এদেরও দুটি কেন্দ্র ছিল—একটি নাসিক ও অপরটি উজ্জয়িনীতে। এই শক জাতির কার্দমক শাখার শ্রেষ্ঠ সম্রাট রুদ্রদামন সম্ভবত ১৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তাঁরই আমলে লিখিত জুনাগড় শিলালিপি অনুসারে জানা যায় যে সিন্ধু উপত্যকার নিম্নাংশ, কচ্ছ, অবন্তী ও উত্তর-কোঙ্কণ পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শুরুতে ইউ-চি জাতির এক শাখা অর্থাৎ কুষাণগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশে প্রবেশ করতে থাকে। এই জাতির দলপতি বা রাজা কুজুল কদফাইসিস্‌ কাবুল, কাফিরিস্থান ও কান্দাহার অঞ্চল অধিকার করেন। তাঁর পুত্র বিম বা দ্বিতীয় কদফাইসিস্‌ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-প্রদেশ অঞ্চল অধিকার করে কুষাণ সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন। অবশ্য কনিষ্কই ছিলেন কুষাণ জাতির শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর রাজত্বকাল সম্বন্ধে মতবিরোধ থাকলেও তিনি যে ৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে রাজত্ব করেছিলেন (এবং তিনি যে 'শক সম্বৎ' এর প্রবর্তক) এ কথা মোটামুটি ভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অনুশাসন ও মুদ্রার সাক্ষ্য, বৌদ্ধ কিম্বদন্তী, রাজতরঙ্গিনী ও হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা ও চৈনিক সূত্রের ওপর নির্ভর করে কনিষ্কের সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারন করা সম্ভব। উত্তরে ইয়ারকন্দ কাসগড় ও খোটান, কাশ্মীর ইত্যাদি, পশ্চিমে মধ্য-এশিয়ার বাল্ক ও আফ্‌গানিস্তান-কাবুল উপত্যকা, দক্ষিণে সিন্ধুর এক অংশ, রাজপুতানা, মালব, কাথিওয়াড় ও সৌরাষ্ট্র এবং পূবে বিহারের পাটলিপুত্র পর্য্যন্ত অঞ্চলে কনিষ্কের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। নেপাল-বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গ তাঁর সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল না এমনই অনুমান করা হয়ে থাকে। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দশক পর্য্যন্ত কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এমনও অনুমান করা হয়।

শক-কুষাণ আমলে দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী নদীর তীরে অন্ধ্র বা সাতবাহন রাজ্যের বিস্তার ঘটে।

কুষাণ রাজাদের রাজত্ব কাল :—

আঃ খৃষ্টাব্দ—

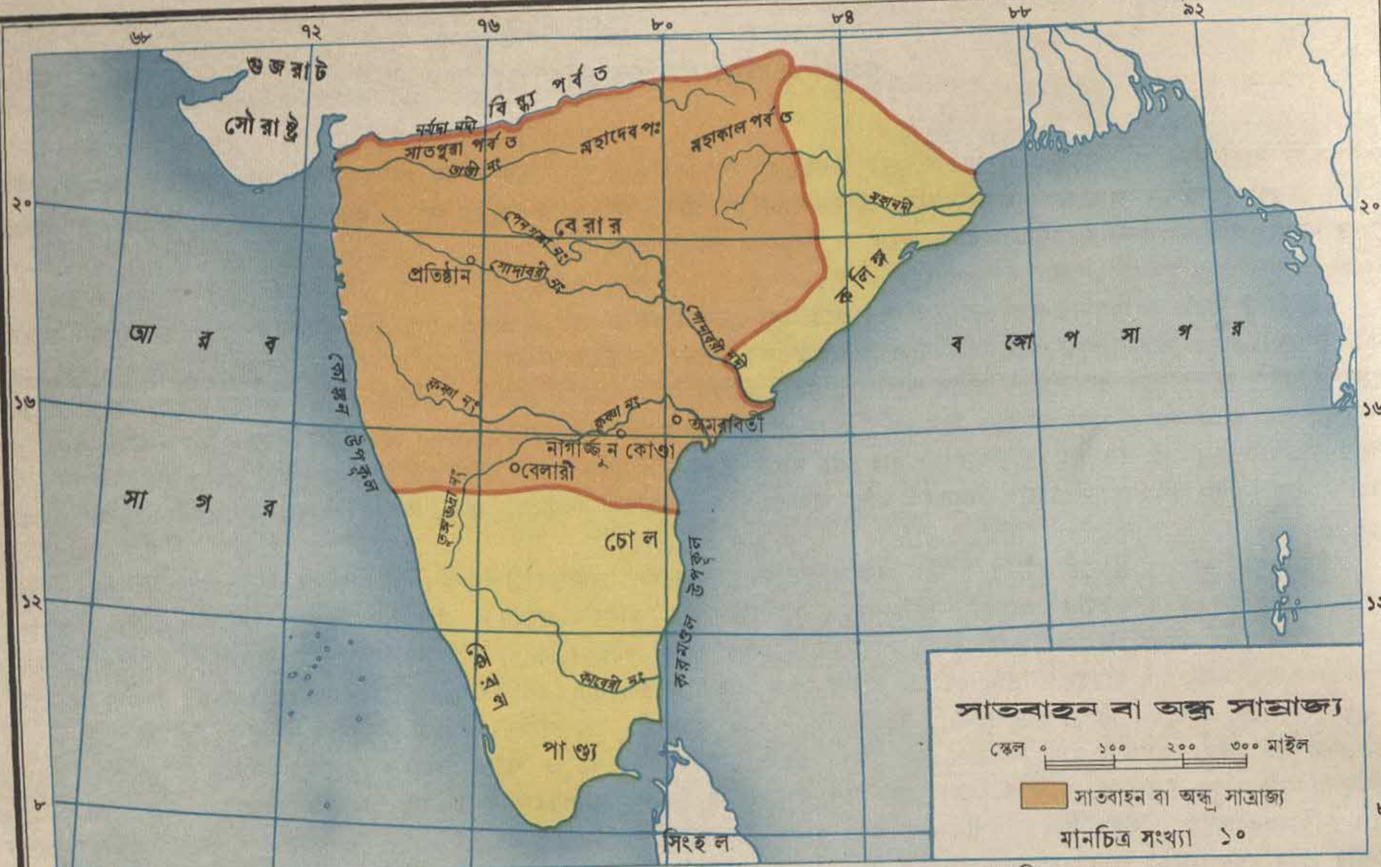
১৫— ৬৫ কুজুল কদফাইসিস্‌।
৬৫— ৭৫ বিম বা দ্বিতীয় কদফাইসিস্‌।
৭৮—১০২ কণিষ্ক।
১০২—১০৬ বাসিষ্ক।
১০৬—১৩৮ হুবিষ্ক।
১৩৮—১৪৫ দ্বিতীয় কণিষ্ক।
১৪৫—১৭৬ বাসুদেব।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে।

1. The Age OF TheImperial Unity — Bharatiya Vidya Bhavan - - Ch. VIII and IX.
2. B. N. Puri — India Under TheKushanas.



কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্ত্তি



মানচিত্র সংখ্যা ১১



মানচিত্র সংখ্যা ১২



সাতবাহন বা অন্ধ্র সাম্রাজ্য (খৃঃ পূঃ ৩০—২২৯ খৃঃ)

খৃ: পূ: প্রথম শতক থেকে শুরু করে তৃতীয় খৃষ্টাব্দের তৃতীয় দশক পর্য্যন্ত সাতবাহন বা অন্ধ্রেরা দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। অনুশাসনের সাক্ষ্য ও পুরাণের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে অন্ধ্র জাতির একটি পরিবার বা বংশের নাম সাতবাহন। ডাঃ সরকারের মতে মূলত এঁরা অনার্য নাগ ও আর্য ব্রাহ্মণ সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত হয়েছিলেন এবং সেহেতু পুরাণে এঁদের নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ (বৃষল) রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। গৌতমী পুত্র সাতকর্ণী (১০৬—১৩০ খৃষ্টাব্দ), বাশিষ্ঠিপুত্র পুলমায়ী (১৩০—১৫৯ খৃ:), যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী (১৭৪—২০৩ খৃ:)—ইত্যাদি রাজগণের সময়ে সাতবাহন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। এই সাম্রাজ্যের পরিধি ঠিক কতটা ছিল বলা শক্ত কারণ বিভিন্ন আমলে, আয়তনের তারতম্য ঘটে। তবে কোন না কোন সময়ে সাম্রাজ্যের আয়তন উত্তরে মালবের নিম্নাংশ থেকে শুরু করে দক্ষিণে সমগ্র অন্ধ্রদেশ (কৃষ্ণা নদীর মোহনাঞ্চল) পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। পশ্চিমে কোঙ্কন থেকে পূর্বে করমণ্ডল তীরভূমি পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

সাতবাহনদের সমসাময়িক আর একটি রাষ্ট্র দক্ষিণে ও উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রাধান্য লাভ করে—সে রাষ্ট্রটি হল কলিঙ্গ। চেত বা চেদী বংশের শাসনাধীনে কলিঙ্গ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং এই বংশের তৃতীয় সম্রাট খারবেলের সময় (খৃ: পূ: প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ) উত্তর ভারতে মগধ পর্য্যন্ত এ রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। খারবেলের বিজয় কাহিনী হাতিগুম্ফা শিলালিপিতে বর্ণিত আছে।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে। 1. The Age of Imperial Unity — Bharatiya Vidya Bhavan, Ch. XIII.

চালুক্য (ষষ্ঠ—অষ্টম শতাব্দী)—রাষ্ট্রকূট (অষ্টম—দশম শতাব্দী)—ও পল্লব সাম্রাজ্য (ষষ্ঠ—নবম শতাব্দী)।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের (নর্ম্মদা থেকে কৃষ্ণা নদীর ভূভাগ) পর পর দুটি রাজশক্তির (চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট) সঙ্গে সুদূর দক্ষিণের (কৃষ্ণা থেকে কুমারী) পল্লব শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটে। প্রথম স্তরে এই সংগ্রাম চালুক্য (বাতাপি), পল্লব ও পাণ্ড্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই মান্যখেটের রাষ্ট্রকূটেরা বাতাপির চালুক্যদের অপসারিত করে পল্লবদের সঙ্গে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

বাতাপির চালুক্যরা দাক্ষিণাত্যের কানাড়ী গোষ্ঠীভুক্ত ক্ষত্রিয় বংশ ছিলেন। প্রথম পুলকেশী (৫৩৫-৫৬১ খৃষ্টাব্দ) চালুক্য বংশের গৌরবের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হলেন দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১১—৬৪২ খৃষ্টাব্দ) যিনি দিগ্বিজয়ের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেন এবং উত্তর-ভারতের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনকে পরাজিত করে পরমেশ্বর উপাধি গ্রহন করেন—তাঁর সময় থেকেই কাঞ্চির পল্লবদের সঙ্গে চালুক্যদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়—যা পর্য্যায়ক্রমে দীর্ঘদিন চলতে থাকে। রাষ্ট্রকূটদের বারবার আঘাতের ফলে ৭৫৭ খৃষ্টাব্দে চালুক্যশক্তির বিলুপ্তি ঘটে।

খুব সম্ভবত রাষ্ট্রকূট বংশের আদি বাসস্থান ছিল কর্ণাটক এবং তাঁদের ভাষা ছিল কানাড়ী। প্রথমে চালুক্যদের অধীনে বেরারে তাঁরা একটি রাজ্য স্থাপনা করেন এবং কালক্রমে তাঁরা দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হন। এই বংশের কৃতী রাজারা যেমন ধ্রুম নিরুপম (৭৮০—৭৯৩ খৃ) ও তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩—৮১৪ খৃ:) উত্তর ভারত বিজয় অভিযান করে উত্তর ও পূর্ব ভারতের প্রতিহার ও পাল শক্তিকে পরাস্ত করেছিলেন।

চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট উভয় বংশই দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক ও শিল্প-ক্ষেত্রে, মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন।

কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে কাঞ্চিকে কেন্দ্র করে (তণ্ডমণ্ডলম অঞ্চল) পল্লব বংশের উত্থান হয় এবং ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে এই বংশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উত্তরে চালুক্য ও রাষ্ট্রকূটও দক্ষিণে পাণ্ড্য ও চোলদের সঙ্গে ক্রমাগত সংগ্রাম করে পল্লব প্রাধান্য বজায় থাকে। এই বংশের উৎপত্তি আজোও রহস্যাবৃত। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নরসিংহবর্ম্মণ মহামল্লের (আ: ৬৩০—৬৬৮ খৃ:) সময়ে পল্লব শক্তি সমগ্র দক্ষিণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনি বাতাপি অধিকার করে 'বাতাপিকোণ্ড' উপাধি ধারন করেন এবং সিংহলের সিংহাসনে তাঁর অনুগত রাজাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নবম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পল্লব রাজ অপরাজিত বর্ম্মণ চোল রাজ আদিত্যের কাছে পরাজিত হলে পল্লব বংশের অবসান হয়।

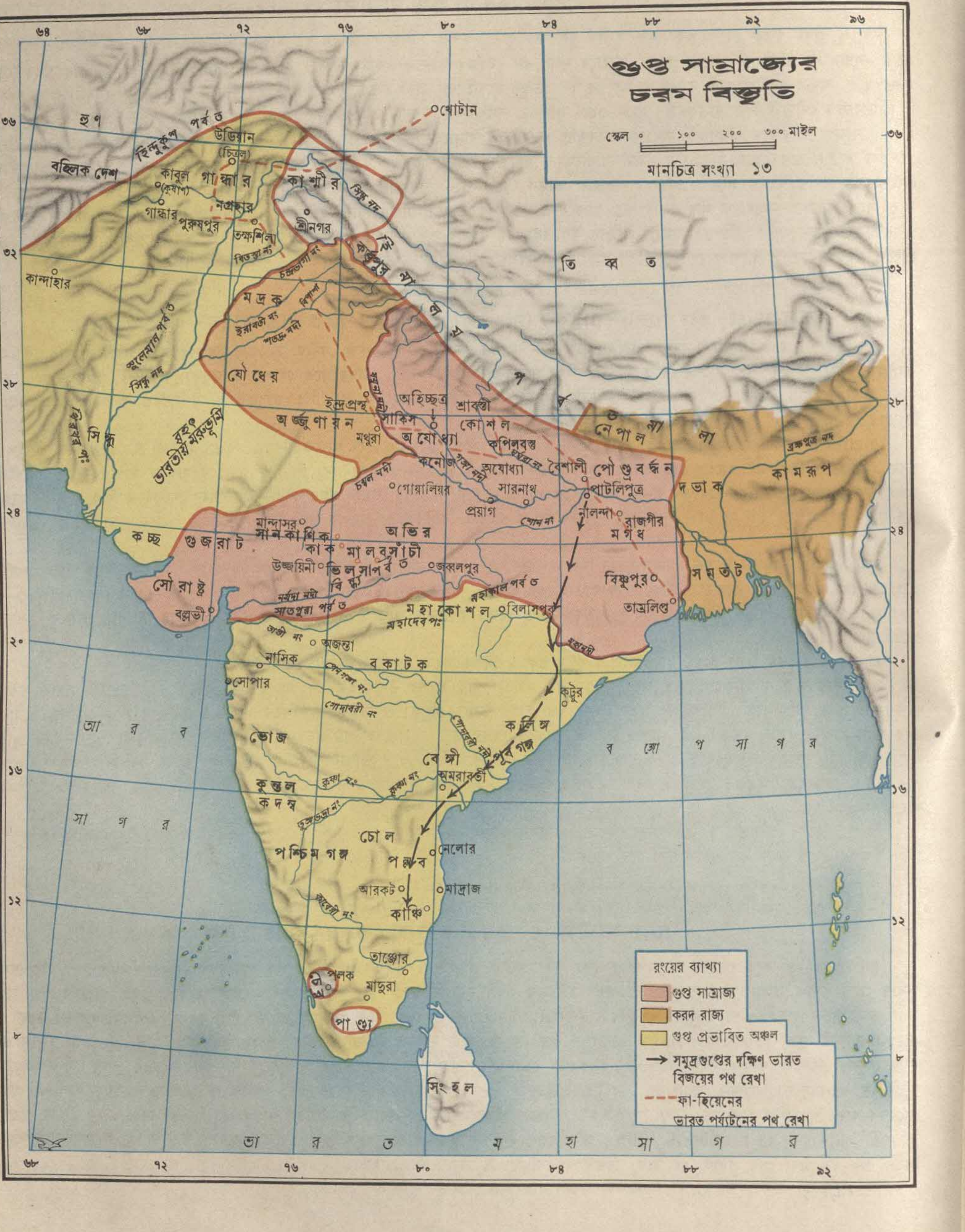
শিল্প, বিশেষ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে পল্লবদের অবদান অবিস্মরণীয়। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত মহাবলীপুরমের মন্দির-শিল্প, শিল্প-সুষমার একটি অপূর্ব ক্ষেত্ররূপে গণ্য হয়ে থাকে।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে :-১। The Classical Age — Bharatiya Vidya Bhavan — Ch. XII & XIII.
২। The Age of Imperial Kanauj — Bharatiya Vidya Bhavan, Ch. I. ৩। Nilkanta Sashtri — History of South India.

চোল সাম্রাজ্য ও পরবর্তী চালুক্য (কল্যাণ) রাজ্য (নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)

দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর দক্ষিণে বাতাপির চালুক্য, মান্যখেটের রাষ্ট্রকূট ও কাঞ্চির পল্লবদের পর নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চোল শক্তির প্রাধান্য স্থাপিত হয়। চোলদের ইতিহাস অবশ্য বহু প্রাচীন। কিন্তু নবম শতাব্দীর শেষে আদিত্য চোল পল্লবদের পরাজিত করে চোল শক্তির যথার্থ গৌরবের সূচনা করেন। রাজরাজ (৯৮৫-১০১৪ খৃ:) চের, পাণ্ড্য ও সিংহলের উত্তরাংশ জয় করে সেই গৌরব বর্দ্ধিত করেন। রাজেন্দ্র চোলের সময় (১০১২—১০৪৪ খৃঃ) চোল শক্তির প্রভাব উত্তর-ভারতে গাঙ্গের উপত্যকা পর্য্যন্ত অনুভূত হয়েছিল এবং তিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ-বঙ্গের ধর্মপাল, রণসূর, গোবিন্দচন্দ্র ও পালবংশীয় রাজা মহীপালকে পরাজিত করে 'গঙ্গৈকোণ্ড' উপাধি ধারন করেন। একটি নৌ-অভিযানে তিনি শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য আক্রমন করেন এবং যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয় অঞ্চলে জয়লাভ করেন এবং কদারম বা খেড্ডা ও নিকোবর দ্বীপ অধিকার করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কুলত্তুঙ্গের রাজত্বকালে চোল গৌরব অটুট থাকে এবং কলিঙ্গের কিছু অংশ পর্য্যন্ত রাজ্যের বিস্তার ঘটে। তাঁর কাছে 'পরবর্তী' চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যও পরাজিত হয়েছিলেন যদিও চালুক্য শক্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে চোল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত এই রাজ্য বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দ্বারা অধিকৃত হয়।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে :— 1. The Struggle For Empire — Bharatiya Vidya Bhavan Ch. X.



গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ১৩
রংয়ের ব্যাখ্যা
গুপ্ত সাম্রাজ্য
করদ রাজ্য
গুপ্ত প্রভাবিত অঞ্চল
সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ ভারত বিজয়ের পথ রেখা
ফা-হিয়েনের ভারত পর্যটনের পথ রেখা
খোটান
হূণ
হিন্দুকুশ পর্বত
উডিয়ান
বহ্লিক দেশ
কাবুল
গান্ধার
কাশ্মীর
শ্রীনগর
পুরুষপুর
তক্ষশিলা
কান্দাহার
মদ্রক
যৌধেয়
কর্তৃপুর
তিব্বত
হিমালয় পর্বত
নেপাল
অহিচ্ছত্র
শ্রাবস্তী
ইন্দ্রপ্রস্থ
সাকিস
কোশল
অর্জুনায়ন
মথুরা
অযোধ্যা
কপিলবস্তু
কনৌজ
বৈশালী
পৌণ্ড্রবর্দ্ধন
গোয়ালিয়র
সারনাথ
পাটলিপুত্র
দভাক
কামরূপ
প্রয়াগ
নালন্দা
রাজগীর
মগধ
সিন্ধু
বৃহৎ ভারতীয় মরুভূমি
কচ্ছ
গুজরাট
মান্দাসর
সানকানিক
আভির
কাক
মালব
সাঁচী
উজ্জয়িনী
বিন্ধ্য পর্বত
জব্বলপুর
বিষ্ণুপুর
সমতট
সৌরাষ্ট্র
বল্লভী
সাতপুরা পর্বত
মহাকোশল
বিলাসপুর
তাম্রলিপ্ত
অজন্তা
নাসিক
বকাটক
সোপার
কটুর
গোদাবরী নং
কলিঙ্গ
আরব সাগর
ভোজ
বেঙ্গী
পূর্বগঙ্গ
বঙ্গোপসাগর
কুন্তল
কদম্ব
অমরাবতী
চোল
নেলোর
পশ্চিম গঙ্গ
পল্লব
আরকট
মাদ্রাজ
কাঞ্চি
তাঞ্জোর
পলক
মাদুরা
পাণ্ড্য
সিংহল
ভারত মহাসাগর

গুপ্ত সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি।

মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ও পশ্চিম ভারত পরপর ব্যাকট্রিয় গ্রীক, শক ও কুষাণদের দ্বারা অধিকৃত হয়। শুঙ্গ ও সাতবাহন বংশের রাজারা গ্রীক্ ও শকদের বিরুদ্ধে বাধা দান করেন। তার পরে বিদেশী শক্তিকে বিলুপ্ত করে ভারতীয় সাম্রাজ্য গঠন ক'রে মগধের গুপ্ত বংশ।

এই বংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত মগধকে কেন্দ্র করে প্রয়াগ ও অযোধ্যা (সাকেত) অঞ্চল পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তবে, যথার্থ গুপ্ত সাম্রাজ্যের নির্মাতা হলেন সমুদ্রগুপ্ত বিক্রমাঙ্ক। তাঁর শাসনাধীনে যে সাম্রাজ্য তিনি রচনা করেছিলেন তার সীমা দক্ষিণ-পূর্বের অল্প অংশ ছাড়া সমগ্র বঙ্গদেশ, উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ (কাশ্মীর ছাড়া), পশ্চিমে পূর্ব-পাঞ্জাব ও দক্ষিণে বিন্ধ্য। নিজস্ব শাসনাধীন অঞ্চল ছাড়াও পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতে এবং ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাইরেও (কাবুল উপত্যকা) বা ভারত-মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে তাঁর শাসন-প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিসেনের প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে তিনি উত্তর-ভারতে দুবার ও দক্ষিণ-ভারতে একবার সামরিক অভিযান করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর প্রাধান্য ও শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের পাঁচটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। (১) উত্তর-ভারত জয়ের উদ্দেশ্যে তিনি দুবার ঐ অঞ্চলে অভিযান করেন—এবং অহিচ্ছত্ররাজ অচ্যুত ও মথুরার নৃপতি নাগসেনকে পরাজিত করে মথুরা ও গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। দ্বিতীয়বার অভিযানে তিনি চন্দ্রবর্ম্মন (বাঁকুড়া), রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত (উত্তর-বঙ্গ), নন্দিন ও বলবর্ম্মনকে পরাজিত করেন এবং তাঁদের অধীনস্থ অঞ্চল সরাসরি অধিকার করেন। (২) দক্ষিণ ভারত বিজয় অভিযানে তিনি পরাজিত রাজাদের আনুগত্য গ্রহণ করে তাঁদের হৃত রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। এই অঞ্চলের যে সব রাজ্যগুলিকে তিনি পরাজিত করেছিলেন—যেমন বিলাসপুর-সম্বলপুর, উড়িষ্যার জয়পুর, গোদাবরীর পিথপুরম ও নিলপল্লিন, নেলোর জিলা, চিকাকোল, ভিজাগাপট্নম, কোরাড, কট্টুর, আরকট ইত্যাদি। এই অঞ্চলগুলির অবস্থান লক্ষ্য করলে মনে হয় যে তিনি উড়িষ্যার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হন এবং পূর্ব তীর ধরে মাদ্রাজ সহর অতিক্রম করে আরও দক্ষিণে অভিযান করেন। (৩) মধ্যপ্রদেশ ও জব্বলপুরের বনবহুল রাজ্যগুলিও সমুদ্রগুপ্তের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করে। (৪) তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন রাজ্যগুলি ছাড়া সীমান্তস্থিত রাজগণ কর প্রদান করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন—এর মধ্যে সমতট (বঙ্গদেশের সমুদ্র-তীর অঞ্চল), দভাক (ঢাকা বা আসামের নওগাঁ অঞ্চল?), কামরূপ (গৌহাটি অঞ্চল), নেপাল, কর্ত্তৃপুর (কুমায়ুন-গাহাড়বাল), ছাড়াও কতকগুলি গনরাজ্য ছিল যেমন—(ক) পূর্ব-রাজপুতনার মালব, (খ) জয়পুর অঞ্চলের অর্জ্জুনায়ন, (গ) পূর্ব-পাঞ্জাবের যৌধেয়, (ঘ) শিয়ালকোট অঞ্চলের মদ্রক, (ঙ) মধ্য-প্রদেশের প্রার্জ্জুন ও খারপারিক, (চ) ভিল্সা ও সাঁচীর নিকট সানকানিক ও কাক, (৫) তিনি সীমান্তস্থিত বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন এবং হরিসেন প্রশস্তি অনুসারে মনে হয় যে এই রাষ্ট্রগুলি তাঁর প্রভাবাধীন হয়—যেমন, পাঞ্জাব ও কাবুল উপত্যকাস্থিত কুষাণ রাজগণ; সৌরাষ্ট্র ও মালবের শক রাজগণ; ঐ অঞ্চলের নিকটে অবস্থিত মুরুন্দগণ। সিংহল রাজ মেঘবর্ণের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী স্থাপিত হয়।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র, গুপ্তবংশের সব থেকে জনপ্রিয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য সর্ব-ভারতীয় শক্তিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন লিপিমালা (বীরসেনসাব ও আর্মকার্দভের উদয়গিরি ও সাঁচী লিপিমালা) ও বানভট্টের উল্লেখ অনুসারে জানা যায় যে তিনি পূর্ব-মালবকে কেন্দ্র করে পশ্চিম মালব (গুজরাট) ও সৌরাষ্ট্রের শকরাজা তৃতীয় রুদ্র সিংহকে দীর্ঘ যুদ্ধের পর (৩৮৮-৪০৯ খৃঃ) নিধন করে গুজরাট-সৌরাষ্ট্র অধিকার করেন এবং ঐ অঞ্চলকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করেন। দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভের উল্লিখিত চন্দ্ররাজ ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যদি একই ব্যক্তি হন তাহলে স্বীকার করতে হবে যে তিনি পুরো বঙ্গদেশ অধিকার করেন এবং হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে বহ্লিক দেশ জয় করেন। অবশ্য লৌহ স্তম্ভে উল্লিখিত চন্দ্ররাজাই যে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, এ বিষয়ে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্ত সম্ভব হয় নি। দক্ষিণ-ভারতে শক্তিশালী বাকাটক ও কদম্ব বংশের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে ঐ সমগ্র অঞ্চলে তাঁর প্রভাব স্থাপন করতে তিনি সমর্থ হন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব শুধু আয়তনের বিপুলতায় সীমাবদ্ধ ছিল না—সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্প ও ললিতকলায় অসাধারণ সাফল্যের ফলে এ যুগ প্রাচীন ভারত ইতিহাসের স্বর্ণ-যুগ নামে খ্যাত। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের (ভারতে আগমনকাল ৪০০-৪১১ খৃঃ) বিবরণে এ যুগের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক শান্তির চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে।

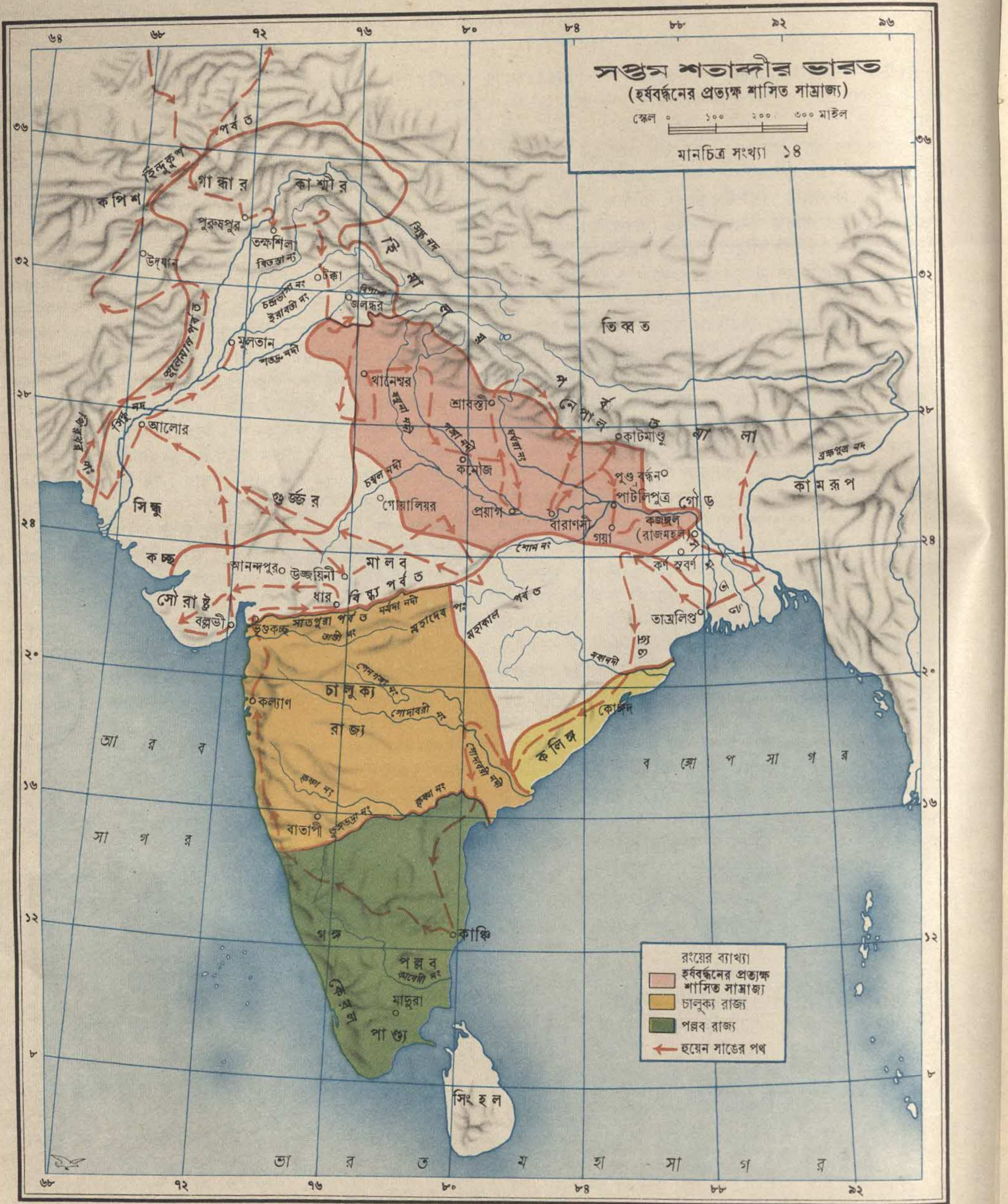
গুপ্তরাজগণের রাজত্বকাল

২৪০—২৮০	খৃষ্টাব্দ	— মহারাজ শ্রীগুপ্ত।	৪৫৫—৪৬৭	খৃষ্টাব্দ	— স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।
২৮০—৩১৯	,,	— ঘটোৎকচ।	৪৬৭—৪৭৩	,,	— পুরগুপ্ত।
৩১৯—৩৩৫	,,	— প্রথম চন্দ্রগুপ্ত।	আ: ৪৭৩—৪৭৪	,,	— নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য।
৩৩৫—৩৭৫	,,	— সমুদ্রগুপ্ত বিক্রমাঙ্ক।	৪৭৪—৪৭৭	,,	— দ্বিতীয় কুমার গুপ্ত।
৩৭৫—৪১৪	,,	— দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য।	৪৭৭—৪৯৫	,,	— বুধগুপ্ত।
৪১৪—৪৫৫	,,	— কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য।	৫৭০	,,	— গুপ্ত বংশীয় শেষ রাজা বিষ্ণু গুপ্তের রাজত্বকালের পরিসমাপ্তি।


গুপ্তযুগের শিল্প নিদর্শন—বুদ্ধ, সারনাথ

অতিরিক্ত পাঠ :—প্রয়োজন বোধে।

১। The Classical Age—Bharatiya Vidya Bhaban—Ch I-VI.
২। Dr. H. C. Raychaudhuri—Political History of Ancient India—7th Ed. Ch. X-XI.
৩। Dr. R. K. Mukherjee—Gupta Empire.
৪। গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত-- প্রাচীন ভারতের পথ পরিচয়--সপ্তম অধ্যায়।



সপ্তম শতাব্দীর ভারত
(হর্ষবর্দ্ধনের প্রত্যক্ষ শাসিত সাম্রাজ্য)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ১৪
রংয়ের ব্যাখ্যা
হর্ষবর্দ্ধনের প্রত্যক্ষ শাসিত সাম্রাজ্য
চালুক্য রাজ্য
পল্লব রাজ্য
হুয়েন সাঙের পথ
হিন্দুকুশ পর্বত
কপিশ
গান্ধার
কাশ্মীর
পুরুষপুর
তক্ষশিলা
উদ্যান
টক্কা
জলন্ধর
মুলতান
আলোর
সিন্ধু
গুর্জ্জর
কচ্ছ
সৌরাষ্ট্র
বল্লভী
আনন্দপুর
উজ্জয়িনী
মালব
ধার
বিন্ধ্য পর্বত
ভৃগুকচ্ছ
সাতপুরা পর্বত
নর্মদা নদী
মহাদেব পর্বত
মহাকাল পর্বত
থানেশ্বর
শ্রাবস্তী
কনৌজ
গোয়ালিয়র
প্রয়াগ
বারাণসী
গয়া
পাটলিপুত্র
গৌড়
পুণ্ড্রবর্দ্ধন
কজঙ্গল (রাজমহল)
কর্ণসুবর্ণ
তাম্রলিপ্ত
কাটমাণ্ডু
নেপাল
তিব্বত
হিমালয়
কামরূপ
ব্রহ্মপুত্র নদ
মহানদী
কোঙ্গদ
কলিঙ্গ
চালুক্য রাজ্য
কল্যাণ
গোদাবরী নদী
কৃষ্ণা নদী
বাতাপী
তুঙ্গভদ্রা নদী
কাঞ্চি
গঙ্গ
পল্লব
কাবেরী নদী
মাদুরা
পাণ্ড্য
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

সপ্তম শতাব্দীর ভারত।

(হর্ষবর্দ্ধনের প্রত্যক্ষ শাসিত সাম্রাজ্য)

সপ্তম শতাব্দীর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাংয়ের (ভারত-ভ্রমন কাল ৬৩০—৬৪৪ খৃ:) বর্ণনা থেকে পাওয়া যেতে পারে—যদিও তাঁর বর্ণনা অতিশোয়ক্তির দোষে দুষ্ট। তাঁর বর্ণনা থেকে মনে হয় উত্তর ভারতে—কপিশ, উদ্‌যান, কাশ্মীর, টক্কা প্রভৃতি নামে স্বাধীন রাজ্য ছিল—যেগুলি মোটামুটি পশ্চিম পাঞ্জাব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি পশ্চিম ভারতে—পশ্চিম মালব, কচ্ছ, আনন্দপুর (আমেদাবাদ), বল্লভী, ব্রোচ, গুর্জ্জর, সিন্ধু, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যকে স্বাধীন রূপে উল্লেখ করেছেন। পূর্ব-মালব (উজ্জয়িনী), বুন্দেলখণ্ড, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজ্যগুলি স্বাধীন ব্রাহ্মণ রাজাদের অধীন ছিল—এ কথা উল্লেখ করেছেন।

এ যুগের উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন (৬০৬-৬৪৭ খৃ:)। তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা কতটা ছিল, এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের ভেতর মত বিরোধ আছে। যদিও তিনি 'সকল উত্তরাপথনাথ' নামে আখ্যাত হয়েছেন—তবুও ডাঃ মজুমদারের মতে তাঁর রাজ্য পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, সমগ্র বিহার (মগধ পর্য্যন্ত), হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত (নেপাল বা কাশ্মীর নয়) বিস্তৃত ছিল। পূর্বে বাংলাদেশের কোন অংশ তিনি অধিকার করেছিলেন কিনা সন্দেহ (যদিও ডাঃ বসাক মনে করেন—পুন্ড্রবর্দ্ধন, কর্নসুবর্ণ, সমতট ও কামরূপ তাঁর অধীন ছিল)। ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে পশ্চিম বঙ্গের 'কজঙ্গল' (রাজমহল) হর্ষের রাজ্যভুক্ত ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের বাকি অংশে তাঁর অধিকার ছিল কিনা সন্দেহ। রাজত্বকালের শেষ দিকে তিনি কোঙ্গদ (উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ অঞ্চল) ও কলিঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন—কিন্তু ঐ অঞ্চলগুলি রাজ্যভুক্ত করেছিলেন কিনা বলা যায় না। অর্থাৎ পানিক্কর—হর্ষের সাম্রাজ্যের যে সীমা চিহ্নিত করেছেন (কাশ্মীর থেকে কামরূপ ও হিমালয় থেকে বিন্ধ্য)—ডা: মজুমদার, ডা: চট্টোপাধ্যায় ও ডা: ত্রিপাঠির মতে তা গ্রাহ্য হতে পারে না।

উত্তর ভারতে হর্ষের প্রধান প্রতিদ্বন্দী ছিলেন গৌড় রাজ শশাঙ্ক। হর্ষ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন। বল্লভী রাজ ধ্রুবসেনও হর্ষের মিত্র ও আত্মীয় ছিলেন।

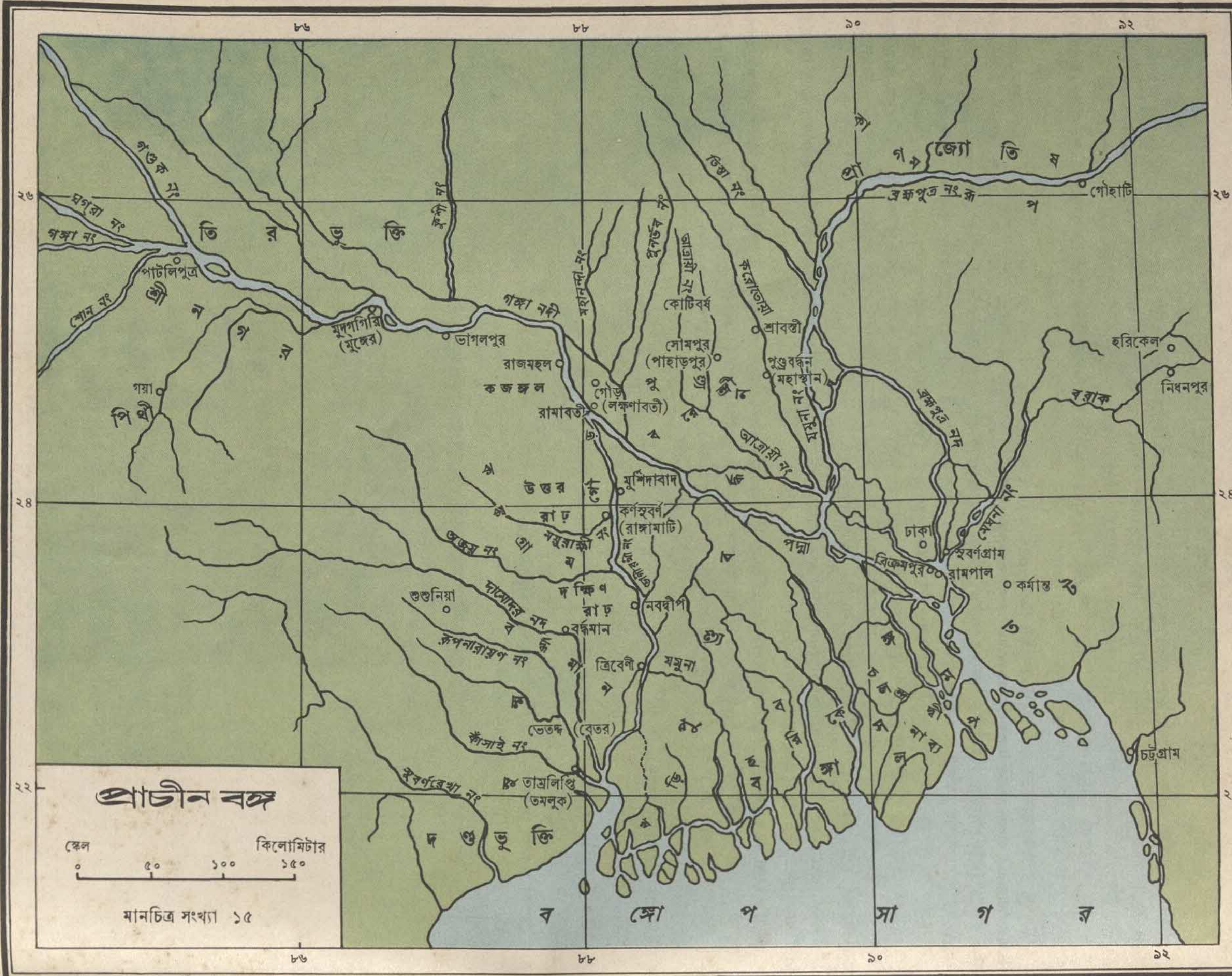
দাক্ষিণাত্যে ও সুদূর দক্ষিণে এই সময় দুটিশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, একটি হল বাতাপির চালুক্য ও অপরটি কাঞ্চির পল্লব। চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দ্বিতীয় পুলকেশী (৬১১—৬৪২ খৃ:) হর্ষ ও পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করেন। অবশ্য মহেন্দ্রবর্মনের পুত্র নরসিংহবর্মনের কাছে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। এই ভাবে চালুক্য শক্তির বিস্তৃতিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। (পৃ: ২৭ দ্রষ্টব্য)।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে।

১। The Classical Age — Bharatiya Vidya Bhavan—Ch. IX.
২। Dr. S. Chattopadhyaya — Early History of Northern India, Ch. IX.
৩। Dr. R. S. Tripathi — History of Kanauj.
৪। গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত—প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়—অষ্টম অধ্যায়
৫। Devahuti — Harsha — A Political Study



বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণী—অজন্তা


প্রাচীন বঙ্গ
স্কেল
কিলোমিটার
০ ৫০ ১০০ ১৫০
মানচিত্র সংখ্যা ১৫
পাটলিপুত্র
গয়া
মুদ্গগিরি (মুঙ্গের)
ভাগলপুর
রাজমহল
কজঙ্গল
গৌড় (লক্ষণাবতী)
রামাবতী
মুর্শিদাবাদ
কর্ণসুবর্ণ (রাঙ্গামাটি)
কোটিবর্ষ
সোমপুর (পাহাড়পুর)
শ্রাবস্তী
পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মহাস্থান)
গৌহাটি
হরিকেল
নিধনপুর
ঢাকা
সুবর্ণগ্রাম
বিক্রমপুর
রামপাল
কর্মান্ত
চট্টগ্রাম
নবদ্বীপ
ত্রিবেণী
বর্দ্ধমান
শুশুনিয়া
ভেতন্দ (বেতর)
তাম্রলিপ্তি (তমলুক)
গঙ্গা নদী
গঙ্গা নং
ঘগরা নং
গণ্ডক নং
শোন নং
তিস্তা নং
করতোয়া
আত্রায়ী নং
ব্রহ্মপুত্র নং
ব্রহ্মপুত্র নদ
যমুনা নং
মেঘনা নং
বরাক
পদ্মা
যমুনা
ময়ূরাক্ষী নং
অজয় নং
দামোদর নদ
রূপনারায়ণ নং
কাঁসাই নং
সুবর্ণরেখা নং
প্রাগ্জ্যোতিষ
তিরভুক্তি
শ্রীনগর
উত্তর রাঢ়
দক্ষিণ রাঢ়
দণ্ডভুক্তি
বঙ্গোপসাগর
২৬ ২৪ ২২
৮৬ ৮৮ ৯০ ৯২

প্রাচীন বঙ্গ বা বাংলাদেশ।

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পশ্চিমে গঙ্গা নদী ও রাজমহল পর্বতমালা বেষ্টিত অঞ্চলকে প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক সীমানা রূপে বর্ণনা করা যেতে পারে। তবে এই সমগ্র অঞ্চলের কোন একটি নাম ছিল না। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাক্ষ্য অনুসারে এই সমগ্র দেশটির নয়টি বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগের (জনপদের) উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১) বঙ্গ—এই অঞ্চলের আদি সীমানা যদিও ছিল 'পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র' কিন্তু পাল ও সেন শাসন কালে বঙ্গের সীমা অনেক ক্ষুদ্রতর হয়ে যায় এবং কোন কোন শিলালিপিতে বঙ্গের দুটি অংশের নাম 'বিক্রমপুর ও নাব্য' (বরিশাল ও ফরিদপুরের নিম্নভূমি) রূপে উল্লিখিত হয়েছে।

(২) সমতট—সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে এই অঞ্চলের উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন-সাং এই অঞ্চলকে কামরূপের দক্ষিণে অবস্থিত সমুদ্রতীরবর্তী আর্দ্র অঞ্চলরূপে বর্ণনা করেছেন। ১২৩৪ খৃষ্টাব্দের একটি তাম্রশাসনের উল্লেখ অনুসারে অনুমান করা যায় যে 'ত্রিপুরা' জেলা সমতট অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৩) হরিকেল—সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পর্য্যটক ইৎসিং এবং নবম শতাব্দীর 'কর্পূর মঞ্জুরীর' বর্ণনা থেকে জানা যায় যে হরিকেল জনপদটি ভারতের পূর্ব-প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কয়েকটি পুঁথিতে 'হরিকোল (হরিকেল) ও শ্রীহট্টকে একই অঞ্চলরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য হেমচন্দ্র 'হরিকেল' ও 'বঙ্গ' একই স্থান রূপে চিহ্নিত করেছেন।

(৪) চন্দ্রদ্বীপ—পালরাজ রামপলের তাম্রশাসনে চন্দ্রদ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র অঞ্চলে পরিণত হয়।

(৫) বঙ্গাল—ডা: মজুমদারের মতে 'বঙ্গাল অঞ্চল 'বঙ্গ' দেশের এক অংশের নামান্তর। রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় গোবিন্দের এক অনুশাসনে পালরাজা ধর্মপালকে 'বঙ্গাল' দেশের রাজা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। লামা তারনাথ এই অঞ্চলটিকে বরেন্দ্র ও রাঢ় অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রূপে উল্লেখ করেছেন এবং মেঘনা নদীর পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত এইরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। অবশ্য ডাঃ মজুমদারের মতে বিভিন্ন তথ্যাদিতে গাঙ্গেয়-বদ্বীপের নিম্নাংশকে 'বঙ্গাল' অঞ্চল রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী—বৈদিক সাহিত্যে ও মহাভারতে পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। চৈনিক পর্য্যটকদের বর্ণনা অনুসারে মনে হয় এই অঞ্চল সমগ্র উত্তর-বঙ্গে ব্যাপ্ত ছিল এবং কোন কোন সময়ে সমগ্র 'বঙ্গ' দেশকেই পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধনরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রমণ্ডল পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অপর একটি জনপদ। সন্ধাকর নন্দীর 'রামচরিতে' বরেন্দ্রীকে গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

(৭) রাঢ়া বা রাঢ়—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই সুপ্রসিদ্ধ অঞ্চলটি অজয়নদের দ্বারা উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়—এই দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল। অজয় ও দামোদর নদের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অনেকাংশই দক্ষিণ-রাঢ়ের অন্তর্গত ছিল। উত্তর-রাঢ় গঠিত ছিল বর্তমানকালের বীর-ভূম, বৰ্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার কোন কোন অংশ নিয়ে।

(৮) তাম্রলিপ্ত—তাম্রলিপ্তি (দামলিপ্ত)—কোন কোন সময় তাম্রলিপ্ত অঞ্চলকে 'বঙ্গে'র অংশরূপে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও মহাভারতের সভাপর্বে এই অঞ্চলকে পৃথকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। হিউয়েন-সাং এই অঞ্চলকে সমতট থেকে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল—এইরূপ বলেছেন।

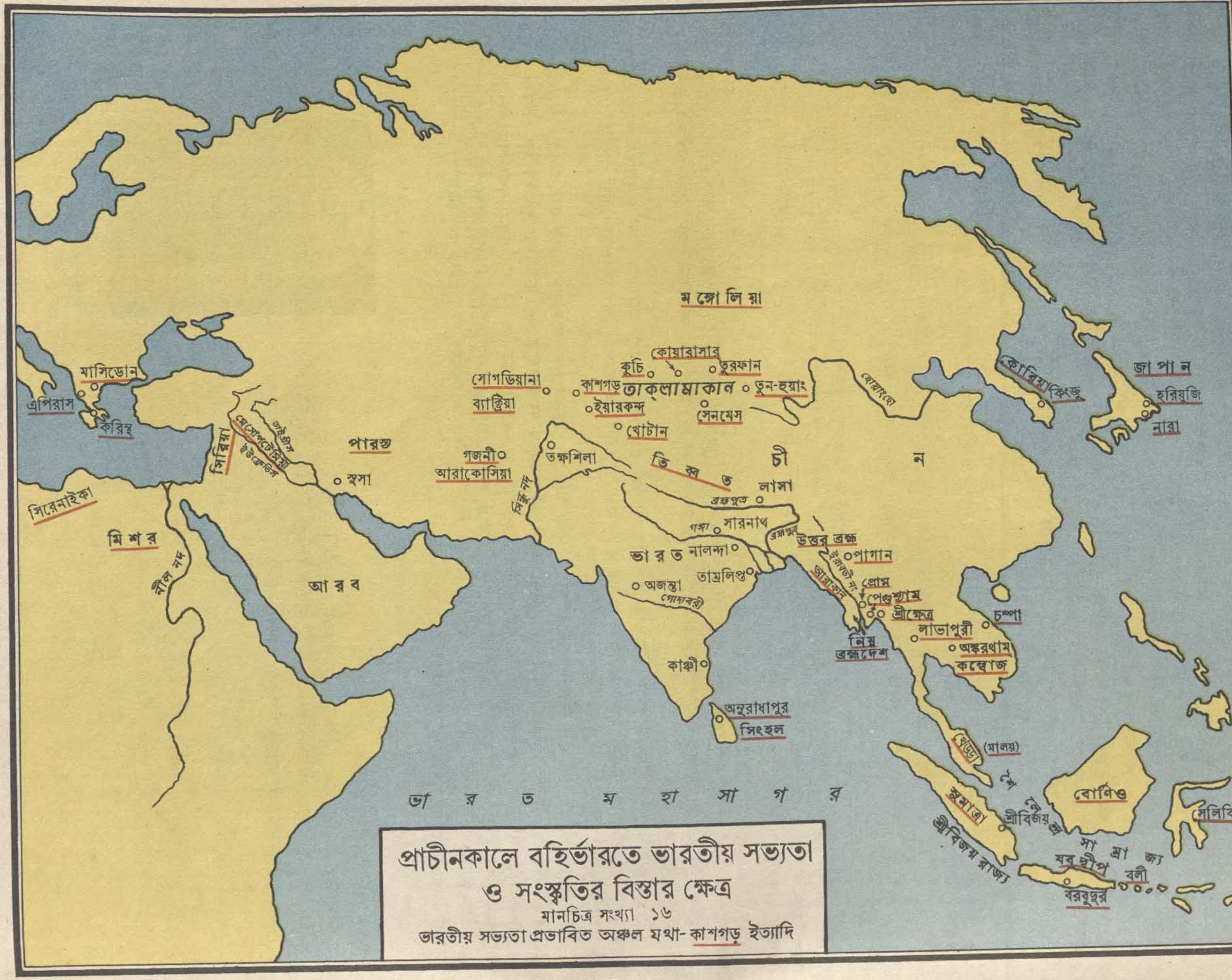
(৯) গৌড়—অর্থশাস্ত্রে গৌড় অঞ্চলের উল্লেখ আছে। যদিও এর আয়তন ও অবস্থান সঠিক নির্দ্ধারন করা শক্ত। বরাহ-মিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় এই অঞ্চলকে পুণ্ড্র (উত্তর-বঙ্গ), তাম্রলিপ্তি (মেদিনীপুর অঞ্চল), বঙ্গ ও সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে উল্লেখ করা হয়েছে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবসানের পূর্বেই গৌড়ের উত্থান ঘটে এবং সপ্তম শতাব্দীর বীরশ্রেষ্ঠ শশাঙ্কের সময় গৌড় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সে সময়ে গৌড়ের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ বা মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটিতে।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে—

১। History of Bengal — Dacca University—Vol. I, Ch. I.
২। Dr. R. C. Majumdar — History of Ancient Bengal, Ch. I, Sec. 3.
৩। সেন ও সেন-ভারত-ইতিহাসের বিবর্ত্তন, পৃ: ৪২৩—৪২৬।



প্রাচীন বাংলার শিল্প নিদর্শন



প্রাচীনকালে বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ক্ষেত্র

মানচিত্র সংখ্যা ১৬

ভারতীয় সভ্যতা প্রভাবিত অঞ্চল যথা- কাশগড় ইত্যাদি

প্রাচীন কালে বহির্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার ক্ষেত্র।

বহু প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্নাংশের সঙ্গে বিভিন্নকালে ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিস্তার সম্ভব হয়। তবে এ কথা স্মর্তব্য যে এই সংযোগ বা বিস্তৃতি কোন সামরিক বাহিনীর ফলশ্রুতি বা কোন বাণিজ্যিক শোষণ নীতির প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ হয়নি। ভারতীয় সভ্যতার, অর্থাৎ তার ধর্ম, দর্শন ও শিল্পের অত্যাকর্ষক গুণাবলীর ফলেই এই বিস্তার সম্ভব হয়েছিল। যে যে অঞ্চলে এই প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল সেগুলি হল—ইউরোপ (মূলত গ্রীস), আফ্রিকা (সিরেনাইকা ও মিশর), সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মধ্য এশিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, জাপান, তিব্বত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

ইউরোপ—অশোকের (২৭৩ খৃঃ পূঃ—২৩২ খৃঃ পূঃ) ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে উল্লেখ আছে যে তিনি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে গ্রীস দেশের তিনটি অঞ্চলে যথা—মাসিডোনিয়া, এপিরাস ও করিন্থে—প্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

আফ্রিকা—অশোকের ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে উল্লেখ আছে যে তিনি সিরানাইকার রাজা মগস্ ও মিশরের রাজা দ্বিতীয় টলেমি ফিলাডেল-ফ্যাসের রাজ সভায় ধর্ম প্রচারক পাঠিয়েছিলেন।

সিরিয়া-মেসোপটেমিয়া—সিরিয়ার রাজ-পরিবারের সঙ্গে বিন্দুসার ও অশোক উভয়েরই সংযোগ ছিল। অশোক যে সিরিয়ার রাজা দ্বিতীয় আন্টিয়োকাসের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন সে কথা ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে উল্লিখিত হয়েছে। মেসোপটেমিয়ার 'বোয়াজ্-কোয়' লিপিমালার উল্লেখ অনুসারে মনে হয় বেদে উল্লিখিত ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ইত্যাদি দেবগণ মেসোপটেমিয়াবাসী হিটাইট ও মিটানিদের দ্বারা পূজিত হতেন। এরও পূর্বে সিন্ধু-সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার যে সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল—তা প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে উল্লেখ করা যায়।

মধ্য-এশিয়া—সম্রাট কণিষ্কের আমলে (৭৮-১০২ খৃষ্টাব্দ) এবং সমগ্র কুষাণ যুগ ধরে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার গভীর সংযোগ সৃষ্টি হয়। বামিয়ান, ব্যাকট্রিয়ানা, সগ্‌ডিয়ানা, কাশগড়, ইয়ারকন্দ, খোটান ইত্যাদি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। Aural Stein প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকদের খননের ফলে তাকলামাকান মরু অঞ্চলে ভারতীয় নগরীর প্রাচীন অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কুচি নামক স্থান থেকে সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত পুঁথি (Bower Ms') আবিষ্কৃত হয়েছে।

চীন-মঙ্গোলিয়া-কোরিয়া-জাপান—বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে চীন দেশের সঙ্গে বহু প্রাচীন কাল থেকে ভারতের সংযোগ স্থাপিত হয়। তুন্‌হুয়াং এর বৌদ্ধ গুহাগুলি মধ্য এশিয়া থেকে আগত বৌদ্ধ শ্রমণদের আশ্রয়স্থল ছিল। বহু ভারতীয় প্রচারক ও পণ্ডিতগণ এবং বৌদ্ধ শাস্ত্রপাঠইচ্ছুক বহু চৈনিক পর্য্যটকগণ উভয় দেশে গমন করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে ভারতীয় ধর্ম, সঙ্গীত, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, বিজ্ঞান চীন দেশে সমাদৃত হয়। কালক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে বিস্তৃত হয়।

তিব্বত—অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপিত হয়, বিশেষ বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে এই সংযোগ সুদৃঢ় হয়। শান্তিরক্ষিত, কমলশীল, অতীশ (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। তিব্বতীয় পণ্ডিত-গণ সংস্কৃত ভাষা থেকে তিব্বতীয় ভাষায় বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেন এবং কালক্রমে তিব্বত ভারতীয় তন্ত্রসাধনার অন্যতম প্রধানকেন্দ্রে পরিণত হয়।

সিংহল—সাংস্কৃতিক বিচারে সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্ধভাবে যুক্ত। বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশ থেকে জানা যায় যে অশোক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁর কন্যা ও জেষ্ঠ্য পুত্রকে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে সিংহল রাজ মেঘবর্ণ বুদ্ধ-গয়ায় সংঘারাম নির্মাণ উদ্দেশ্যে সমুদ্রগুপ্তের অনুমতি লাভ করেছিলেন। দক্ষিণ-ভারতের রাজবংশগুলির সঙ্গে (বিশেষ পল্লব ও চোল) সিংহলের সংযোগ সুদৃঢ় হয় এবং কোন কোন সময়ে সিংহলের কোন কোন অংশ ভারতীয় রাজ্যাংশে পরিণত হয়। সিংহলের অনুরাধাপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

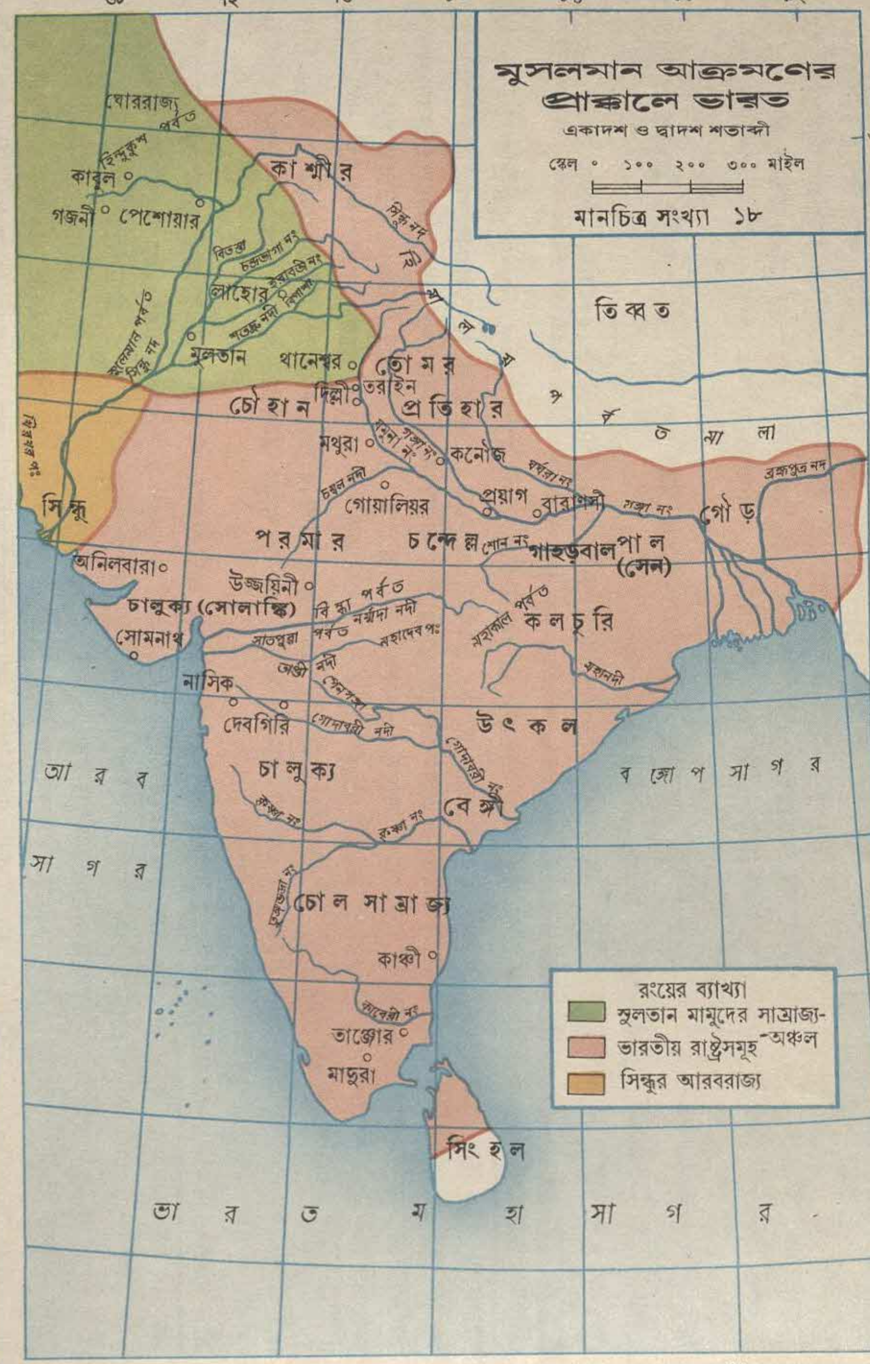
ব্রহ্মদেশ—কিম্বদন্তী অনুসারে জানা যায় যে বুদ্ধদেবের সময় থেকেই ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার সংযোগ স্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব থেকেই আরাকান ও ব্রহ্মদেশে (নিম্ন ব্রহ্মদেশ) ধীরে ধীরে ভারতীয় নগর ও উপনিবেশ স্থাপিত হতে থাকে। বিশেষ করে তরু-পত্তন, সাক্কিশ, শ্রীক্ষেত্র, থাটন, প্রোম ও পেগু, পগন (তাম্র দ্বীপ) ইত্যাদি অঞ্চলে ধর্ম, সাহিত্য ও শিক্ষা এই তিনটি ভারতীয় ধারা ব্রহ্মদেশকে প্রভাবিত করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া—প্রাচীন কালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াস্থিত দ্বীপ ও রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির (বিশেষ সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প) যোগ এতো নিবিড় হয় যে ঐ অঞ্চলকে অগ্নি-পুরাণ ও অপরাপর পুরাণে 'দ্বীপান্তর' ভারতরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয়গণ শ্যামরাজ্যে (বর্তমানে থাইল্যাণ্ড) কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপিত করেন ও তার মধ্যে 'দ্বারাবতী' বিশেষ শক্তি অর্জন করে। শ্যামদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল এবং আজও শ্যামদেশে হীনযান ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কম্বুজ বা কম্বোজে (বর্তমানে কাম্বোডিয়া ও কোচিন চায়না) ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং কয়েক শতাব্দীর ভেতরই ঐ রাজ্য 'হিন্দু' রাজাদের অধীনে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হয়। কম্বুজ রাজ্যের রাজধানী যশোধরপুর (বর্তমানে অঙ্কোর থোম) বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং ঐ নগরের বিশাল 'অঙ্কোর-ভাট' বিষ্ণু মন্দির হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য হয়েছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইন্দো-চীন উপদ্বীপের পূর্ব-প্রান্তে বর্তমানের আন্নামে 'চম্পা' নামে একটি ভারতীয় রাজ্য স্থাপিত হয় এবং সেখানে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজরীতি দীর্ঘ দিন প্রচলিত ছিল।

পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জগুলির সঙ্গে (মালয়, সুমাত্রা, বলি যবদ্বীপ বর্ণিও ইত্যাদি) ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুগভীর সংযোগ এক বিস্ময়কর অধ্যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সুমাত্রায় 'শ্রীবিজয়' নামে একটি ভারতীয় রাজ্য স্থাপিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে ঐ সব দ্বীপগুলি ভারতীয় বংশ-জাত শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের অধীনে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। এঁদের শাসনকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ঐ সব অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের অনুপ্রেরনায় রচিত যবদ্বীপের বরবুদুরের বিশাল স্তুপ ও মন্দিরগুলি ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গণ্য হয়ে থাকে।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে—
১। The Age of Imperial Unity—Bharatiya Vidya Bhavan Ch XXV
২। The Classical Age—Bharatiya Vidya Bhavan Ch XXIII, XXIV.
৩। Ancient India—Dr. R. K. Mukherji, Ch XVII.
৪। ভারত ইতিহাসের-বিবর্তন—সেন ও সেন—বিংশ অধ্যায়।


অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ
ও
নবম শতাব্দীর ভারত
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ১৭
ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সময় পাল সাম্রাজ্যের বিস্তিতির সীমারেখা
পাল সাম্রাজ্য +
সবুজ সীমারেখা
কাশ্মীর
শাহী রাজ্য
মুলতানের আরবরাজ্য
তিব্বত
কর্ণাল
ইন্দ্রপ্রস্থ
কনৌজ
আজমীর
যোধপুর
চন্দেল্ল
বারাণসী
পাটলিপুত্র
পাহাড়পুর
প্রয়াগ
গুর্জ্জর প্রতিহার সাম্রাজ্য
মুঙ্গের
উজ্জয়িনী
সৌরাষ্ট্র
বেরার
উৎকল
রাষ্ট্রকূট
মান্যখেট
কলিঙ্গ
বেঙ্গী
চোল
চের
পাণ্ড্য
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর


মুসলমান আক্রমণের
প্রাক্কালে ভারত
একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ১৮
রংয়ের ব্যাখ্যা
সুলতান মামুদের সাম্রাজ্য-অঞ্চল
ভারতীয় রাষ্ট্রসমূহ
সিন্ধুর আরবরাজ্য
ঘোররাজ্য
কাবুল
গজনী
পেশোয়ার
কাশ্মীর
লাহোর
মুলতান
থানেশ্বর
তোমর
দিল্লী
তরাইন
চৌহান
প্রতিহার
তিব্বত
মথুরা
কনৌজ
গোয়ালিয়র
প্রয়াগ
বারাণসী
গৌড়
সিন্ধু
পরমার
চন্দেল্ল
গাহড়বাল
পাল
(সেন)
অনিলবারা
উজ্জয়িনী
চালুক্য (সোলাঙ্কি)
সোমনাথ
কলচুরি
নাসিক
দেবগিরি
উৎকল
চালুক্য
বেঙ্গী
চোল সাম্রাজ্য
কাঞ্চী
তাঞ্জোর
মাদুরা
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ ও নবম শতাব্দীর ভারত।

অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে পুরো নবম শতাব্দীর উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস—তিনটি শক্তিধর রাজবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা প্রভাবিত। এই ত্রি-শক্তি সংঘাতে অংশ গ্রহনকারী রাজবংশগুলি হল উত্তর-ভারতের গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশ, বাংলার পাল বংশ ও দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ।

নবম শতাব্দীর প্রথম তিনদশকে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে, প্রথমে (অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে গড়ে ওঠা) বাংলার পাল বংশের দুই শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃ:) ও দেবপালের (৮১০-৮৫০ খৃ:) প্রাধান্য স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ঐ অঞ্চলে গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশের দুই সম্রাট মিহির ভোজ (৮৩৬-৮৮৫ খৃ:) ও মহেন্দ্রপালের (৮৮৫-৯১০ খৃ:) শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃতি লাভ করে। আবার ধর্মপালের উত্তর ভারতে সাফল্য সমসাময়িক রাষ্ট্রকূট রাজ ধ্রুব নিরুপম (৭৮০-৭৯৩ খৃ:) ও তৃতীয় গোবিন্দের (৭৯৩-৮১৪ খৃ:) উত্তর ভারতে সফল অভিযানে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

পালরাজ ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খৃ:) যদিও সমসাময়িক প্রতিহার রাজ বৎসরাজ ও দ্বিতীয় নাগভট্ট ও রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হয়েছিলেন, তথাপি তাঁর রাজত্বকালের প্রথমার্দ্ধে তিনি উত্তর-ভারতের পশ্চিম পাঞ্জাব, মধ্য পাঞ্জাব, মালব, সিন্ধু, কাথিওয়াড় ও বেরার অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করেছিলেন এবং সেহেতু 'উদয়সুন্দরী কথা' নামক গ্রন্থে তাঁকে 'উত্তরাপথস্বামী' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। বাদল স্তম্ভ লিপির বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে দেবপাল (৮১০-৮৫০ খৃ) হিমালয় থেকে বিন্ধ্য ও পূর্ব-সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূভাগ থেকে রাজকর লাভ করেছিলেন। তিনি পূব দিকে কামরূপ ও দক্ষিণে উড়িষ্যা (উৎকল) জয় করেছিলেন।

প্রতিহাররাজ মিহির ভোজ (৮৩৬-৮৮৫ খৃ:) পৈতৃক রাজ্য কনৌজের চতুস্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে তাঁর অধিকার সুদৃঢ় করেন এবং বুন্দেলখণ্ড ও যোধপুরে কর্তৃত্ব পুনঃ স্থাপনা করেন। পূর্বাঞ্চলে তিনি পাল রাজ দেবপালের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন এরই দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ তাঁর গতি রোধ করেন এবং তার ফলে উভয় পক্ষের রাষ্ট্রসীমা নর্ম্মদা নদীর তীর অঞ্চলে প্রায়ই পরিবর্তিত হত। প্রথম মহেন্দ্রপালের সময় (৮৮৫-৯১০ খৃ:) প্রতিহার সাম্রাজ্য চরম বিস্তৃতি লাভ করে। পাল শক্তিকে পরাজিত করে তিনি উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুর পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করেন। পশ্চিমে সৌরাষ্ট্রও তিনি অধিকার করেন। যদিও কাশ্মীর রাজের কাছে তিনি পাঞ্জাবের কিয়দংশ হারিয়েছিলেন তবুও কর্ণাল সহ পাঞ্জাবের অনেকখানি অংশ তাঁর অধীনে ছিল। তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য অপেক্ষা বিস্তৃততর ছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল প্রতিহার সাম্রাজ্য সমুন্নত ও শক্তিশালী ছিল।

এই সময়ে (নবম শতাব্দী) দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট (পৃ: ২৬ দ্রষ্টব্য) ও সুদূর দক্ষিণে চোল শক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল (পৃ: ২৬ দ্রষ্টব্য)।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে—

১। The Age of Imperial Kanauj — Bharatiya Vidya Bhavan, Ch. I—III.

২। Dr. R. C. Majumdar — History of Ancient Bengal, Ch. V.

মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে ভারত।

(একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী)

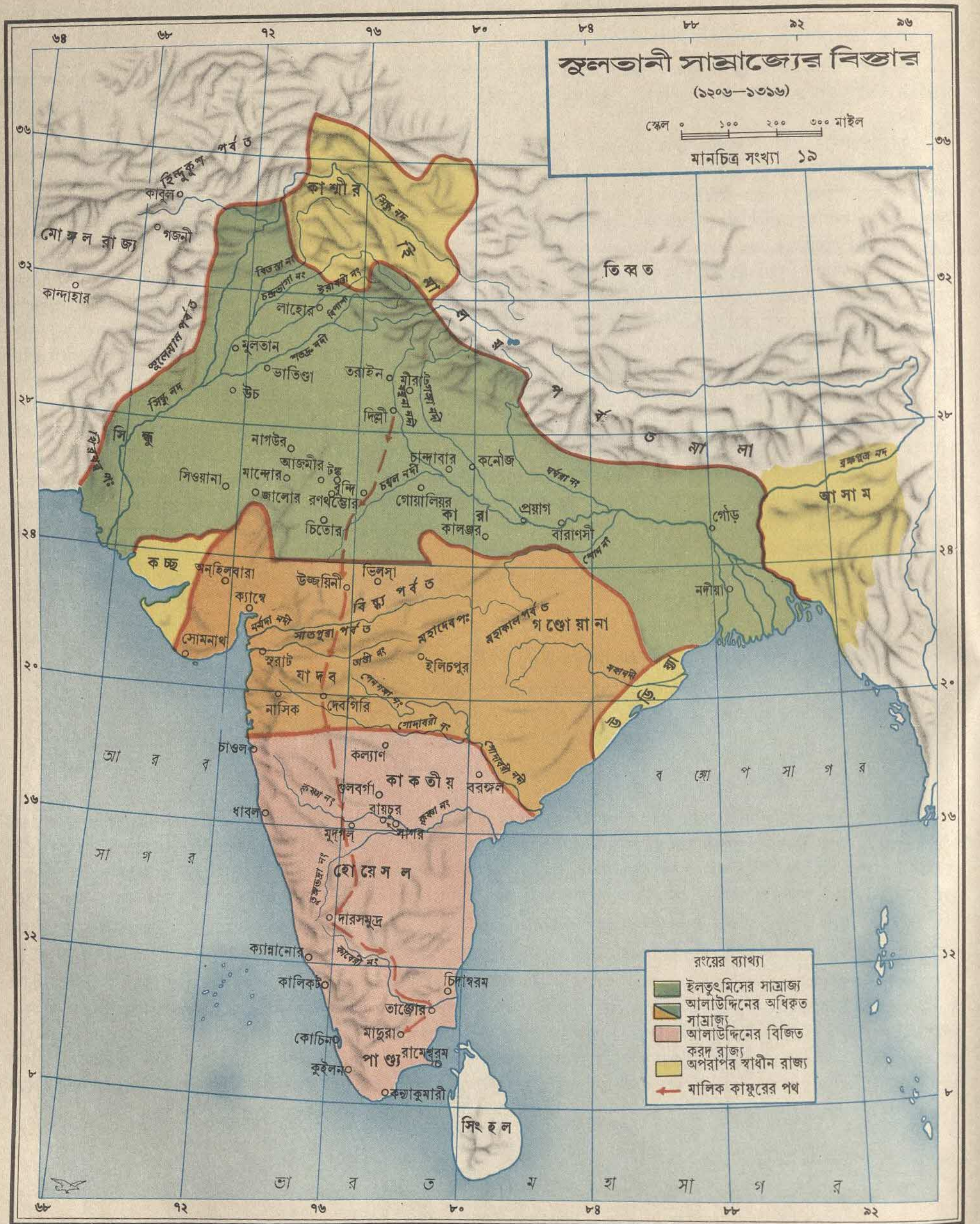
একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাস কোন একটি রাষ্ট্র-শক্তির দ্বারা প্রভাবিত নয়। প্রতিহার রাজ্যের পতনের পরেই সমগ্র ভারত (বিশেষ উত্তর ও পশ্চিম ভারত) অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যায় এবং এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির আত্মকলহ ভারতকে দুর্বল করেছিল। রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা থেকে উদ্ভূত চৌহান, চন্দেল্ল, পরমার, তোমর, গাহড়বাল, কলচুরি রাজবংশ শাসিত রাষ্ট্রগুলি উত্তর ভারতে, পূর্বে পাল (ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন), গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে চালুক্য, সুদূর দক্ষিণ ও সিংহলের একাংশে চোল বংশের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

আত্মকলহজনিত দুর্বলতার ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারত গজনীর বিখ্যাত সুলতান মামুদের দ্বারা (৯৯৭-১০৩০ খৃ:) বারবার আক্রান্ত হয় এবং পাঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতের এক অংশ তাঁর সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়। অষ্টম শতাব্দীর শুরু থেকেই সিন্ধু প্রদেশ আরবদের দ্বারা অধিকৃত হয়।

গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী ঘোর রাজ্যের অধিপতি মইজউদ্দীন মহম্মদ ঘোরী ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি আফগান ছিলেন না পূর্ব ইরাণীয় ছিলেন, এ বিষয়ে মত বিরোধ আছে। গজনী অধিকারের পর তিনি পেশোয়ার ও ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে মুলতান অধিকার করেন। এরপর তিনি দিল্লী ও আজমীরের অধিপতি চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং ১১৯১ খৃষ্টাব্দে প্রথম তরাইনের যুদ্ধে যদিও তিনি পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু পরের বছরেই (১১৯২) তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি পৃথ্বীরাজের মিলিত রাজপুত বাহিনীকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করেন এবং হান্সি ও সামানা সমেত দিল্লী পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে কর্তৃত্ব স্থাপনা করেন। তিনি ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে—

The Struggle For Empire — Bharatiya Vidya Bhavan, Ch. I—IV.


সুলতানী সাম্রাজ্যের বিস্তার
(১২০৬—১৩১৬)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ১৯
রংয়ের ব্যাখ্যা
ইলতুৎমিসের সাম্রাজ্য
আলাউদ্দিনের অধিকৃত সাম্রাজ্য
আলাউদ্দিনের বিজিত করদ রাজ্য
অপরাপর স্বাধীন রাজ্য
মালিক কাফুরের পথ
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
গজনী
মোঙ্গল রাজ্য
কান্দাহার
কাশ্মীর
সিন্ধু নদ
তিব্বত
লাহোর
মুলতান
সুলেমান পর্বত
ভাতিণ্ডা
উচ
তরাইন
মীরাট
দিল্লী
সিন্ধু
নাগউর
আজমীর
সিওয়ানা
মান্দোর
জালোর
রণথম্ভোর
বুন্দি
চম্বল নদী
চান্দাবার
কনৌজ
গোয়ালিয়র
কারা
কালঞ্জর
প্রয়াগ
বারাণসী
চিতোর
গৌড়
আসাম
ব্রহ্মপুত্র নদ
হিমালয় পর্বত
কচ্ছ
অনহিলবারা
উজ্জয়িনী
ভিলসা
বিন্ধ্য পর্বত
ক্যাম্বে
নদীয়া
নর্মদা নদী
সাতপুরা পর্বত
মহাদেব পঃ
মহাকাল পর্বত
গণ্ডোয়ানা
সোমনাথ
সুরাট
যাদব
ইলিচপুর
নাসিক
দেবগিরি
গোদাবরী নঃ
চাওল
কল্যাণ
কাকতীয়
বরঙ্গল
গুলবর্গা
রায়চুর
কৃষ্ণা নঃ
ধাবল
মুদগল
সাগর
হোয়েসল
দারসমুদ্র
ক্যান্নানোর
কাবেরী নঃ
কালিকট
চিদাম্বরম
তাঞ্জোর
মাদুরা
কোচিন
পাণ্ড্য
রামেশ্বরম
কুইলন
কন্যাকুমারী
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

সুলতানী সাম্রাজ্যের বিস্তার।

(১২০৬—১৩১৬ খৃষ্টাব্দ)

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১১৯২) জয়ের পর মহম্মদ ঘোরী ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। তিনি চৌহান শক্তির উচ্ছেদ করেন। তাঁর সেনাপতি কুতুবুদ্দীন মীরাট, দিল্লী, কালঞ্জর, কয়েল জয় করেন ও চান্দাবারের যুদ্ধে গাহড়বাল রাজা জয়চন্দ্রকে পরাজিত করেন। এরপর তিনি গুজরাট-রাজ দ্বিতীয় ভীমদেবকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে গুজরাট লুন্ঠন করেন। তাঁর অপর সেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ার খলজী বিহার ও বাংলাদেশের পশ্চিমাংশ (নদীয়া) জয় করেন। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবুদ্দীন ভারতের সুলতান হন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে (১২০৬-১২১০ খৃ:) আর রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন নি।

কুতুবুদ্দীনের জামাতা ও উত্তরাধিকারী ইল্‌তুৎমিস্ (১২১১-১২৩১ খৃ:) দিল্লী, বাদাউন, কনৌজ, অযোধ্যা, আজমীর, বারাণসী প্রভৃতি অঞ্চলে ও সিন্ধু ও পাঞ্জাবে তাঁর অধিকারকে সুদৃঢ় করেন। বাংলার মুসলমান শাসক গিয়াসুদ্দীন খলজী ও ইক্‌তীয়ারউদ্দীন বাল্কা খলজীর বিরুদ্ধে তিনি দুবার (১২২৫, ১২৩০-৩১) অভিযান করেন এবং ঐ অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি রণথম্ভোর (১২২৬), মান্দোর (১২২৭), জালোর (১২২৮), ও গোয়ালিয়র (১২৩২) জয় করেন। ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে ইল্‌তুৎমিস্ ভিল্‌সা ও উজ্জয়িনী লুন্ঠন করেন, যদিও ঐ অঞ্চল তিনি সাম্রাজ্যভুক্ত করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে কুতুবুদ্দীন প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত 'দাস' রাজবংশের পতন পর্যন্ত আর রাজ্য বিস্তার ঘটে নি।

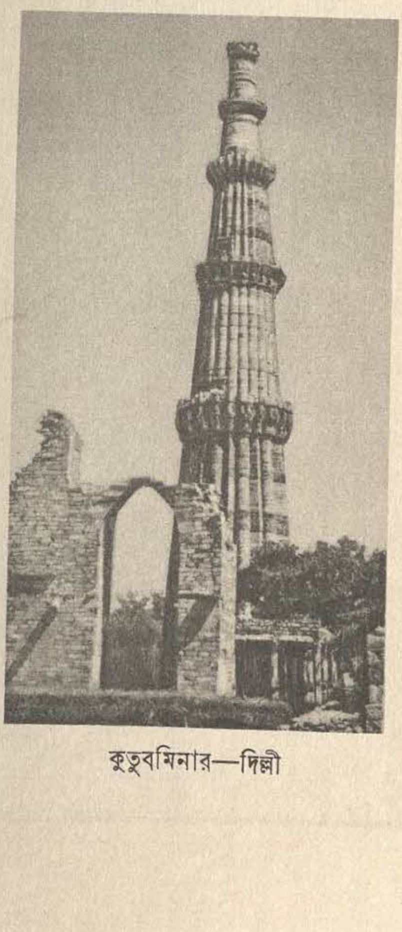
অতঃপর খল্‌জী বংশের আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে (১২৯৬—১৩১৬)—যিনি হলেন দিল্লীর সুলতানদের ভেতর প্রথম সফল সাম্রাজ্যবাদী—পুনরায় রাজ্য বিস্তার শুরু হয়। ১২৯৮ খৃ: থেকে ১৩০৫ খৃ ভেতর তিনি উত্তর ভারত জয় করেন। উত্তর ভারতে আলাউদ্দীন গুজরাট (আন্‌হিলবারা, সুরাট, ক্যাম্বে, সোমনাথ), চিতোর জয় এবং রণথম্ভোর পুনরধিকার করেন। এরপর ১৩০৫ খৃ: মালব, উজ্জয়িনী, চান্দেরী তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। রাজপুতনায় চিতোর ছাড়াও তিনি সিওয়ানা, বুন্দি, মান্দোর ও টঙ্কও অধিকার করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যে সেনাপতি মালিক কাফুর বা মালিক নায়েকের সাহায্যে দেবগিরির যাদব রাজ্য, বরঙ্গলের কাকতীয় রাজ্য ও দ্বারসমুদ্রের হোয়সল রাজ্য বিজিত হয়। সুদূর দক্ষিণের (মাবার) পাণ্ড্য রাজ্যের বিরুদ্ধেও মালিক কাফুর অভিযান করেন এবং মাদুরা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। ফিরিস্তার পরস্পর বিরোধী উক্তি থাকায় এবং ইসামি ও বরণীর বর্ণনায় কোন উল্লেখ না থাকায় কাফুর সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন কিনা সঠিক বলা যায় না—যদিও তাঁর পক্ষে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব ছিল না। যাদব রাজ্যটি অধিকৃত হয় কিন্তু দক্ষিণের অপর রাজ্যগুলি করদানে অব্যাহতি লাভ করে। সেগুলি সরাসরি অধিকৃত হয়নি এবং ঐ অঞ্চলের হিন্দু-শাসকগণ সুলতানের নিকট আনুগত্য স্বীকার করেন (Vide P. 63 The Delhi Sultanate)।

এ যুগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গলদের বারবার আক্রমণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইলতুৎমিসের আমল থেকে শুরু করে প্রায় সমগ্র সুলতানী যুগ ধরেই আক্রমণ চলে এবং বিভিন্ন সম্রাট নানাভাবে এই আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। ইল্‌তুৎমিস রাজনৈতিক কূট-কৌশলে মোঙ্গল আক্রমণ এড়াতে চেয়েছিলেন, বল্‌বন্ ও আলাউদ্দীন তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করে অনেক সময়েই সাফল্য অর্জন করেছিলেন আর মহম্মদ তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১) গ্রহণ করেছিলেন অর্থের দ্বারা সন্তুষ্টি সাধনের বিপদজনক পথ।

তথাকথিত 'দাস' বংশ ও খলজী বংশের সুলতানদের রাজত্ব কাল:—

তথাকথিত 'দাস' বংশ—(১২০৬-১২৯০ খৃ:)
কুতুবুদ্দীন আইবক্—১২০৬-১২১০ খৃ:।
আরাম শাহ—১২১০—১২১১ খৃ:।
ইল্‌তুৎমিস্—১২১১—১২৩৬ খৃ:।
সুলতানা রাজিয়া—১২৩৬—১২৪০ খৃ:।
বারামশাহ—১২৪০—১২৪২ খৃ:।
আলাউদ্দীন মাসুদশাহ—১২৪২—১২৪৬ খৃ:।
নাসিরুদ্দীন মামুদ—১২৪৬—১২৬৫ খৃ:।
গিয়াসুদ্দীন বল্‌বন্—১২৬৫-১২৮৭ খৃ:।
কায়কোবাদ—১২৮৭—১২৯০ খৃ:।

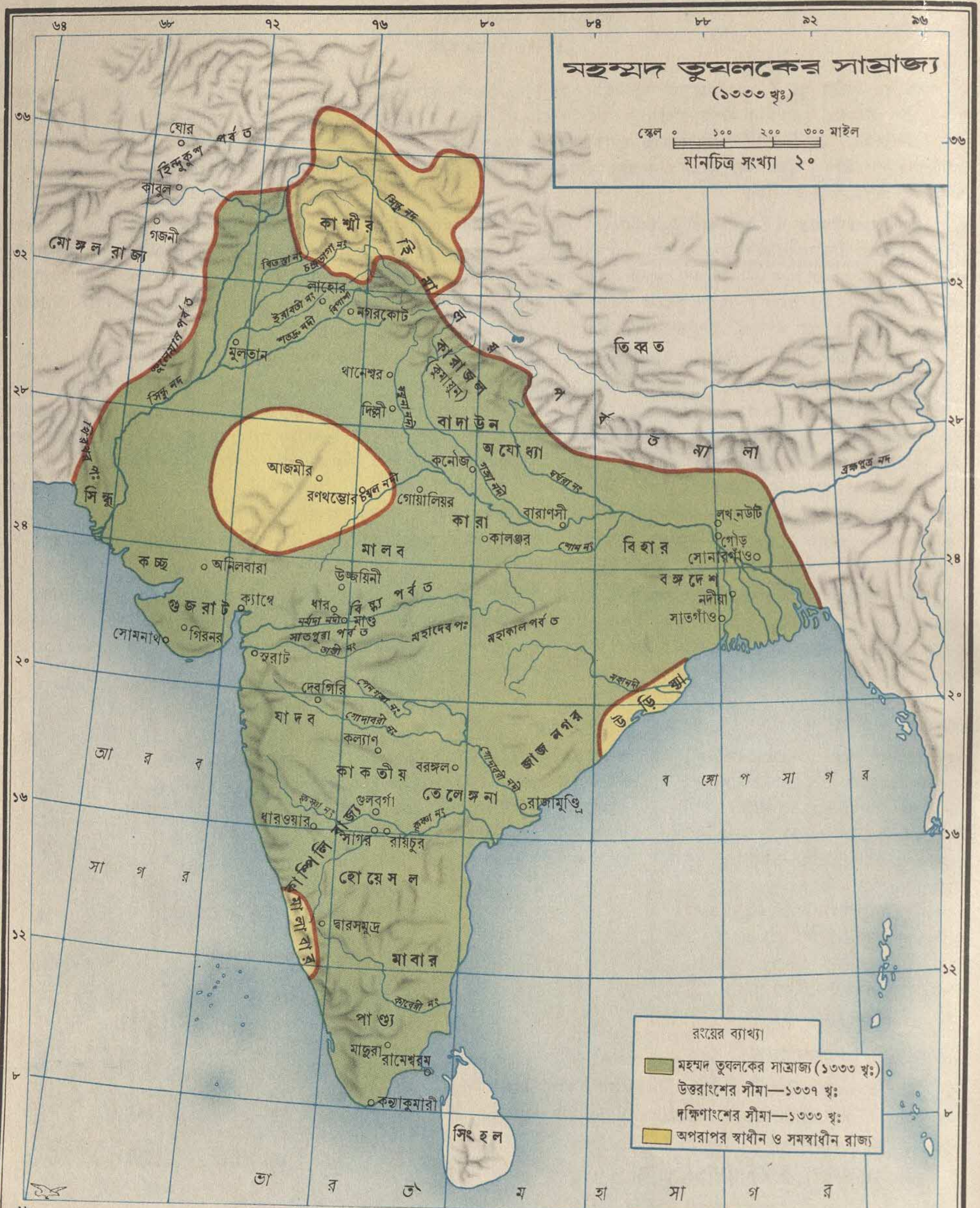
খল্‌জী বংশ (১২৯০—১৩২০ খৃ:)।
জালালুদ্দীন খলজী—১২৯০-১২৯৬ খৃ:।
আলাউদ্দীন খলজী—১২৯৬—১৩১৬ খৃ:।
সাহাব-উদ্দীন ওমর—১৩১৬ খৃ:।
মোবারক শাহ—১৩১৬—১৩২০ খৃ:।



কুতুবমিনার—দিল্লী

অতিরিক্ত পাঠ: প্রয়োজন বোধে।

১। The Struggle For Empire — Bharatiya Vidya Bhavan—Ch. IV, V.
২। The Delhi Sultanate — Bharatiya Vidya Bhavan, Ch. II.
৩। A Comprehensive History of India, Vol. 5 Ch. II Sec. 4; Ch. III Sec. 1, 2; Ch. IV Sec. 2, 3, 5, 6.


মহম্মদ তুঘলকের সাম্রাজ্য
(১৩৩৩ খৃঃ)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ২০
রংয়ের ব্যাখ্যা
মহম্মদ তুঘলকের সাম্রাজ্য (১৩৩৩ খৃঃ)
উত্তরাংশের সীমা—১৩৩৭ খৃঃ
দক্ষিণাংশের সীমা—১৩৩৩ খৃঃ
অপরাপর স্বাধীন ও সমস্বাধীন রাজ্য
ঘোর
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
গজনী
মোঙ্গল রাজ্য
কাশ্মীর
লাহোর
নগরকোট
মুলতান
সিন্ধু নদ
থানেশ্বর
দিল্লী
কারাজল
(কুমায়ুন)
বাদাউন
অযোধ্যা
তিব্বত
আজমীর
রণথম্ভোর
গোয়ালিয়র
কনৌজ
বারাণসী
কারা
কালঞ্জর
সিন্ধু
কচ্ছ
অনিলবারা
মালব
উজ্জয়িনী
বিহার
লখনউটি
গৌড়
সোনারগাঁও
বঙ্গদেশ
নদীয়া
সাতগাঁও
ব্রহ্মপুত্র নদ
গুজরাট
ক্যাম্বে
ধার
বিন্ধ্য পর্বত
মাণ্ডু
নর্মদা নদী
সাতপুরা পর্বত
মহাদেব পঃ
মহাকাল পর্বত
সোমনাথ
গিরনর
সুরাট
দেবগিরি
যাদব
কল্যাণ
জাজনগর
উড়িষ্যা
মহানদী
কাকতীয়
বরঙ্গল
তেলেঙ্গনা
গুলবর্গা
রাজামুন্দ্রি
ধারওয়ার
রায়চুর
হোয়েসল
দ্বারসমুদ্র
মাবার
কাবেরী নঃ
পাণ্ড্য
মাদুরা
রামেশ্বরম
কন্যাকুমারী
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

মহম্মদ তুঘলকের সাম্রাজ্য।
(১৩২৫-১৩৫১ খৃঃ)

সুলতান আলাউদ্দীনের শেষ জীবন থেকে শুরু করে (১৩১৬) মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শুরু (১৩২৫) পর্য্যন্ত সুলতানী সাম্রাজ্যের দুর্বলতার অধ্যায়। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন তুঘলক (১৩২০—১৩২৫) অবশ্য রাজ্য বিস্তারের নীতি পুনরায় গ্রহণ করেন। মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম স্তরে সুলতানী সাম্রাজ্য বিশেষ ব্যাপ্তি লাভ করে। সমগ্র উত্তর-ভারত (সমগ্র কাশ্মীর ও রাজপুতানার বিশেষ অঞ্চল ব্যতিরেকে), দাক্ষিণাত্য (উড়িষ্যা ব্যতিরেকে), ও সুদূর দক্ষিণ (মালাবার উপকূলের সামান্য অংশ ব্যতিরেকে) তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দক্ষিণে তিনি আলাউদ্দীনের মত কেবল কর আদায়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না—১৩৩৩ খৃষ্টাব্দের ভেতর সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলটিকে তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এনেছিলেন। উত্তরে নগরকোট ও কারাজল (কুমায়ুন) পর্য্যন্ত বিস্তৃতি ঘটে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দের ভেতর। কিন্তু ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ সৃষ্টি হতে থাকে এবং তার ফলে দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের অনেকাংশই তাঁর সাম্রাজ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

উত্তরে নগরকোট বিজিত হয় ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে। এরপরে কারাজল বা কুমায়ুন (কূর্মাচল) জয়ে ব্যর্থতা ঘটলেও ঐ অঞ্চলের শাসক করদানে স্বীকৃত হন। দক্ষিণে পিতার জীবদ্দশায় তিনি তেলেঙ্গনা এবং জাজ্‌নগর অঞ্চলে সাফল্য লাভ করেন এবং ইসামির মতে উড়িষ্যার অধিপতি দ্বিতীয় ভানুদেবকে পরাজিত করেন, তবে উড়িষ্যা তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল কিনা সন্দেহ। সিংহাসনে আরোহনের পর তাঁর আত্মীয় গুলবর্গার শাসক বাহাউদ্দীন গুরসাস্প্‌কে দমন উপলক্ষ্যে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে (মালাবারের কিছু অংশ ব্যতিরেকে) তাঁর প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর দীর্ঘ রাজত্ব কাল (১৩২৫—১৩৫১) সুলতানী সাম্রাজ্যের গৌরব ও পতনের যুগরূপে বর্ণিত হতে পারে। বিজয়নগর (১৩৩৬) ও বাহমনী (১৩৪৭) রাজ্যের উত্থান তাঁর রাজত্বের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

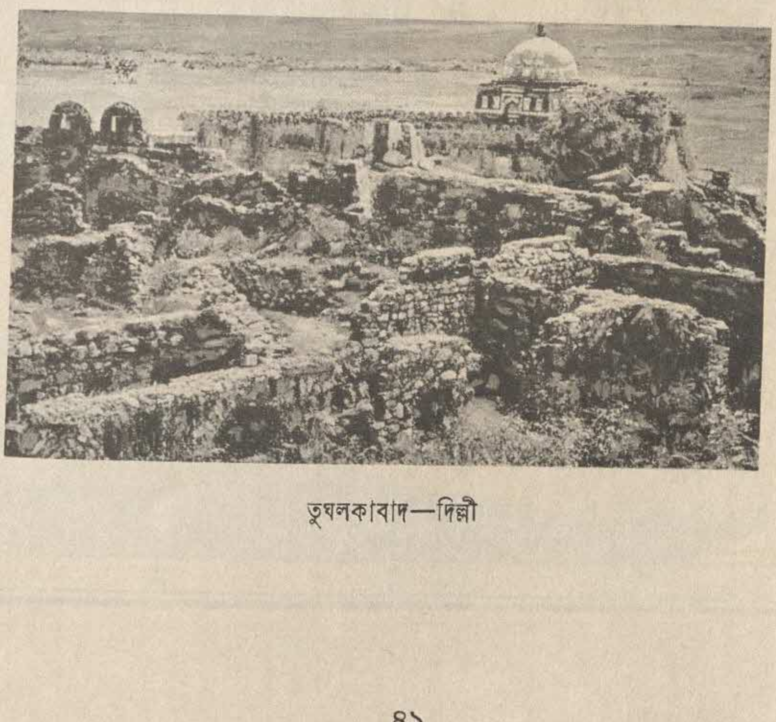
সুলতান-শাহী আমলের (১২০৬-১৫২৬) বিভিন্ন রাজবংশের শাসন কাল :—

তথাকথিত 'দাস' বংশ	— ১২০৬—১২৯০	খৃষ্টাব্দ
খল্‌জী বংশ	— ১২৯০—১৩২০	,,
তুঘ্‌লক্ বংশ	— ১৩২০—১৪১৩	,,
সৈয়দ বংশ	— ১৪১৪—১৪৫১	,,
লোদী বংশ	— ১৪৫১-১৫২৬	,,

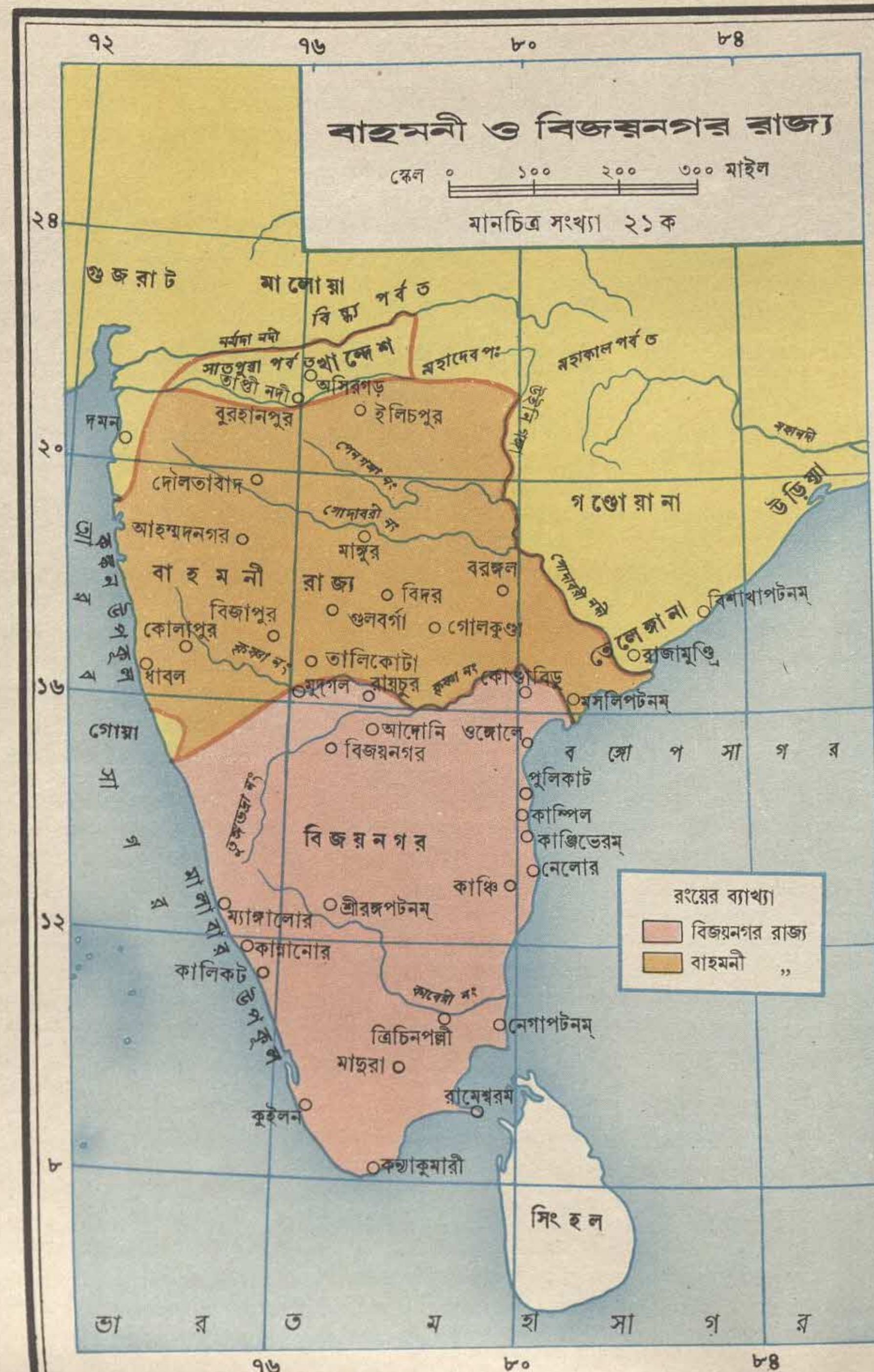
অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে—

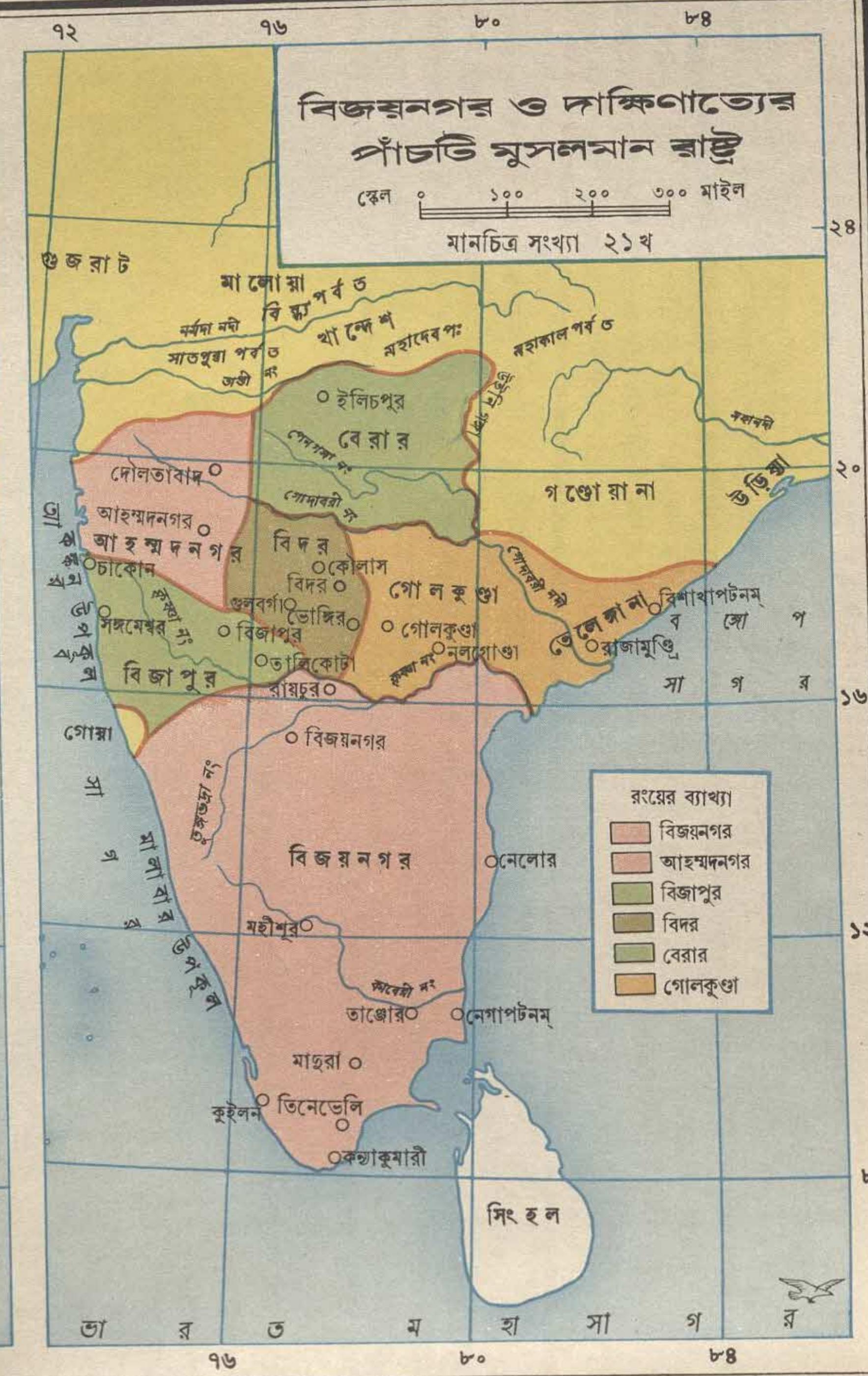
১। The Delhi Sultanate — Bharatiya Vidya Bhavan, Ch. IV.

১। A Comprehensive History of India, Vol. 5, Ch. V Sec. 2.



তুঘলকাবাদ—দিল্লী


বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ২১ক
গুজরাট
মালোয়া
বিন্ধ্য পর্বত
নর্মদা নদী
সাতপুরা পর্বত
খান্দেশ
তাপ্তী নদী
অসিরগড়
মহাদেব পঃ
মহাকাল পর্বত
দমন
বুরহানপুর
ইলিচপুর
দৌলতাবাদ
আহম্মদনগর
বাহমনী রাজ্য
বিজাপুর
কোলাপুর
ধাবল
গুলবর্গা
বিদর
বরঙ্গল
গোলকুণ্ডা
তালিকোটা
মুদগল
রায়চুর
কোণ্ডাবিড়ু
মসলিপটনম্
গণ্ডোয়ানা
তেলেঙ্গানা
রাজামুণ্ড্রি
বিশাখাপটনম্
উড়িষ্যা
গোয়া
আদোনি
ওঙ্গোলে
বিজয়নগর
বঙ্গোপসাগর
পুলিকাট
কাম্পিল
কাঞ্জিভেরম্
নেলোর
কাঞ্চি
শ্রীরঙ্গপটনম্
ম্যাঙ্গালোর
কান্নানোর
কালিকট
ত্রিচিনপল্লী
নেগাপটনম্
মাদুরা
রামেশ্বরম
কুইলন
কন্যাকুমারী
সিংহল
ভারত মহাসাগর
রংয়ের ব্যাখ্যা
বিজয়নগর রাজ্য
বাহমনী ,,


বিজয়নগর ও দাক্ষিণাত্যের পাঁচটি মুসলমান রাষ্ট্র
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ২১খ
গুজরাট
মালোয়া
বিন্ধ্য পর্বত
নর্মদা নদী
সাতপুরা পর্বত
খান্দেশ
মহাদেব পঃ
মহাকাল পর্বত
ইলিচপুর
বেরার
দৌলতাবাদ
আহম্মদনগর
বিদর
কোলাস
চাকোন
গুলবর্গা
সঙ্গমেশ্বর
বিজাপুর
ভোঙ্গির
তালিকোটা
গোলকুণ্ডা
নলগোণ্ডা
রায়চুর
গণ্ডোয়ানা
তেলেঙ্গানা
রাজামুণ্ড্রি
বিশাখাপটনম্
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর
গোয়া
বিজয়নগর
নেলোর
মহীশূর
তাঞ্জোর
নেগাপটনম্
মাদুরা
কুইলন
তিনেভেলি
কন্যাকুমারী
সিংহল
ভারত মহাসাগর
রংয়ের ব্যাখ্যা
বিজয়নগর
আহম্মদনগর
বিজাপুর
বিদর
বেরার
গোলকুণ্ডা

দাক্ষিণাত্য ও সুদূর দক্ষিণের বাহমনী—বিজয়নগর রাজ্য
ও
বিজয়নগর ও পাঁচটি মুসলমান রাষ্ট্র।

মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বের শেষ ভাগে সাম্রাজ্যের চারিদিকে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তার ফলে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে দুটি রাজ্যের উদ্ভব হয়—সে দুটি হল দাক্ষিণাত্যে বাহমনী ও সুদূর দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য।

১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে হাসান বা আলাউদ্দীন বাহমন শাহ দৌলতাবাদে বাহমনী রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর রাজধানী ছিল গুলবর্গায়। তাঁর রাজ্য-সীমা দৌলতাবাদকে কেন্দ্র করে অন্ধ্রের পেন্‌গঙ্গা থেকে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাহমন সুলতানদের দুই হিন্দু শক্তি—তেলেঙ্গনা ও বিজয়-নগরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল।

বাহমনী ও বিজয়নগরের দীর্ঘকালের সংগ্রাম দক্ষিণ ভারতের প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণতি লাভ করে। কেবলমাত্র মুসলমান (বাহমনী) আগ্রাসী নীতি আর হিন্দু (বিজয়নগর) প্রতিরোধ স্পৃহা থেকেই এই দীর্ঘ সংগ্রাম সৃষ্টি হয়নি। কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমে অবস্থিত উর্বর রায়চুর-দোয়াবের অধিকার নিয়ে প্রাচীন ভারতে চালুক্য—পল্লব, চালুক্য—চোল, বা যাদব—হোয়সল যে সংঘর্ষ চলেছিল, বাহমনী—বিজয়নগর সংঘর্ষও সেই অর্থনৈতিক সংঘর্ষের আর একটি অধ্যায়রূপে ব্যাখ্যাত হতে পারে। রায়চুর দোয়াব একাধিকবার উভয় রাজ্যের ভেতর হস্তান্তরিত হয়েছিল। তবে মূলত ঐ অঞ্চল বিজয়নগরের অধিকারেই থেকে যায়। শুধুমাত্র ফিরিস্তার বর্ণনার উপর নির্ভর করে এই সংঘর্ষের ফলাফল জানা যাবে না, অপরাপর তথ্যের (অনুশাসন ও বিভিন্ন লেখক) ওপরেও নির্ভর করতে হবে। হাসান, মহম্মদ শাহ্, ফিরোজ শাহ, আহম্মদ শাহ, আলাউদ্দীন আহম্মদ শাহ ছিলেন বাহমনী বংশের বিখ্যাত সুলতান। এঁদের মধ্যে কোন কোন সুলতান বিজয়নগরের রাজাদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করে ধনরত্ন ও অর্থলাভ করেন। তেলেঙ্গনার রাজাদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধে এঁরা রাজ্য বিস্তারে সফল হন। ক্রমাগত যুদ্ধ নীতি অবলম্বনে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয় তারই ফলে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে বাহমনী রাজ্য প্রাদেশিক শাসকদের দ্বারা কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, যথা ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে ইমদশাহ বেরারে ইমদশাহী বংশ (সুন্নী); ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে ইউসুফ আদিল শাহ বিজাপুরে আদিল শাহী বংশ (সিয়া); ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ নিজাম শাহ আহম্মদনগরে নিজামশাহী বংশ (মূলত সিয়া); ১৫১২ খৃষ্টাব্দে কুতুবশাহ গোলকুণ্ডায় কুতুবশাহী বংশ (সিয়া) ও ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে আলি বারিদ বিদরে বারিদশাহী বংশের (সুন্নী) প্রতিষ্ঠা করেন।

সমসাময়িক হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের পত্তন করেন সঙ্গমের পঞ্চপুত্র ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে। এই প্রতিষ্ঠাতাদের ভেতর হরিহর ও বুক্কই ছিলেন প্রধান। হরিহরের রাজ্য উত্তরে কৃষ্ণা থেকে দক্ষিণে কাবেরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিজয়নগরে পরপর চারটি বংশ রাজত্ব করেন, যথা সঙ্গম, সালুভ, তুলুভ ও আরবিডু বংশ। তুলুভ বংশের কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯—১৫২৯) বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা ও ভারত ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিজাপুরের সুলতানকে পরাজিত করে রায়চুর দোয়াব অধিকার করেন ও উড়িষ্যা-রাজকেও পরাজিত করেন। তাঁর রাজ্যের সীমা ছিল উত্তরে কৃষ্ণা, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে দক্ষিণ কোঙ্কন ও পূর্বে বিশাখাপটনম্। সম্ভবতঃ ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও তাঁর অধিকারে ছিল। পরবর্তী কালে রাজা সদাশিবের সময়ে দক্ষিণের মুসলমান শক্তিগুলি মিলিত হয়ে তালিকোটার যুদ্ধে (১৫৬৫) বিজয়নগরের শক্তি ধ্বংস করে। আরবিডু বংশের তিরুমলের নেতৃত্বে বিজয়নগর নষ্ট গৌরব কিছু উদ্ধার করলেও পূর্ব প্রতিপত্তি আর ফিরে পায় নি।

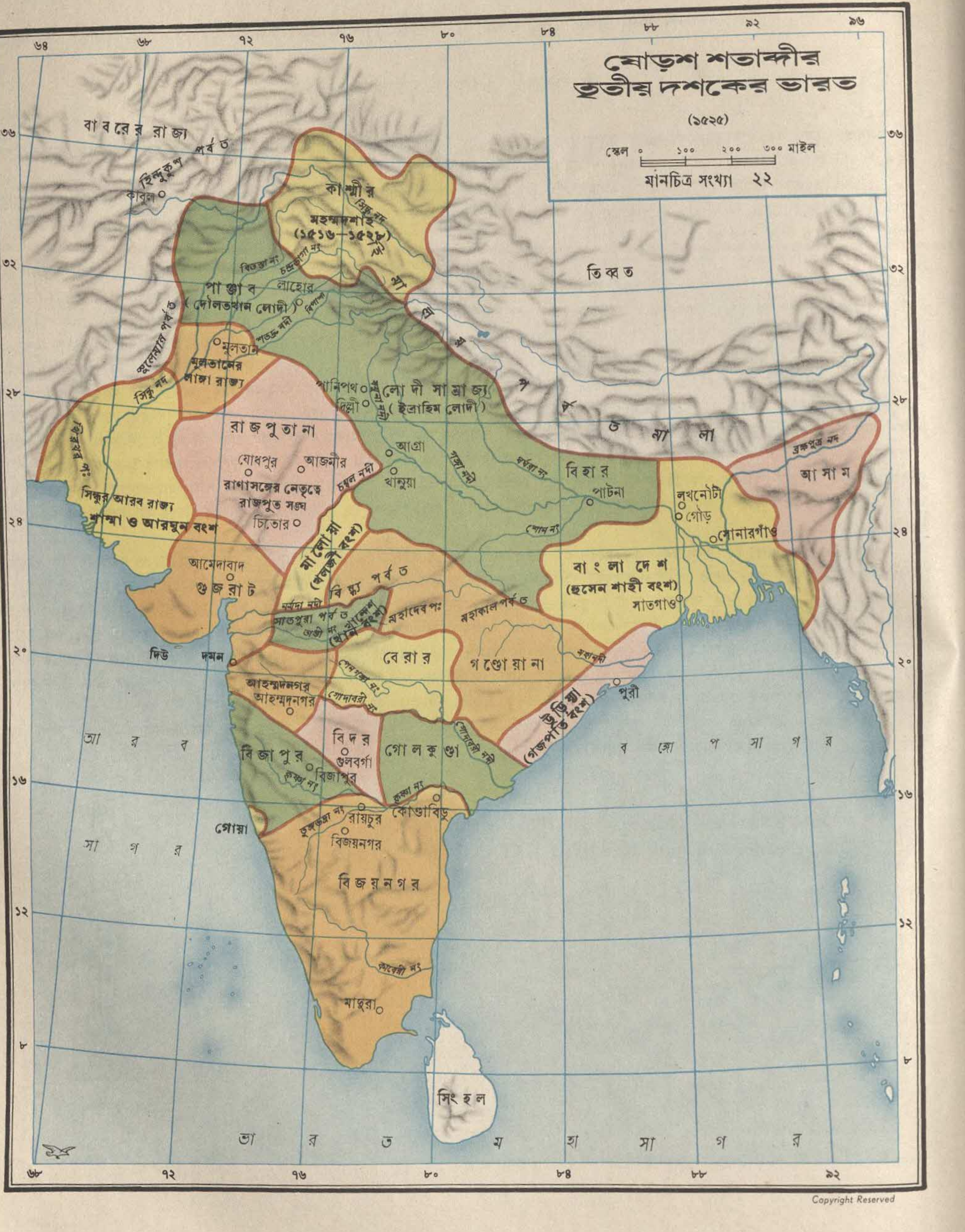
মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে আহম্মদনগরের কিছু অংশ মোঘল অধিকারে আসে। শাহজাহানের সময় আহম্মদনগরের অবশিষ্ট অংশ এবং ঔরংঙ্গজেবের সময় সমগ্র দক্ষিণ-ভারত মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে।

১। The Delhi Sultanate — Bharatiya Vidya Bhavan—Ch. XI-XII.
২। A Comprehensive History of India, Vol. 5, Ch. XIV Sec. 1, 2 ; Ch. XVI Sec. 1-4.



রাজা কৃষ্ণদেব রায়


ষোড়শ শতাব্দীর
তৃতীয় দশকের ভারত
(১৫২৫)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ২২
বাবরের রাজ্য
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
কাশ্মীর
মহম্মদশাহ
(১৫১৬—১৫২৮)
তিব্বত
পাঞ্জাব
(দৌলতখান লোদী)
লাহোর
মুলতান
মুলতানের লাঙ্গা রাজ্য
সুলেমান পর্বত
সিন্ধু নদ
পানিপথ
দিল্লী
লোদী সাম্রাজ্য
(ইব্রাহিম লোদী)
হিমালয়
রাজপুতানা
যোধপুর
আজমীর
রাণাসঙ্গের নেতৃত্বে
রাজপুত সঙ্ঘ
চিতোর
চম্বল নদী
আগ্রা
খানুয়া
গঙ্গা নদী
ঘর্ঘরা নদী
বিহার
পাটনা
শোন নদী
আসাম
ব্রহ্মপুত্র নদ
লখনৌটী
গৌড়
সোনারগাঁও
বাংলাদেশ
(হুসেন শাহী বংশ)
সাতগাঁও
সিন্ধুর আরব রাজ্য
শাম্মা ও আরঘুন বংশ
মালোয়া
(খলজী বংশ)
আমেদাবাদ
গুজরাট
বিন্ধ্য পর্বত
নর্মদা নদী
সাতপুরা পর্বত
মহাদেব পঃ
মহাকাল পর্বত
দিউ
দমন
বেরার
গণ্ডোয়ানা
মহানদী
উড়িষ্যা
(গজপতি বংশ)
পুরী
আহম্মদনগর
গোদাবরী নদী
বিদর
গুলবর্গা
গোলকুণ্ডা
বিজাপুর
কৃষ্ণা নদী
রায়চুর
কোণ্ডাবিড়ু
তুঙ্গভদ্রা নদী
গোয়া
বিজয়নগর
কাবেরী নদী
মাদুরা
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের ভারত।

(১৫২৫)

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের ভারতের রাজনৈতিক চিত্র হল বহুধা বিভক্ত ও ঐক্যহীন। উত্তরে লোদী সুলতানদের অধীনে আফ্‌গান সাম্রাজ্য তখন সঙ্কুচিত ও দুর্বল। রাজপুত জাতি তখন মেবারের রাণা সংগ্রামসিংহের নেতৃত্বে স্বতন্ত্র শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া উত্তর ভারতে—কাশ্মীর, বঙ্গদেশ, উড়িষ্যা, মালব, গুজরাট, সিন্ধু ইত্যাদি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। দাক্ষিণাত্যে খান্দেশ ছাড়া বাহমনী রাজ্যলুপ্ত হয়ে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচটি যথা—আহম্মদনগর, বিজাপুর, বিদর, বেরার, গোলকুণ্ডা—রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সুদূর দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য স্বীয় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সময়ে কাবুলের অধিপতি বাবর ভারত জয়ের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন।

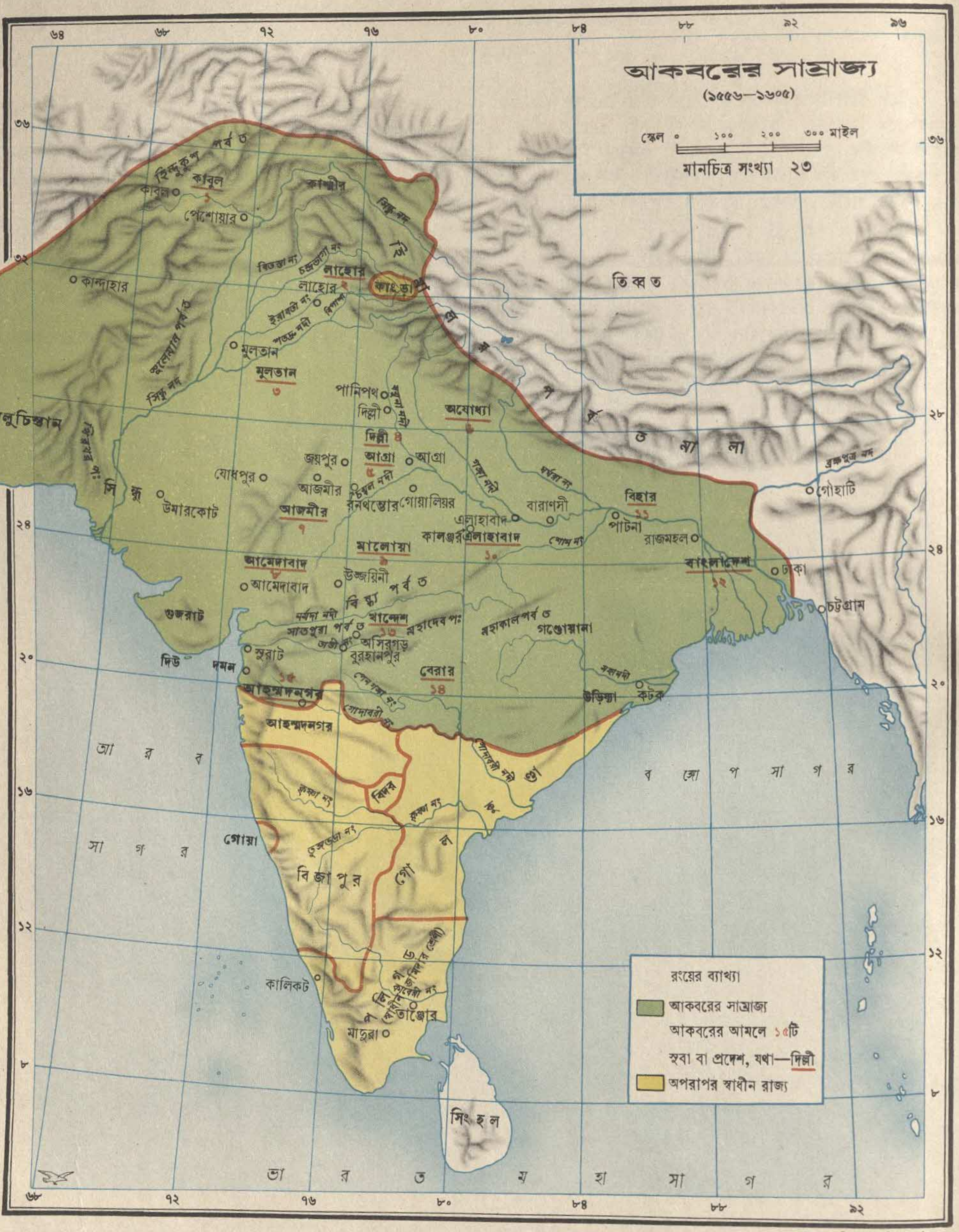
বাবর (জন্মকাল ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮৩ খৃ:) পিতার দিক থেকে তৈমুরী তুর্কী (তৈমুরলঙ্গ থেকে উদ্ভূত) ও মাতার দিক থেকে চুঘতাই মোঙ্গল (চেঙ্গিস খান থেকে উদ্ভূত)। পিতা মির্জা ওমর শেখের মৃত্যুর পর বাবর ক্ষুদ্র ফারগানা রাজ্যের অধীশ্বর হন, কিন্তু সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে কাবুলে রাজ্য পত্তন করেন (১৫০৪)। ক্রমেই তিনি ভারতের দিকে আকৃষ্ট হতে থাকেন এবং ১৫১৯ থেকে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের ভেতর তিনি মোট পাঁচবার ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। শেষ পর্য্যন্ত প্রথম পানিপথের যুদ্ধে (২১শে এপ্রিল ১৫২৬ খৃ:) সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে (১৫১৭-১৫২৬) পরাজিত করে ঐক্যহীন ভারতে বাবর (১৫২৬-১৫৩০) মোঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে (১৫২৭) সংগ্রামসিংহের বিরুদ্ধে খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করে উত্তর-ভারতে প্রাধান্য স্থাপন করেন।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে।

১। An Advanced History of India — Raychaudhuri, Majumdar and Dutta—Book II Ch. I.



বাবর


আকবরের সাম্রাজ্য
(১৫৫৬—১৬০৫)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ২৩
তিব্বত
বেলুচিস্তান
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মীর
কান্দাহার
লাহোর
কাংড়া
মুলতান
পানিপথ
দিল্লী
অযোধ্যা
আগ্রা
জয়পুর
যোধপুর
আজমীর
উমারকোট
রনথম্ভোর
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
বারাণসী
বিহার
পাটনা
রাজমহল
গৌহাটি
কালঞ্জর
মালোয়া
আমেদাবাদ
উজ্জয়িনী
বাংলাদেশ
ঢাকা
চট্টগ্রাম
গুজরাট
খান্দেশ
অসিরগড়
বুরহানপুর
সুরাট
দিউ
দমন
বেরার
আহম্মদনগর
উড়িষ্যা
কটক
গণ্ডোয়ানা
বিদর
গোয়া
বিজাপুর
কালিকট
তাঞ্জোর
মাদুরা
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর
রংয়ের ব্যাখ্যা
আকবরের সাম্রাজ্য
আকবরের আমলে ১৫টি সুবা বা প্রদেশ, যথা—দিল্লী
অপরাপর স্বাধীন রাজ্য

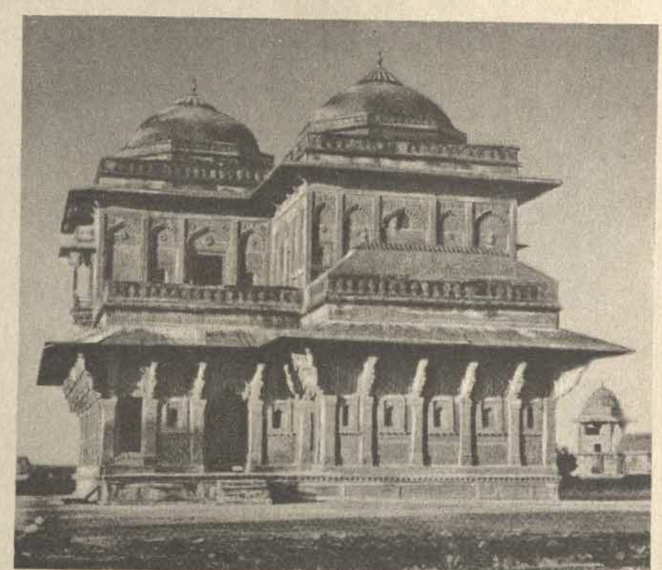
আকবরের সাম্রাজ্য।
(১৫৫৬—১৬০৫)

বাবর (১৫২৬—৩০) মোঘল বংশকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু শেরশাহের আমলে (১৫৩৯—১৫৪৫) আফগান সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাবরের পুত্র হুমায়ুন যখন ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চল অধিকার করেন তখন পর্য্যন্ত মোঘল শক্তি সংহত হতে পারে নি। আকবরের সময়েই (১৫৪২—১৫৫৬—১৬০৫) মোঘল সাম্রাজ্য যথার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর বাস্তববাদী সম্রাট ছিলেন। তিনি বলতেন রাজ্য জয় করা সম্রাটের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নতুবা তাঁর রাজ্য অপরের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। দ্বিতীয় পানিপথের (১৫৫৬) যুদ্ধে যে সাফল্য শুরু হয়েছিল তারই ফলে বিভিন্ন সংগ্রামের ভেতর দিয়ে আকবর এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য রচনা করেন যার সীমানা ছিল উত্তরে কাশ্মীর, দক্ষিণে গোদাবরী নদী (আহম্মদনগরের কিয়দংশ), পশ্চিমে কাবুল, কান্দাহার (হিন্দুকুশ), সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং পূর্বে বঙ্গদেশ (পূর্ব বঙ্গ সমেত)। আকবর সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন—যথা—কাবুল (কাশ্মীর সমেত), লাহোর, মুলতান (সিন্ধু সমেত), দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, আজমীর, আমেদাবাদ, মালোয়া, এলাহাবাদ, বিহার, বাংলা, খান্দেশ, বেরার এবং আহম্মদনগর (কিয়দংশ)।

আকবরের রাজত্বকাল কেবলমাত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা সুশাসনের জন্যেই বিখ্যাত তা নয়—এই রাজত্বকালকে ভারতীয় সংস্কৃতির এক যুগ-সন্ধিক্ষণ বলা যেতে পারে। সমন্বয় ধর্মী ভারত সভ্যতা তাঁর আমলে পারসিক সভ্যতার সঙ্গে মিলিত হয়ে নবকলেবর প্রাপ্ত হয়েছিল এবং তারই ফলে সাহিত্য, শিল্প, ললিতকলা ইত্যাদি সর্ব ক্ষেত্রেই নূতন প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেছিল। এই নব স্পন্দন হিন্দি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি তুলসীদাসের প্রতিভা স্ফুরণের সহায়ক হয়েছিল এ কথা অতিকথন হবে না। আর সর্ব ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর উদার মনোভাব আকবরকে মধ্যযুগের ভারতের প্রথম জাতীয় সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

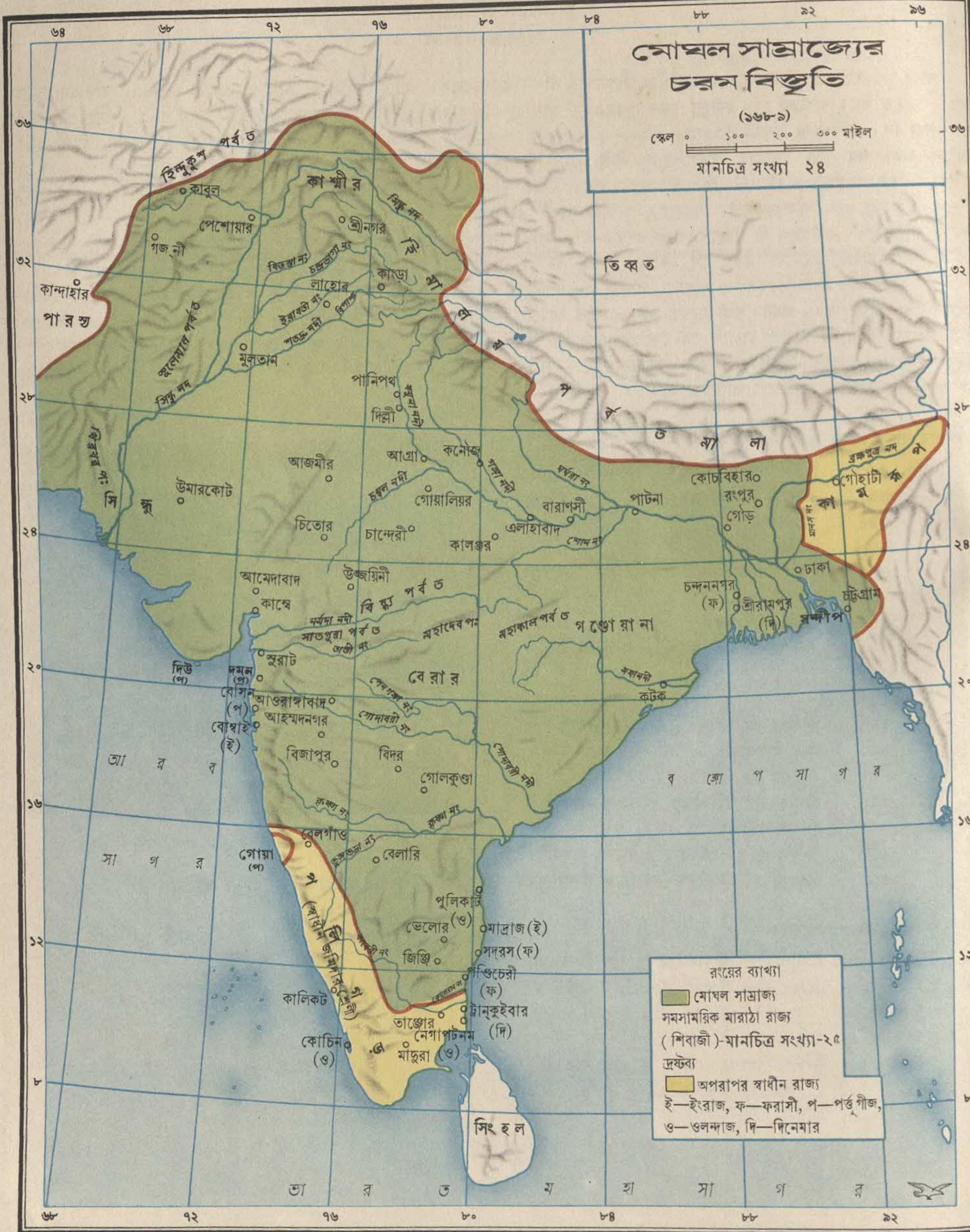
আকবরের রাজ্য জয়ের কালানুক্রমিক তালিকা—

৫ই নভেম্বর ১৫৫৬ খৃ: দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ—দিল্লী-আগ্রা অধিকার
১৫৬১ ,, মালোয়া (মালব) জয়।
১৫৬৪ ,, গাণ্ডোয়ানা জয়।
১৫৬৮ ,, চিতোর অধিকার।
১৫৬৯ ,, রণথম্ভোর ও কালঞ্জর জয়।
১৫৭২-৭৩ ,, গুজরাট জয়
১৫৭৪ ,, পাটনা অধিকার।
১৫৭৬ ,, রাজমহলের যুদ্ধ—বিহার ও বাংলাদেশ জয়।
১৫৮১ ,, / ১৫৮৫ ,, } কাবুল অধিকার
১৫৮৬ ,, কাশ্মীর অধিকার।
১৫৯১ ,, সিন্ধু অধিকার।
১৫৯২ ,, উড়িষ্যা জয়।
১৫৯৫ ,, বেলুচিস্তান অধিকার ও কান্দাহার জয়।
১৬০০ ,, আহম্মদনগর জয়।
১৬০১ ,, আসীরগড় দুর্গ অধিকার ও খান্দেশ জয়।
১৬০১ ,, সেরপুর আতিয়ার যুদ্ধ—মানসিংহ কর্তৃক সমগ্র বাংলা দেশে (পূর্ববঙ্গ সমেৎ) মোঘল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা।


রাজা বীরবলের গৃহ—ফতেপুর সিক্রী

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে—

১। The Mughal Empire — Bharatiya Vidya Bhavan, Ch. V.
২। V. Smith — Akbar The Great Mogul, Ch. IV-V ; VII, IX-X.


মোঘল সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি
(১৬৮৯)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ২৪
রংয়ের ব্যাখ্যা
মোঘল সাম্রাজ্য
সমসাময়িক মারাঠা রাজ্য (শিবাজী)-মানচিত্র সংখ্যা-২৫ দ্রষ্টব্য
অপরাপর স্বাধীন রাজ্য
ই—ইংরাজ, ফ—ফরাসী, প—পর্তুগীজ, ও—ওলন্দাজ, দি—দিনেমার
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
পেশোয়ার
গজনী
কান্দাহার
পারস্য
কাশ্মীর
শ্রীনগর
লাহোর
কাংড়া
মুলতান
তিব্বত
পানিপথ
দিল্লী
আগ্রা
কনৌজ
আজমীর
উমারকোট
গোয়ালিয়র
বারাণসী
পাটনা
এলাহাবাদ
কালঞ্জর
চিতোর
চান্দেরী
কোচবিহার
রংপুর
গৌড়
গোহাটি
ঢাকা
চট্টগ্রাম
চন্দননগর (ফ)
শ্রীরামপুর (দি)
আমেদাবাদ
উজ্জয়িনী
কাম্বে
বিন্ধ্য পর্বত
সাতপুরা পর্বত
মহাদেব পর্বত
মহাকাল পর্বত
গণ্ডোয়ানা
সুরাট
দিউ (প)
দমন (প)
বেসিন (প)
বোম্বাই (ই)
আওরঙ্গাবাদ
আহম্মদনগর
বেরার
কটক
বিজাপুর
বিদর
গোলকুণ্ডা
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
বেলগাঁও
গোয়া (প)
বেলারি
পুলিকাট (ও)
ভেলোর
মাদ্রাজ (ই)
সদরস (ফ)
জিঞ্জি
পণ্ডিচেরী (ফ)
কালিকট
ট্রান্‌কুইবার (দি)
তাঞ্জোর
নেগাপটনম (ও)
কোচিন (ও)
মাদুরা
সিংহল
ভারত মহাসাগর

মোঘল সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি।
(১৬৮৯)

আকবর যে মোঘল সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন তাঁর পরবর্তী বংশধরদের আমলে তা অনেকাংশে বিস্তৃত হয়।

জাহাঙ্গীরের আমলে (১৬০৫—১৬২৭) উত্তরে নগরকোট ও কাংড়া অধিকৃত হয় কিন্তু ১৬২২ খৃষ্টাব্দে পারস্যের আক্রমণে পশ্চিমে কান্দাহার হস্তচ্যুত হয় এবং এরপর কান্দাহার উদ্ধার প্রচেষ্টা যদিও পরবর্তী মোঘল সম্রাটেরা করেছিলেন কিন্তু যথার্থ স্থায়ীভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। দক্ষিণে জাহাঙ্গীর রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আহম্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বরের বিরোধিতায় সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি।

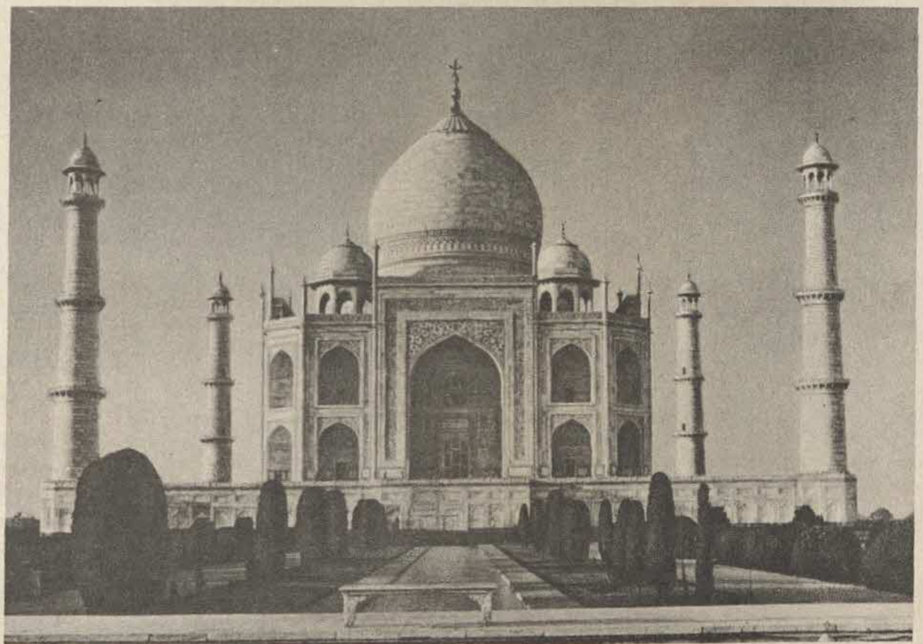
শাজাহানের আমলে (১৬২৭—১৬৫৮) দক্ষিণে আহম্মদনগর মোঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়—এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে।

আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে (১৬৫৮—১৭০৭) মোঘল সাম্রাজ্যের যেমন চরম বিস্তৃতি ঘটেছিল (দক্ষিণে ও পূর্বাংশে) তেমনই তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে মারাঠা ও রাজপুতদের বিরোধিতায় সাম্রাজ্যের পতনও শুরু হয়। দক্ষিণে তাঁরই আমলে বিজাপুর (১৬৮৬) ও গোলকুণ্ডা (১৬৮৭) অধিকৃত হয় এবং পূবে মীরজুমলা ও শায়েস্তাখাঁর প্রচেষ্টায় যথাক্রমে কুচবিহার ও আসামের কিছু অংশ ও চট্টগ্রাম অঞ্চল বিজিত হয়। আচার্য্য যদু-নাথের বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায় (পৃঃ ৪৫২ A Short History of Aurangzib —দ্রষ্টব্য)—যে আওরঙ্গজীবের সাম্রাজ্যের সীমা—উত্তরে কাশ্মীর ও হিন্দুকুশের দক্ষিণে অবস্থিত আফগানিস্তান অঞ্চল; উত্তর-পশ্চিমে গজ্‌নী থেকে ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের সীমা রেখা; দক্ষিণ-পশ্চিমে গোয়ার উত্তর সীমানা থেকে বেলগাঁও ও তুঙ্গভদ্রার তীর এবং সেখান থেকে মধ্য-মহীশূর হয়ে দক্ষিণ-পূবে তাঞ্জোরের উত্তরে কোলেরান নদী; পূর্বে মানস (মোনাস) নদী (গৌহাটীর পশ্চিমে) এবং সন্দীপ ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণের অনেকাংশে (বিশেষ—মহারাষ্ট্র, কানাড়, মহীশূর ও পূর্ব কর্ণাটকে তাঁর অধিকার একচ্ছত্র হয়নি—ঐ অঞ্চলগুলির স্থানীয় নেতারা প্রজাদের ওপর স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব (দো-আম্‌লি) স্থাপন করেছিলেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে মোঘল সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ঘটে এবং এই বিশাল সাম্রাজ্য ২১টি প্রদেশে বিভক্ত হয়।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে—

১। The Mughal Empire — Bharatiya Vidya Bhavan, Ch. VIII and X.

২। Sir J. N. Sarkar — A Short History of Aurangzib.



তাজমহল—আগ্রা

শিবাজীর রাজ্য

(১৬৮০)

স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল

মানচিত্র সংখ্যা ২৫



শিবাজীর রাজ্য।

মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালের (১৬৫৮—১৭০৭) অন্যতম বিশিষ্ট ঘটনা হল মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর অভ্যুদয়ের ফলে মারাঠা জাতির অভ্যুত্থান। আচার্য্য যদুনাথের মতে শিবাজী পরমাণুর মত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে একটি শক্তিমান জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তিনিই আধুনিক আত্মসচেতন হিন্দুজাতির পূর্ণ অভিব্যক্তিলাভের দীক্ষাদাতা (দ্রষ্টব্য—Shivaji and His Times, P. 389 6th Ed)

বিজাপুর রাজ্যের সামান্য জায়গীরদার শাহজীর পুত্র শিবাজী (১৬২৭--১৬৮০) প্রথমে দক্ষিণের বিজাপুর প্রমুখ মুসলমান রাজ্যগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করে ও পরে বহু জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আওরঙ্গজীবের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীন মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিজাপুর, মোঘল ও পর্তুগীজ শক্তিকে বিপর্যস্ত করে শিবাজী যে রাজ্য স্থাপন করেন তা দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারিত ছিল। উত্তরে ধরমপুর (রামনগর) থেকে শুরু করে দক্ষিণে কারওয়ার পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র কোঙ্কন প্রদেশ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য এ এলাকায় পর্তুগীজ অধিকৃত দমন, সলসেট, বেসিন গোয়া, ইংরাজ অধিকৃত বোম্বাই ও আবিসিনিয়দের জাঞ্জিরা তাঁর অধিকারের বাইরে ছিল। এই অঞ্চলের পূর্ব দিকে তাঁর রাজ্য সীমা নাসিক ও পুণা জিলা পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং সমগ্র সাতারা রাজ্য ও কোলাহাপুরের অধিকাংশ তার অন্তর্গত ছিল। তাছাড়া পূর্বাঞ্চলে বেলারি, কোপালি, শিরা, বাঙ্গালোর, ভেলোর, অর্ণি, জিঞ্জি ও তাঞ্জোরের একাংশ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। নিজস্ব শাসনাধীন অঞ্চল ছাড়াও তিনি মোঘল ও বিজাপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী নামে দুটি কর সংগ্রহ করতেন।

শিবাজীর জীবনের মূল ঘটনা পঞ্জী—

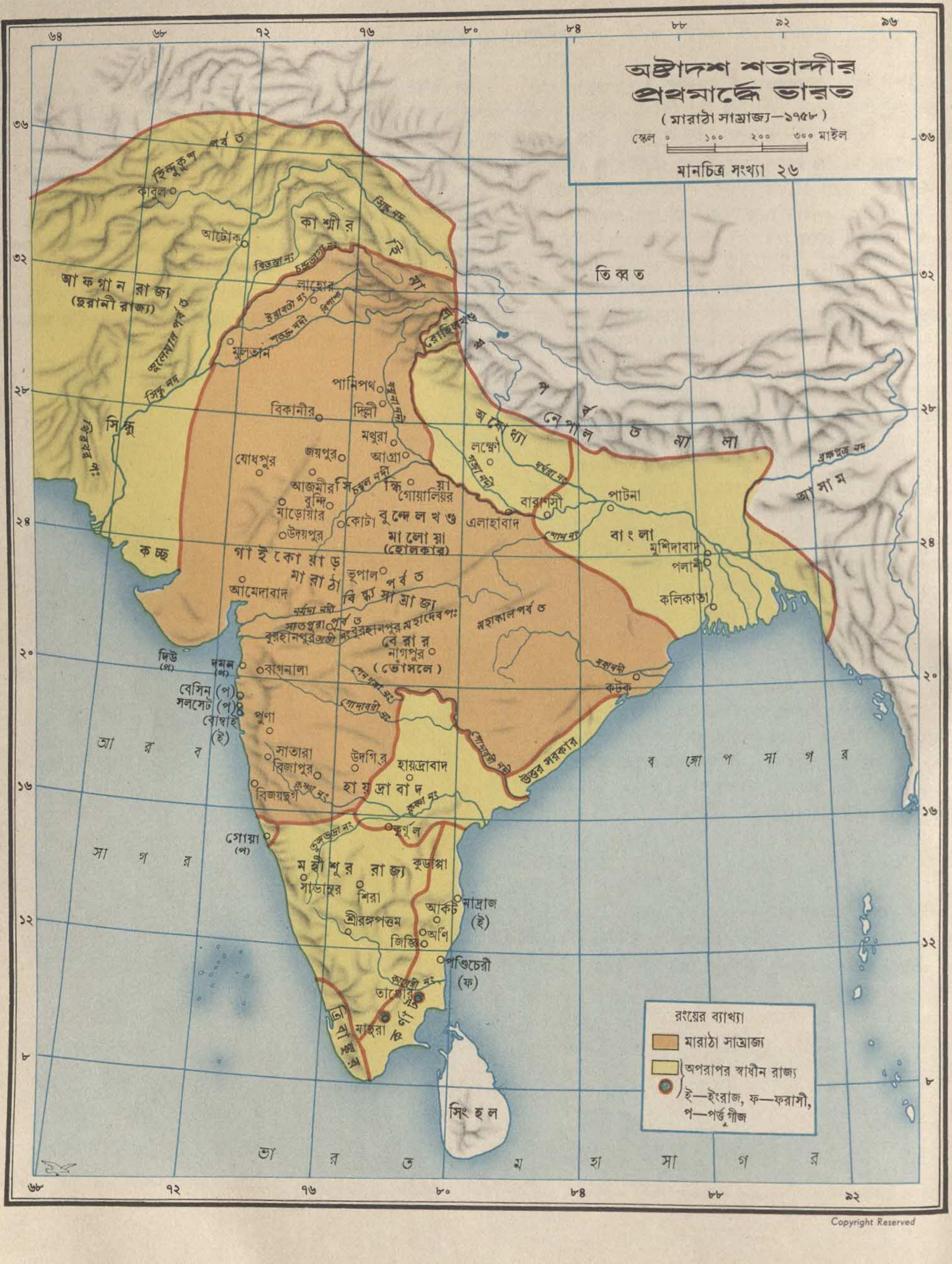
১৬২৭ খৃ: —শিবনের দুর্গে শিবাজীর জন্ম (১০ই এপ্রিল)।
১৬৪৬ ,, বিজাপুরের সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত ও তোরনা অধিকার।
১৬৪৮ ,, পুরন্দর দুর্গ অধিকার।
১৬৫৬ ,, —রায়গড় অধিকার।
১৬৫৯ ,, শিবাজীর নিকট আফজল খাঁর পরাজয় ও মৃত্যু। শিবাজীর পান্হালা অধিকার।
১৬৬০ খৃ: —মোঘল শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু।
১৬৬৩ ,, —মোঘল সুবাদার শায়েস্তাখাঁর পরাজয়।
১৬৬৪ ,, —শিবাজী কর্তৃক সুরাট লুন্ঠন।
১৬৬৫ ,, পুরন্দরের সন্ধি।
১৬৬৬ ,, আগ্রায় গমন, বন্দী জীবন ও পলায়ন (১৯শে আগষ্ট)।
রায়গড়ে প্রত্যাবর্তন (১২ই সেপ্টেম্বর)।
১৬৭০ ,, মোঘলদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ শুরু—সাফল্য।
১৬৭৪ ,, রায়গড়ে অভিষেক (৬ই জুন)—ছত্রপতি উপাধি ধারন।
১৬৭৬-৮০ খৃ:—তাঁর রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি (জিঞ্জি, ভেলোর ইত্যাদি জয়)।
১৬৮০ খৃ: —শিবাজীর মৃত্যু (৪ঠা এপ্রিল)।



শিবাজী

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজন বোধে—

১। The Mughal Empire — Bharatiya Vidya Bhavan, Ch. IX.
২। Sir J. N. Sarkar — Shivaji And His Times.


অষ্টাদশ শতাব্দীর
প্রথমার্দ্ধে ভারত
(মারাঠা সাম্রাজ্য—১৭৫৮)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ২৬
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
আটোক
কাশ্মীর
সিন্ধু নদ
আফগান রাজ্য
(দুরানী রাজ্য)
লাহোর
মুলতান
শতদ্রু নদী
সিন্ধু
কচ্ছ
তিব্বত
নেপাল
অযোধ্যা
লক্ষ্ণৌ
বারাণসী
পাটনা
এলাহাবাদ
আসাম
বাংলা
মুর্শিদাবাদ
পলাশী
কলিকাতা
পানিপথ
দিল্লী
বিকানীর
মথুরা
আগ্রা
যোধপুর
জয়পুর
আজমীর
বুন্দি
মাড়োয়ার
উদয়পুর
কোটা
গোয়ালিয়র
বুন্দেলখণ্ড
মালোয়া
(হোলকার)
গাইকোয়াড়
মারাঠা
আমেদাবাদ
ভূপাল
বিন্ধ্য পর্বত
মারাঠা সাম্রাজ্য
নর্মদা নদী
সাতপুরা পর্বত
মহাদেব পঃ
বুরহানপুর
বেরার
নাগপুর
(ভোঁসলে)
মহাকাল পর্বত
মহানদী
কটক
দিউ (প)
দমন (প)
বাগলানা
বেসিন (প)
সলসেট (প)
বোম্বাই (ই)
পুণা
গোদাবরী নদী
সাতারা
বিজাপুর
উদগির
হায়দ্রাবাদ
বিজয়দুর্গ
কৃষ্ণা নদী
উত্তর সরকার
গোয়া (প)
কুর্ণুল
মহীশূর রাজ্য
কুডাপ্পা
সাভানুর
শিরা
আর্কট
মাদ্রাজ (ই)
শ্রীরঙ্গপত্তম
জিঞ্জি
অর্ণি
পণ্ডিচেরী (ফ)
কাবেরী নদী
তাঞ্জোর
মাদুরা
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর
রংয়ের ব্যাখ্যা
মারাঠা সাম্রাজ্য
অপরাপর স্বাধীন রাজ্য
ই—ইংরাজ, ফ—ফরাসী,
প—পর্ত্তুগীজ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভারত।
(মারাঠা সাম্রাজ্য—১৭৫৮ খৃঃ)

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মারাঠাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হয় এবং মারাঠা সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ঘটে।

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শম্ভুজীর আমলে (১৬৮০–১৬৮৯) মারাঠা রাজ্য বিলুপ্ত হয়। কিন্তু, শম্ভুজীর পর থেকেই মারাঠা শক্তি শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামের আমলে (১৬৮৯–১৭০০) শান্তাজী ঘোড়পাড়ে ও ধনজী যাদবের নেতৃত্বে নতুন প্রাণশক্তি অর্জন করে এবং দক্ষিণ ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের ওপর চরম আঘাত হানে। অবশ্য পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের আগমনের পূর্ব পর্য্যন্ত গৃহ বিবাদে লিপ্ত থাকায় মারাঠা শক্তি সংহত হতে পারেনি।

পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩–১৭২০) দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি হুসেন আলি খাঁর সঙ্গে চুক্তি করে (১৭১৪)—শিবাজী শাসিত স্বরাজ্য (মারাঠা রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল) অঞ্চলকে শম্ভুজীর পুত্র শাহুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি মোঘল সুবা থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার অর্জন করে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে মারাঠা প্রাধান্য স্থাপন করেন, তিনি সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত হয়ে বাদশাহ ফারুকশিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করে মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং মারাঠা প্রাধান্য অর্জন করেন।

বালাজী বিশ্বনাথের পুত্র পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে (১৭২০–১৭৪০) দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তির বিস্তার ঘটে। তিনি ১৭২৫–১৭২৭ খৃঃ মহীশূর অঞ্চলে অভিযান করে সাফল্য অর্জন করেন। ১৭২৮ সালে নিজাম্-উল্-মুল্‌খ্‌কে পরাজিত করে বাজীরাও উত্তর ভারতের দিকে অগ্রসর হন। ১৭৩৬ সালে রাজপুতানায় উপস্থিত হয়ে মেবার ও জয়পুরের রাণাদের আনুগত্য ও বন্ধুত্ব লাভ করেন। ১৭৩৭ সালে পুনরায় অগ্রসর হয়ে দিল্লী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আক্রমণ চালান। ১৭৩৮ সালে ভুপালের কাছে নিজামকে পরাজিত করে মোঘল সম্রাটের কাছ থেকে মালব (মালোয়া) ও চম্বল নদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ লাভ করেন ও বুন্দেলখণ্ড অধিকার করেন। গুজরাট অঞ্চলে মারাঠা প্রভাব আগেই স্থাপিত হয়েছিল—বাজীরাও তা সুদৃঢ় করেন। ১৭৩৯ সালে পর্তুগীজদের কাছ থেকে সল্‌সেট ও বেসিন অধিকার করে নেন। বাজীরাও হিন্দু-পাদ্-পাদ্‌শাহীর বা যৌথ হিন্দু প্রাধানের স্বপ্ন দেখেছিলেন—তিনি মোঘল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ধ্বংস চাননি।

পেশোয়া বালাজী বাজীরাওয়ের আমলে (১৭৪০–১৭৬১) মারাঠা সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ঘটে। দক্ষিণে তিনি সালাবৎজঙ্গের (হায়দ্রাবাদ) কাছ থেকে বাগ্‌লানা ও খান্দেশ লাভ করেন এবং ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের সুযোগ নিয়ে শিরা, সাভানুর, কুর্ণুল ও কুডাপ্পা অধিকার করেন। ১৭৬০ সালের মধ্যে কৃষ্ণা নদীর দাক্ষিণে মারাঠা শক্তি বিস্তৃত হয় এবং ঐ বছরেই উদ্‌গীরের যুদ্ধে নিজামকে পরাজিত করার ফলে দক্ষিণে মারাঠা-শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হয়। পশ্চিম উপকূলে আংগ্রিয়াদের পরাজিত করে বিজয়দুর্গ লাভ করেন এবং পূর্ব দিকে রঘুজী ভোঁসলার প্রচেষ্টায় বাংলার নবাব আলিবর্দী খানকে পরাজিত করে উড়িষ্যা অধিকৃত হয়। মালোয়া, বুন্দেলখণ্ড, গুজরাট ও রাজপুতানার ওপরেও তাঁর প্রভুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। পেশোয়ার ভ্রাতা রঘুনাথ রাওয়ের নেতৃত্বে উত্তর ভারতে দুবার অভিযান প্রেরণ করা হয় (১৭৫৪–৫৬; ১৭৫৭–৫৮)। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অধিকৃত হয় এবং রঘুনাথ রাও পাঞ্জাবে প্রবেশ করে ঐ অঞ্চল থেকে আফগানদের বিতাড়িত করেন এবং চন্দ্রভাগা নদী পর্য্যন্ত মারাঠা অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক সরদেশাইয়ের মতে তিনি সিন্ধু নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে আটোক অধিকার করেন এবং আফগানদের কাছ থেকে কর আদায় করেন। মোঘল সম্রাট আহম্মদশাহের পরিবর্তে মারাঠারা দ্বিতীয় আলমগীরকে দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

উত্তর ভারতের এই সাফল্য অবশ্য স্বল্পকালেই বিলীন হয়ে যায়। কারণ ১৭৬১ সালে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে আহম্মদশাহ দুরাণীর কাছে মারাঠাদের শোচনীয় পরাজয়ের ফলে উত্তর ভারতে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হয় এবং ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। অবশ্য ঐতিহাসিক সরদেশাই মারাঠা পরাজয়কে তেমন শোচনীয় রূপে বর্ণনা করেননি। মারাঠা শক্তি যদিও পেশোয়া প্রথম মাধব রাওয়ের আমলে (১৭৬১–১৭৭২) পুনর্গঠিত হয় কিন্তু পানিপথের পূর্বে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা পুনরায় ফিরে আসেনি। মারাঠা সাম্রাজ্যের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে পার্সিভাল স্পীয়ারের অভিমত বিশেষ উল্লেখযোগ্য—তিনি বলছেন মারাঠা রাষ্ট্রের বীজ রোপিত হয়েছিল অরাজকতার মধ্যে, তার জন্ম হয়েছিল যুদ্ধের মধ্যে এবং তা প্রতিপালিত হয়েছিল সংঘর্ষের মধ্যে। তারা সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্বন্ধেই মনোযোগী ছিল, শাসনের বিষয়ে তেমন চিন্তা করে নি। (দ্রষ্টব্য : পৃঃ ৪৯৪–৪৯৫—Oxford History of India — 3rd Edition, Smith)।

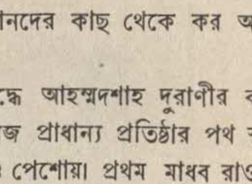
শিবাজীর মারাঠা সাম্রাজের শক্তির মূল উৎস ছিল—বিভিন্ন মারাঠা সেনানায়কদের নিয়ে গঠিত মারাঠা রাজ্য-সংঘের (Maratha Confederacy) প্রতিষ্ঠায়। মারাঠা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সেনানায়কদের মধ্যে জমি বিতরণের ব্যবস্থা থেকেই মারাঠা রাজ্য-সংঘের উদ্ভব ঘটে—যা স্পষ্টরূপ পায় বালাজী বিশ্বনাথের আমলে। প্রথম বাজীরাও ও বালাজী বাজীরাওয়ের সময় চারজন সেনানায়ক মারাঠা সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে নিজেদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল স্থাপন করেন—যেমন গুজরাটে গাইকোয়াড়, মালোয়ায় (ইন্দোর) হোলকার, বেরারে ভোঁসলে এবং গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়া।

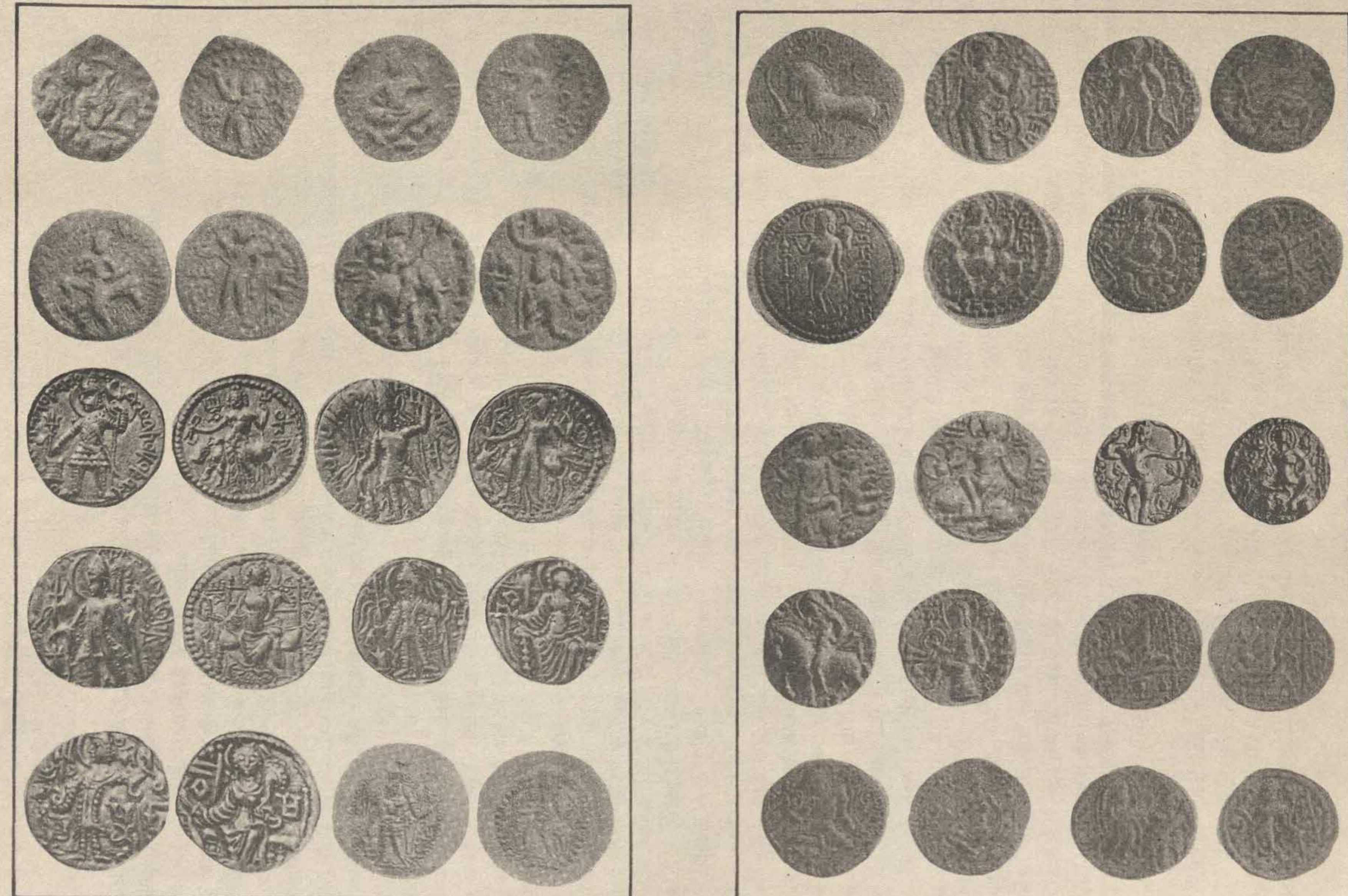
মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগে ঐ সাম্রাজ্যের প্রদেশপালরা অনেকগুলি স্বাধীন নবাব শাসিত রাষ্ট্রের পত্তন করেন তার মধ্যে নিজাম-উল্-মুলুখ্ স্থাপিত হায়দ্রাবাদ রাজ্য, আলিবর্দী খাঁ শাসিত বাংলা দেশ, নবাব সাদৎ আলি খান শাসিত অযোধ্যা ও রোহিলা আফগানদের শাসিত রোহিলখণ্ড প্রধান। দক্ষিণে স্বাধীন মহীশূরের উদ্ভবও মূল্যবান।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের শুরু থেকে দক্ষিণে কর্ণাট ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যকে কেন্দ্র করে ইংরাজ ও ফরাসীদের বিরোধ শুরু হয়ে যায় এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভাব বর্দ্ধিত হতে থাকে।

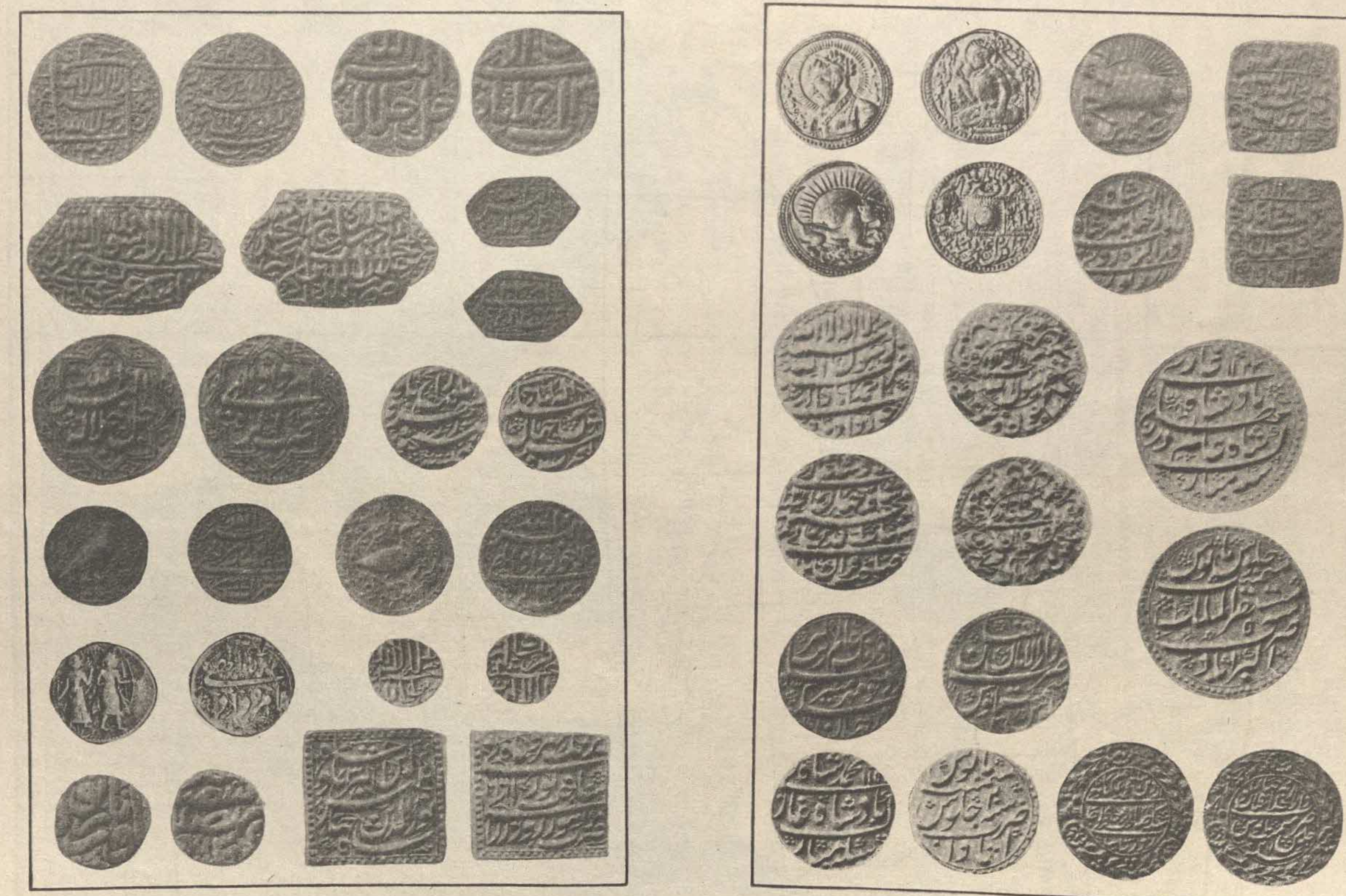
অতিরিক্ত পাঠ :—প্রয়োজন বোধে।

১। Sardesai —New History of the Marathas Vol. II.
২। Sir J. N. Sarkar —Fall of the Mughul Empire.
Vol I Ch-III, VI.
Vol II Ch-XVII-XXI.
৩। Sri H. N. Sinha—Rise of the Peshwas,—2nd Ed.

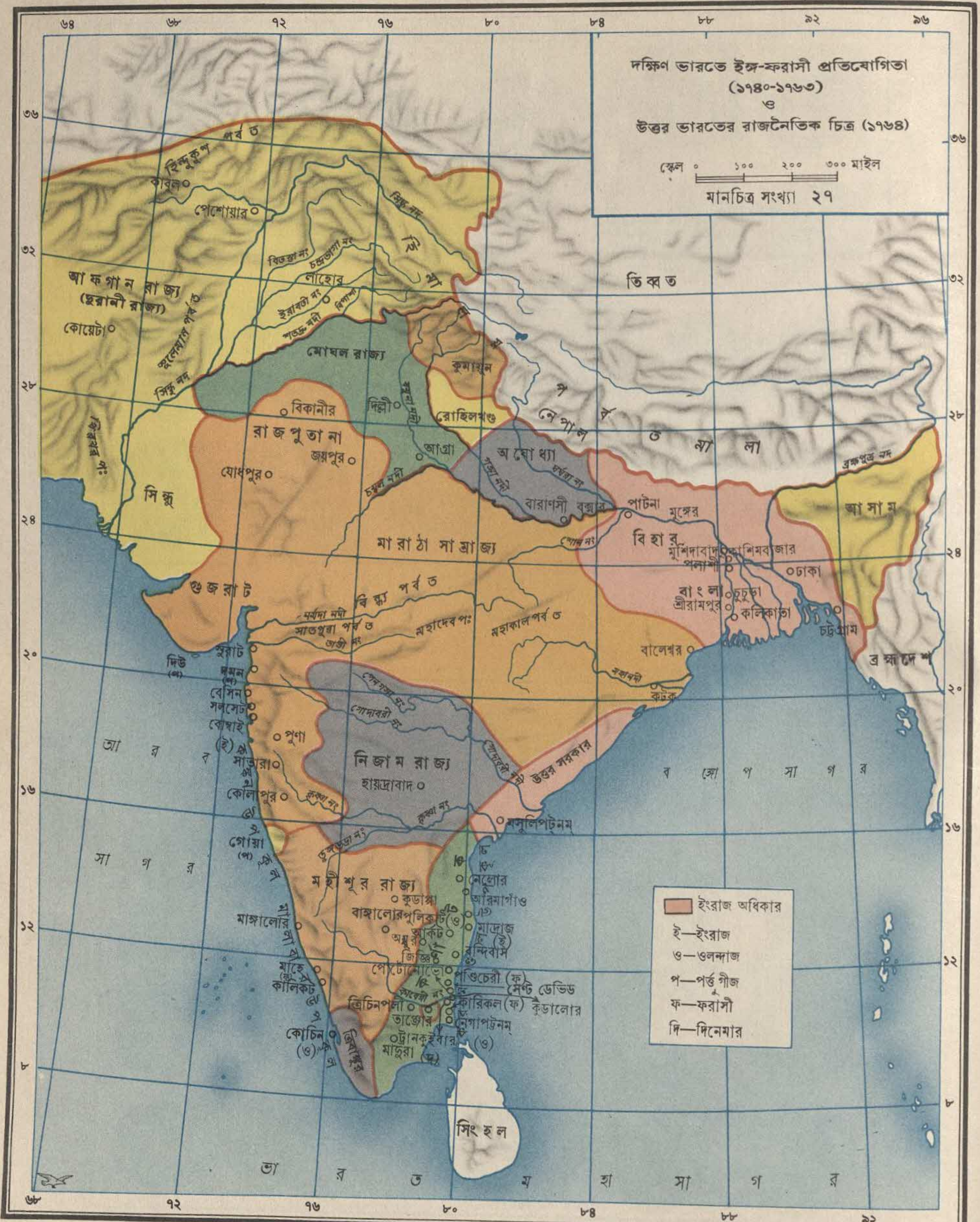

পেশওয়া, দ্বিতীয় বাজীরাও



কুষাণ ও গুপ্তযুগের মুদ্রা



মোঘল যুগের মুদ্রা


দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিযোগিতা
(১৭৪০-১৭৬৩)
ও
উত্তর ভারতের রাজনৈতিক চিত্র (১৭৬৪)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
মানচিত্র সংখ্যা ২৭
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
পেশোয়ার
আফগান রাজ্য
(দুরানী রাজ্য)
কোয়েটা
সুলেমান পর্বত
সিন্ধু নদ
লাহোর
বিতস্তা নঃ
চন্দ্রভাগা নঃ
ইরাবতী নঃ
শতদ্রু নদী
বিপাশা
মোঘল রাজ্য
কুমায়ুন
দিল্লী
রোহিলখণ্ড
আগ্রা
বিকানীর
রাজপুতানা
জয়পুর
যোধপুর
সিন্ধু
অযোধ্যা
চম্বল নদী
বারাণসী
বক্সার
পাটনা
মুঙ্গের
বিহার
তিব্বত
নেপাল
আসাম
ব্রহ্মপুত্র নদ
মারাঠা সাম্রাজ্য
মুর্শিদাবাদ
কাশিমবাজার
পলাশী
ঢাকা
বাংলা
চুচুড়া
শ্রীরামপুর
কলিকাতা
চট্টগ্রাম
ব্রহ্মদেশ
গুজরাট
বিন্ধ্য পর্বত
নর্মদা নদী
সাতপুরা পর্বত
মহাদেব পঃ
মহাকাল পর্বত
তাপ্তী নঃ
সুরাট
দিউ
দমন
বেসিন
সলসেট
বোম্বাই
বালেশ্বর
কটক
পুণা
নিজাম রাজ্য
হায়দ্রাবাদ
গোদাবরী নঃ
উত্তর সরকার
সাতারা
কোলাপুর
কৃষ্ণা নঃ
মসুলিপটনম
গোয়া
তুঙ্গভদ্রা নঃ
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
মহীশূর রাজ্য
নেল্লোর
কুডাপ্পা
আরিয়ার্গাঁও
বাঙ্গালোর
পুলিকট
মাদ্রাজ
আর্কট
আম্বুর
বন্দিবাস
জিঞ্জি
ম্যাঙ্গালোর
মাহে
কালিকট
পোর্টোনোভো
পণ্ডিচেরী (ফ)
সেন্ট ডেভিড
ত্রিচিনপল্লী
কাবেরী নঃ
কারিকল (ফ)
কুড্ডালোর
তাঞ্জোর
নেগাপট্টনম
ট্রানকুইবার
মাদুরা
কোচিন
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
ভারত মহাসাগর
ইংরাজ অধিকার
ই—ইংরাজ
ও—ওলন্দাজ
প—পর্তুগীজ
ফ—ফরাসী
দি—দিনেমার

দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিযোগিতা।

(১৭৪০—১৭৬৩)

১৭৪০ থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান ঘটনা।

প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধ ঃ ১৭৪০-১৭৪৮ ঃ ১৭৪০ সালে ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্র ধরে ভারতে ইংগ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। ১৭৪৬ সালে বৃটিশ নৌবহর কয়েকটি ফরাসী জাহাজ অধিকার করার ফলে বিরোধের শুরু হয়। ফরাসী গভর্নর ডুপ্লে নিজ শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মরিশাস্ থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠালেন এবং ফরাসী নৌ-সেনাপতি লাবুর্দনে নৌবহরসমেত করমণ্ডল কূলে উপস্থিত হয়ে ইংরাজ ঘাঁটি মাদ্রাজ অধিকার করে নিলেন। কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দীনের আশা ছিল ডুপ্লে মাদ্রাজ তাঁকে দেবেন, কিন্তু মাদ্রাজ না পেয়ে তিনি ফরাসী বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। মাইলাপুরের যুদ্ধে ১৭৪৬ সালে তাঁর বৃহৎ বাহিনী অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ফরাসী সৈন্যের কাছে পরাজিত হল। এরপর ডুপ্লে সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গ অধিকারের চেষ্টায় যেমন ব্যর্থ হলেন তেমনি ইংরাজ সেনাপতি বস্‌কাওয়েন পণ্ডিচেরী আক্রমণ করেও অকৃতকার্য হলেন। ইতিমধ্যে ১৭৪৮ সালে আইলা-চ্যাপেলের সন্ধির ফলে ইউরোপে যুদ্ধের অবসান হয় এবং ডুপ্লে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাদ্রাজ ফিরিয়ে দিয়ে শান্তি স্থাপন করতে বাধ্য হন। প্রথম কর্ণাটক যুদ্ধে বাহ্যিক পরিবর্তন তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও দুটি বিষয় স্পষ্টই প্রমাণিত হল—(১) দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় শক্তির সামরিক দুর্বলতা আর (২) নৌ-বলে বলীয়ান বিদেশী শক্তির সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাব্যতা।

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ ঃ ১৭৪৯-১৭৫৪ ঃ ফরাসী গভর্নর ডুপ্লে ভারতীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। ১৭৪৮ সালের পরেই হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকের সিংহাসন নিয়ে বিভিন্ন দাবিদারদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। ডুপ্লে কর্ণাটকে চাঁদাসাহেব ও হায়দ্রাবাদে মজফ্‌ফরজংয়ের সংগে যোগ দিয়ে আনোয়ারউদ্দীন ও নাসিরজংয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। ১৭৪৯ সালে আনোয়ারউদ্দীন পরাজিত ও নিহত হলে সমগ্র কর্ণাটক রাজ্য চাঁদাসাহেবের অধিকারভুক্ত হয়ে যায় এবং সেখানে ফরাসী প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। ইংরাজরা ফরাসী প্রভাব বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে হায়দ্রাবাদে নাসিরজং ও কর্ণাটকে আনোয়ারউদ্দীনের পুত্র মহম্মদআলির পক্ষ নেন। নাসিরজং ইংরাজ বাহিনীর দ্বারা পুষ্ট হয়ে কর্ণাটক আক্রমণ করেন এবং চাঁদাসাহেব পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মজফ্‌ফরজং নাসিরজংয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করেন কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই নাসিরজংয়ের মৃত্যু হলে ডুপ্লের সাহায্যে মজফ্‌ফরজংই হায়দ্রাবাদের সিংহাসন অধিকার করেন। ১৭৫১ সালে মজফ্‌ফরজংয়ের হত্যার পর ফরাসী সেনাপতি বুসী পূর্ববর্তী নিজাম আসাফ্‌জার তৃতীয় পুত্র সালাবৎজংকে হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে স্থাপনা করেন এবং কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদে ফরাসী প্রতিপত্তি স্থাপিত হয়।

ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ ত্রিচিনপল্লীতে অবস্থিত মহম্মদআলির সংগে যোগ দিয়ে ১৭৫১ সালে চাঁদাসাহেবকে পরাজিত করে আর্কট অধিকার করেন এবং মহম্মদআলিকে নবাবরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। ডুপ্লে যখন অপরাপর দেশীয় রাজ্যের সাহায্যে ইংরাজদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সংঘ রচনায় ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে ১৭৫৪ সালে ডুপ্লেকে স্বদেশে ফিরে যেতে হয়। ১৭৫৫ সালে উভয় দলের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়ার ফলে যুদ্ধের অবসান হয় এবং উভয় পক্ষই ভবিষ্যতে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের শেষে হায়দ্রাবাদে ফরাসী ও কর্ণাটকে ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

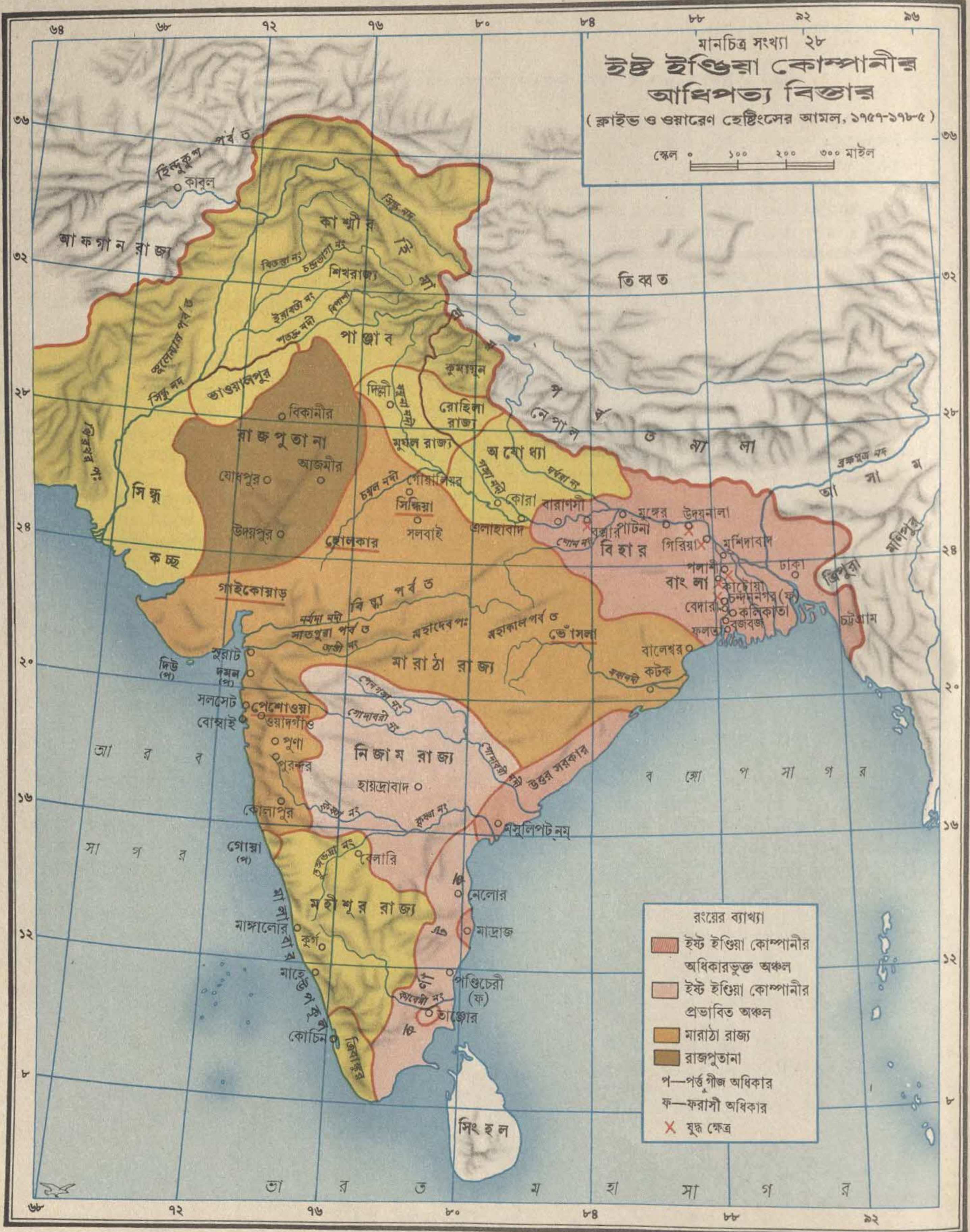
তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ ঃ ১৭৫৬-১৭৬৩ ঃ ১৭৫৬ সালে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হতেই ফরাসী সেনাপতি ল্যালী সেণ্ট ডেভিড্ দুর্গ অধিকার করেন এবং হায়দ্রাবাদের ফরাসী সেনাপতি বুসীর সংগে মিলিত হয়ে তাঞ্জোর রাজ্য আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। বুসীর অনুপস্থিতির সুযোগে হায়দ্রাবাদে বৃটিশ প্রভাব স্থাপিত হয় এবং নিজাম সালাবৎজং উত্তর সরকার অঞ্চল ইংরাজদের দান করেন। এরপর ১৭৬০ সালে স্যার আয়ার কুটের কাছে বন্দীবাসের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ল্যালী পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে আত্মসমর্পণে বাধ্য হন (১৭৬১) এবং ফরাসী সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে। ১৭৬৩ সালে প্যারিসের সন্ধির ফলে ভারতে ফরাসী ঘাঁটীগুলি প্রত্যর্পণ করা হলেও সেসব স্থানে সামরিক ঘাঁটী রচনার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধের শেষে (১৭৬৩) দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ প্রাধান্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ ভারতে বন্দীবাসের যুদ্ধে (১৭৬০) ও পূর্ব ভারতে পলাশী (১৭৫৭) ও বক্সারে (১৭৬৪) জয়লাভ করে ইংরাজ শক্তি দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তিতে পরিণত হল।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Cambridge History OF India, Vol. 5, Ch. V, VI, VIII



রবার্ট ক্লাইভ


মানচিত্র সংখ্যা ২৮
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তার
(ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল, ১৭৫৭-১৭৮৫)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
রংয়ের ব্যাখ্যা
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত অঞ্চল
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাবিত অঞ্চল
মারাঠা রাজ্য
রাজপুতানা
প—পর্তুগীজ অধিকার
ফ—ফরাসী অধিকার
যুদ্ধ ক্ষেত্র
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
আফগান রাজ্য
কাশ্মীর
শিখরাজ্য
পাঞ্জাব
তিব্বত
কুমায়ুন
দিল্লী
রোহিলা রাজ্য
মুঘল রাজ্য
অযোধ্যা
নেপাল
বিকানীর
রাজপুতানা
আজমীর
যোধপুর
সিন্ধু
উদয়পুর
কচ্ছ
গোয়ালিয়র
সিন্ধিয়া
সলবাই
হোলকার
এলাহাবাদ
কোরা
বারাণসী
মুঙ্গের
উদয়নালা
পাটনা
বিহার
গিরিয়া
মুর্শিদাবাদ
পলাশী
ঢাকা
ত্রিপুরা
বাংলা
কাটোয়া
চন্দননগর (ফ)
কলিকাতা
চট্টগ্রাম
গাইকোয়াড়
বিন্ধ্য পর্বত
নর্মদা নদী
সাতপুরা পর্বত
মহাদেব পঃ
মহাকাল পর্বত
ভোঁসলা
বালেশ্বর
কটক
মারাঠা রাজ্য
সুরাট
দিউ (প)
দমন (প)
সলসেট
পেশোওয়া
বোম্বাই
পুণা
নিজাম রাজ্য
হায়দ্রাবাদ
উত্তর সরকার
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
কোলাপুর
মসুলিপটনম
গোয়া (প)
বেলারি
নেলোর
মহীশূর রাজ্য
মাঙ্গালোর
কুর্গ
মাদ্রাজ
মাহে
পণ্ডিচেরী (ফ)
তাঞ্জোর
কোচিন
সিংহল
ভারত মহাসাগর

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য বিস্তার।

(১৭৫৭—১৭৮৫)

কর্ণাটক যুদ্ধের মাধ্যমে (১৭৪০—১৭৬৩) ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে প্রাধান্য বিস্তৃত হচ্ছিল বাংলাদেশে ক্লাইভের আগমনের পর থেকেই তার গতি দ্রুততর হল। সেই সময়ে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ একটি শক্তিশালী দল গঠন করতে পেরেছিল। সিরাজ নবাব হবার পরেই কলিকাতা অধিকার করেন (২০শে জুন, ১৭৫৬)। ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে মাদ্রাজ থেকে এসে কলিকাতা উদ্ধার করেন (৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭) এবং পলাশীর প্রান্তরে নবাবকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন (২৩শে জুন, ১৭৫৭)। ইংরাজরা মীরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে ২৪ পরগণার জমিদারী ও বাংলাদেশে কর্তৃত্ব স্থাপন করে ও তৃতীয় কর্ণাটক যুদ্ধে (১৭৫৬—১৭৬৩) ফরাসীদের পরাজিত করে উত্তর সরকার অঞ্চলটি দখল করে।

১৭৬০ সালে মীরজাফরকে সরিয়ে কোম্পানী মীরকাসিমকে নবাব করে। মীরকাসিম (১৭৬০—১৭৬৪) বুদ্ধিমান ও স্বাধীনচেতা ছিলেন। তিনি জানতেন কোম্পানীর সংগে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী—তাই মুর্শিদাবাদ থেকে রাজধানী মুঙ্গেরে সরিয়ে নিয়ে সামরিক শক্তির বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান হলেন। শেষ পর্যন্ত শুল্ক ব্যবস্থা নিয়ে কোম্পানীর সংগে তাঁর তীব্র বিরোধ দেখা দিল এবং তিনি দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম্ ও অযোধ্যার নবাবের সংগে মিলিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করেন। কিন্তু ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজরা জয়ী হয় এবং অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে এলাহাবাদ ও কোরাসমেত ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ লাভ করে। ক্লাইভ এলাহাবাদ ও কোরা এবং বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাদশাহ শাহ্ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন এবং বাংলার নবাবের সংগে চুক্তি হয় যে বছরে ৫৩ লক্ষ টাকা দিয়ে কোম্পানী বাংলার বাকি রাজস্ব নিজে গ্রহণ করতে পারবে। কোম্পানী রাজস্ব আদায়ের ভার নিল আর বাংলার নবাব নিজামত বা শাসন ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত হলেন এবং এইভাবে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা চালু হল (১৭৬৫)।

পরবর্তী গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় ১৭৭২ সালে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সমস্ত অধিকার কার্যত ও আইনত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হয়।

হেস্টিংসের আমলে (১৭৭২—১৭৮৫) কোম্পানীর বোম্বাই প্রদেশস্থ কর্তৃপক্ষ প্রথম মারাঠা যুদ্ধে (১৭৭৫—৮২) লিপ্ত হলে তাঁর হস্তক্ষেপে সলবাই-এর সন্ধিতে কোম্পানী মারাঠাদের কাছ থেকে সলসেট লাভ করে।

১৭৮০ থেকে কোম্পানীর মাদ্রাজ কর্তৃপক্ষ মহীশূরাধিপতি হায়দার আলির সংগে দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে (১৭৮০—৮৪) লিপ্ত হয়ে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং হেস্টিংসের হস্তক্ষেপের ফলে নষ্ট গৌরব উদ্ধার সম্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৪ সালে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধির ফলে উভয় পক্ষই পরস্পরের বিজিত অংশ প্রত্যর্পণ করে শান্তি স্থাপন করে।

১৭৮৫ সালের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এবং উত্তর সরকার, মাদ্রাজ, সলসেট ও বোম্বাই অঞ্চলে অধিকার স্থাপন করে। তাছাড়া নিজামশাসিত রাজ্য (হায়দ্রাবাদ), কর্ণাটক ও তাঞ্জোরেও কোম্পানীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Cambridge History OF India,
   Vol. 5, Ch. VII, IX, XIV, XV
2. History of Bengal—Calcutta University
   Sec. I, Ch. I, II



ওয়ারেন হেষ্টিংস


মানচিত্র সংখ্যা ২৯
ভারতে
বৃটিশ শক্তির বিস্তার
(১৭৮৬—১৮০৫)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
রংয়ের ব্যাখ্যা
বৃটিশ রাজ্য
অধীনতামূলক মিত্ররাজ্য
স্বাধীন রাজ্য
প…পর্তুগীজ অধিকার
ফ…ফরাসী অধিকার
যুদ্ধ ক্ষেত্র
আফগান রাজ্য
কাবুল
পেশোয়ার
কাশ্মীর
শিখরাজ্য
লাহোর
মুলতান
ভাওয়ালপুর
তিব্বত
নেপাল
রাজপুতানা
জয়পুর
যোধপুর
আজমীর
সিন্ধু
কচ্ছ
গাইকোয়াড়
হোলকার
সিন্ধিয়া
গোয়ালিয়র
মারাঠা রাজ্য
ভোঁসলা
দিল্লী
রামপুর
(রোহিলা রাজ্য)
অযোধ্যা
লক্ষ্ণৌ
গোরক্ষপুর
এলাহাবাদ
বারাণসী
পাটনা
বিহার
বাংলা
কলিকাতা
আসাম
মণিপুর
ত্রিপুরা
বালেশ্বর
কটক
নাগপুর
বারুচ
সুরাট
দিউ
(প)
দমন
(প)
বোম্বাই
সলসেট
বেসিন
পেশোওয়া
পুণা
আহাম্মদনগর
সাতারা
নিজাম রাজ্য
হায়দ্রাবাদ
উত্তর সরকার
গোয়া
(প)
বেলারি
কুডাপ্পা
মহীশূর
মাঙ্গালোর
বাঙ্গালোর
শ্রীরঙ্গপটনম্
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী
(ফ)
কালিকট
তাঞ্জোর
ডিণ্ডিগুল
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

ভারতে বৃটিশ শক্তির বিস্তার।

(১৭৮৬—১৮০৫)

কর্নওয়ালিস (১৭৮৬—১৭৯৩) ও ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালকে (১৭৯৮—১৮০৫) ভারতে বৃটিশ শক্তি বিস্তারের দ্বিতীয় স্তর বলা যেতে পারে আর এই যুগে মহীশূরের টিপু সুলতানের শক্তি ও মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধাচরণের ভেতর দিয়েই বৃটিশ শক্তি বিস্তৃত হয়।

অবশ্য কর্নওয়ালিস পিটের ভারত আইন অনুসারে (১৭৮৪) যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত না হতেই নির্দেশিত হয়েছিলেন কিন্তু কিছু-কালের মধ্যেই তিনি বুঝেছিলেন নিষ্ক্রিয়তার নীতি বজায় রাখা সম্ভব হবে না—আর তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মহীশূর অধিপতি টিপু সুলতানের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা খর্ব করা। টিপু সুলতানের যতটা বীরত্ব ছিল ততটা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল না, কারণ তিনি নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিদেশী ইংরাজদের বিরুদ্ধে কোন শক্তিসঙ্ঘ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন না বরং ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করে রাজ্যসীমা বর্ধিত করতে চাইলেন। কর্নওয়ালিস এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন এবং টিপুর বিরুদ্ধে নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৭৯০ সালে একটি মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। ইতিমধ্যে ১৭৮৯ সালে টিপু ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করেন এবং এই আক্রমণের অজুহাতে ও ত্রিবাঙ্কুরের সঙ্গে পূর্ব চুক্তি অনুসারে কর্নওয়ালিস মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ শুরু করলেন এবং এইভাবে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৭৯০—১৭৯২ সাল পর্যন্ত এই যুদ্ধ চলে এবং যুদ্ধের প্রথমাংশে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত টিপু পরাজিত হলেন এবং শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি অনুযায়ী (মার্চ ১৭৯২) মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজদের কাছে তাঁর রাজ্যের অর্ধেক ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। ইংরাজেরা পেল দিন্দিগুল, বরমহল ও মালাবার উপকূলস্থ অঞ্চল।

ওয়েলেস্‌লী (১৭৯৮—১৮০৫) প্রথম থেকেই সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি গ্রহণ করলেন এবং অধীনতামূলক মিত্রতার মাধ্যমে এই প্রসার সম্ভব করে তোলেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে চুক্তিবদ্ধ রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব যেমন কোম্পানী গ্রহণ করল তেমনি বৈদেশিক ও সামরিক নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ মিত্ররাজ্য সকল স্বাধীনতা হারাল।

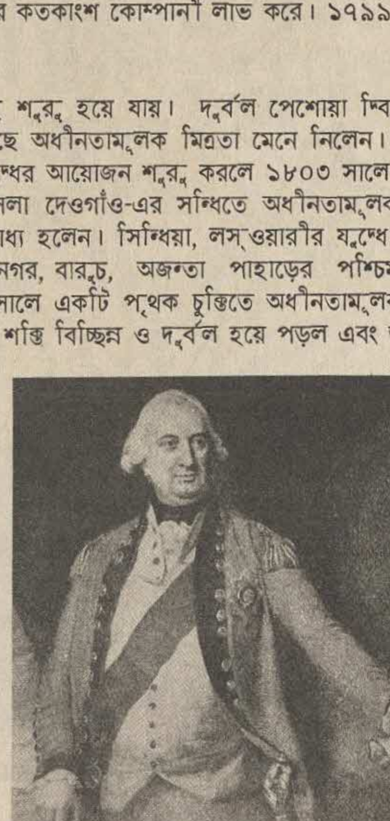
কর্নওয়ালিসের মত ওয়েলেসলীও জানতেন যে টিপু সুলতানই প্রধানতম শত্রু। টিপুর সঙ্গে ফরাসী শক্তির সংযোগ বৃদ্ধি পেলে বৃটিশ শক্তির বিস্তার বিঘ্নিত হতে পারে এমন আশঙ্কা তাঁর মনে ছিল যদিও এই শঙ্কার যথেষ্ট কারণ বাস্তবে হয়তো ছিল না। যাই হোক এই অমূলক আশঙ্কা থেকেই চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হল ১৭৯৯ সালে। সম্মিলিত নিজাম ও ইংরাজ শক্তির আক্রমণে টিপু পরাজিত ও নিহত হলে কানাড়া অঞ্চল ইংরাজরা অধিকার করে, মহীশূরের উত্তর-পূর্বের ভূভাগ নিজামকে দেওয়া হয় এবং রাজ্যের মূল অঞ্চলে প্রাচীন হিন্দু বংশ স্থাপনা করে ক্ষুদ্র ও ইংরাজদের উপর নির্ভরশীল দুর্বল মহীশূর রাজ্য বজায় রাখা হয়। নিজাম অধিকৃত অঞ্চলও পরে ১৮০০ সালে ইংরাজদের হস্তগত হয়।

অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে প্রথমেই দুর্বল হায়দ্রাবাদের নিজাম যোগদান করে ১৮০০ সালে। এরপর ১৮০১ সালে ঐ চুক্তি অনুসারে অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে গোরক্ষপুর, রোহিলখণ্ড ও দোয়াবের কতকাংশ কোম্পানী লাভ করে। ১৭৯৯ সালে তাঞ্জোর ও সুরাট রাজ্য দুটি ও ১৮০১ সালে কর্ণাটক রাজ্য অধিকার করা হয়।

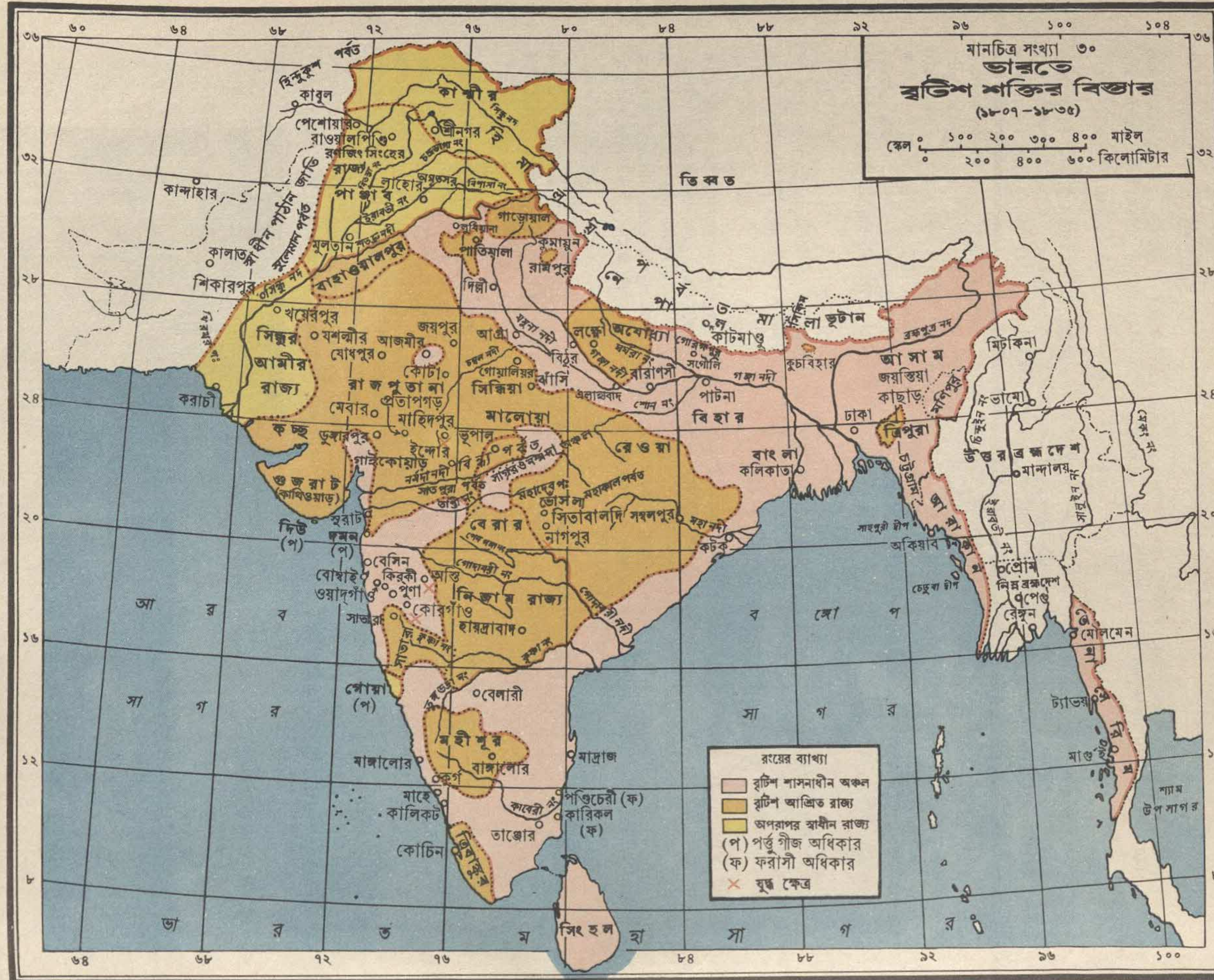
ওয়েলেসলীর আমলে বিভিন্ন মারাঠা নায়কদের মধ্যে আত্মঘাতী কলহ শুরু হয়ে যায়। দুর্বল পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও হোলকারের কাছে পরাজিত হয়ে বেসিনের চুক্তিতে ১৮০২ সালে ইংরাজদের কাছে অধীনতামূলক মিত্রতা মেনে নিলেন। পেশোয়ার এই দুর্বলতায় অপমানিত বোধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা বেসিনের চুক্তি অগ্রাহ্য করে যুদ্ধের আয়োজন শুরু করলে ১৮০৩ সালে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা সংগ্রাম বেধে যায়। অরগাঁও-এর যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়ে ভোঁসলা দেওগাঁও-এর সন্ধিতে অধীনতামূলক মিত্রতা মেনে নিলেন এবং ওয়ার্ধা নদীর পশ্চিমতীরস্থ অংশ, কটক ও বালেশ্বর ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। সিন্ধিয়া, লস্‌ওয়ারীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুরজী অর্জুনগাঁও-এর সন্ধিতে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল, আহম্মদনগর, বারুচ, অজন্তা পাহাড়ের পশ্চিমাঞ্চল, জয়পুর, যোধপুর ইত্যাদি স্থানের উত্তরাংশ ইংরাজদের হাতে ছেড়ে দিলেন এবং ১৮০৪ সালে একটি পৃথক চুক্তিতে অধীনতামূলক মিত্রতা মেনে নিলেন। এককথায় দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে (১৮০৩—১৮০৫) মারাঠা শক্তি বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ল এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে ইংরাজ শক্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে দৃঢ় পদক্ষেপ ঘটল।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Cambridge History OF India
   Vol. 5, Ch. XX, XXII
2. An Advanced History OF India—
   Majumdar, Raychaudhuri & Datta
   Part III, Book I, Ch. III, Sec. C ; IV



লর্ড কর্ণওয়ালিস্


মানচিত্র সংখ্যা ৩০
ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিস্তার
(১৮০৭–১৮৩৫)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ মাইল
০ ২০০ ৪০০ ৬০০ কিলোমিটার
রংয়ের ব্যাখ্যা
বৃটিশ শাসনাধীন অঞ্চল
বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য
অপরাপর স্বাধীন রাজ্য
(প) পর্তুগীজ অধিকার
(ফ) ফরাসী অধিকার
যুদ্ধ ক্ষেত্র
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
পেশোয়ার
রাওয়ালপিণ্ডি
রণজিৎ সিংহের রাজ্য
কাশ্মীর
শ্রীনগর
কান্দাহার
পাঞ্জাব
লাহোর
অমৃতসর
মুলতান
কালাত
শিকারপুর
বাহাওয়ালপুর
খয়েরপুর
সিন্ধুর আমীর রাজ্য
করাচী
যশল্মীর
যোধপুর
আজমীর
জয়পুর
কোটা
রাজপুতানা
প্রতাপগড়
মেবার
ডুঙ্গারপুর
মাহিদপুর
কচ্ছ
গুজরাট (কাথিওয়াড়)
দিউ (প)
দমন (প)
সুরাট
গাইকোয়াড়
ইন্দোর
ভূপাল
মালোয়া
সিন্ধিয়া
গোয়ালিয়র
আগ্রা
দিল্লী
পাতিয়ালা
গাড়োয়াল
কুমায়ুন
রামপুর
তিব্বত
নেপাল
লক্ষ্ণৌ
অযোধ্যা
বিঠুর
ঝাঁসি
এলাহাবাদ
বারাণসী
কাটমাণ্ডু
সগৌলি
ভূটান
কুচবিহার
পাটনা
বিহার
রেওয়া
বাংলা
কলিকাতা
ঢাকা
ত্রিপুরা
আসাম
জয়ন্তিয়া
কাছাড়
মণিপুর
মিটকিনা
ভামো
উত্তর ব্রহ্মদেশ
মান্দালয়
চট্টগ্রাম
আরাকান
আকিয়াব
সাহপুরী দ্বীপ
চেডুবা দ্বীপ
প্রোম
নিম্ন ব্রহ্মদেশ
পেগু
রেঙ্গুন
মোলমেন
টেনাসেরিম
ট্যাভয়
মাগুই
শ্যাম উপসাগর
বেরার
নাগপুর
ভোঁসলা
সম্বলপুর
কটক
মহানদী
বেসিন
বোম্বাই
কিরকী
পুণা
ওয়াদগাঁও
অস্তি
কোরগাঁও
সাতারা
নিজাম রাজ্য
হায়দ্রাবাদ
গোয়া (প)
বেলারী
মহীশূর
বাঙ্গালোর
মাঙ্গালোর
কুর্গ
মাহে
কালিকট
কোচিন
ত্রিবাঙ্কুর
তাঞ্জোর
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী (ফ)
কারিকল (ফ)
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

ভারতে বৃটিশ শক্তির বিস্তার।
(১৮০৭—১৮৩৫)

১৮০৭ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ শক্তির বিস্তার চারটি স্তরের ভেতর দিয়ে সম্ভব হয়েছিল।

প্রথম স্তরে লর্ড মিণ্টোর আমলে (১৮০৭—১৮১৩) পাঞ্জাবে অবস্থিত শতদ্রু নদীর দক্ষিণ তীরভূমিস্থ শিখ রাজ্যগুলি রণজিৎসিংহের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ভীত হয়ে ১৮০৯ সালে অমৃতসরের সন্ধির ফলে ইংরাজদের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হল এবং শতদ্রু পর্যন্ত বৃটিশ শক্তিসীমা বর্ধিত হল।

দ্বিতীয় স্তরে লর্ড হেস্টিংসের আমল (১৮১৩—১৮২৩) বিভিন্ন সাফল্যের ভেতর দিয়ে ভারতে বৃটিশ শক্তিকে সার্বভৌম শক্তিরূপে পরিণত করে।

১৮১৪ সালে সীমান্তরেখা সংক্রান্ত বিরোধ নেপালের সঙ্গে গুর্খা যুদ্ধের সৃষ্টি করে এবং যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে ১৮১৬ সালের সগৌলির সন্ধিতে সমগ্র কুমায়ুন-গাড়োয়াল ও তরাই-এর বৃহৎ অংশ বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়, এবং কাঠমাণ্ডুতে একজন বৃটিশ প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা হয়। পরের বছর সিকিমের সঙ্গেও মিত্রতার চুক্তি হয়।

১৮১৭—১৮১৯ সাল পর্যন্ত তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ চলে। পেশোয়া বাজীরাও, হোলকার, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া লর্ড হেস্টিংসের মারাঠা রাজ্যের বিষয়াবলীতে ক্রমাগত হস্তক্ষেপ নীতির প্রতিবাদে যুদ্ধ শুরু করেন। নাগপুরের যুদ্ধে ভোঁসলে, মাহিদপুরের যুদ্ধে হোলকার, কোরগাঁও ও অস্তির যুদ্ধে পেশোয়া পরাজিত হলে যুদ্ধের অবসান হয়। সিন্ধিয়া, ভোঁসলে ও হোলকারের স্বাধীনতা ও তাঁদের রাজ্যের আয়তন যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়। আজমীর হোলকারের হস্তচ্যুত হয় এবং পেশোয়া বাজীরাও গদীচ্যুত হয়ে বিঠুরে বন্দী জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। ক্ষুদ্র সাতারা রাজ্যে শিবাজীর এক বংশধরকে স্থাপনা করে মারাঠা জাতির প্রতি কিছু পরিমাণ সহানুভূতি দেখান হয়। এককথায় মারাঠা শক্তিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে হেস্টিংস বৃটিশ শক্তিকে অপ্রতিহত করে তোলেন।

এরপর রাজপুত রাজ্যগুলির ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। ইতিমধ্যে মারাঠা ও পিণ্ডারি আক্রমণের ফলে রাজপুত রাজ্যগুলি নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়েছিল—কাজেই বিভিন্ন সময়ে রাজপুত রাজ্যগুলির সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতার সন্ধিতে আবদ্ধ হতে হেস্টিংসের বেগ পেতে হয়নি। এর ফলে জয়পুর, যোধপুর, মেবার, ডুঙ্গারপুর, প্রতাপগড়, জয়শল্মীর, কোটা ইত্যাদি রাজ্যে বৃটিশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এরই সঙ্গে ভূপাল, বুন্দেলখণ্ড, কাথিয়াওয়াড় ও মালবের রাজ্যগুলিও অধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮১৫ খৃস্টাব্দে সিংহলে বৃটিশ অধিকার স্থাপিত হয়।

তৃতীয় স্তরে লর্ড আমহার্স্টের আমলে (১৮২৩—১৮২৮) প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের মাধ্যমে (১৮২৪—১৮২৬) আসাম ও আরাকান অঞ্চলে বৃটিশ শক্তির বিস্তার ঘটে। ব্রহ্মরাজ পাগিদোয়ার ক্রমবর্ধমান নীতির ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৮২১—২২ সালে আসাম, ব্রহ্ম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে যুদ্ধ বেধে যায়। প্রথমাংশে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মরাজ পরাজিত হন ও ১৮২৬ সালে ইয়ান্দাবু-র সন্ধিতে আসাম, আরাকান ও টেনাসেরিম অঞ্চল ইংরাজদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও মণিপুর অঞ্চলেও বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়।

চতুর্থ স্তরে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল (১৮২৮—১৮৩৫) বিভিন্ন সামাজিক সংস্কারের জন্য প্রসিদ্ধ। রাজ্য বিস্তার নীতির ক্ষেত্রে যদিও তিনি নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন তথাপি তাঁর আমলেই কাছাড় (১৮৩০), জয়ন্তিয়া অঞ্চল (১৮৩৫) ও কুর্গ (১৮৩৪) সরাসরি বৃটিশ শাসনভুক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়।

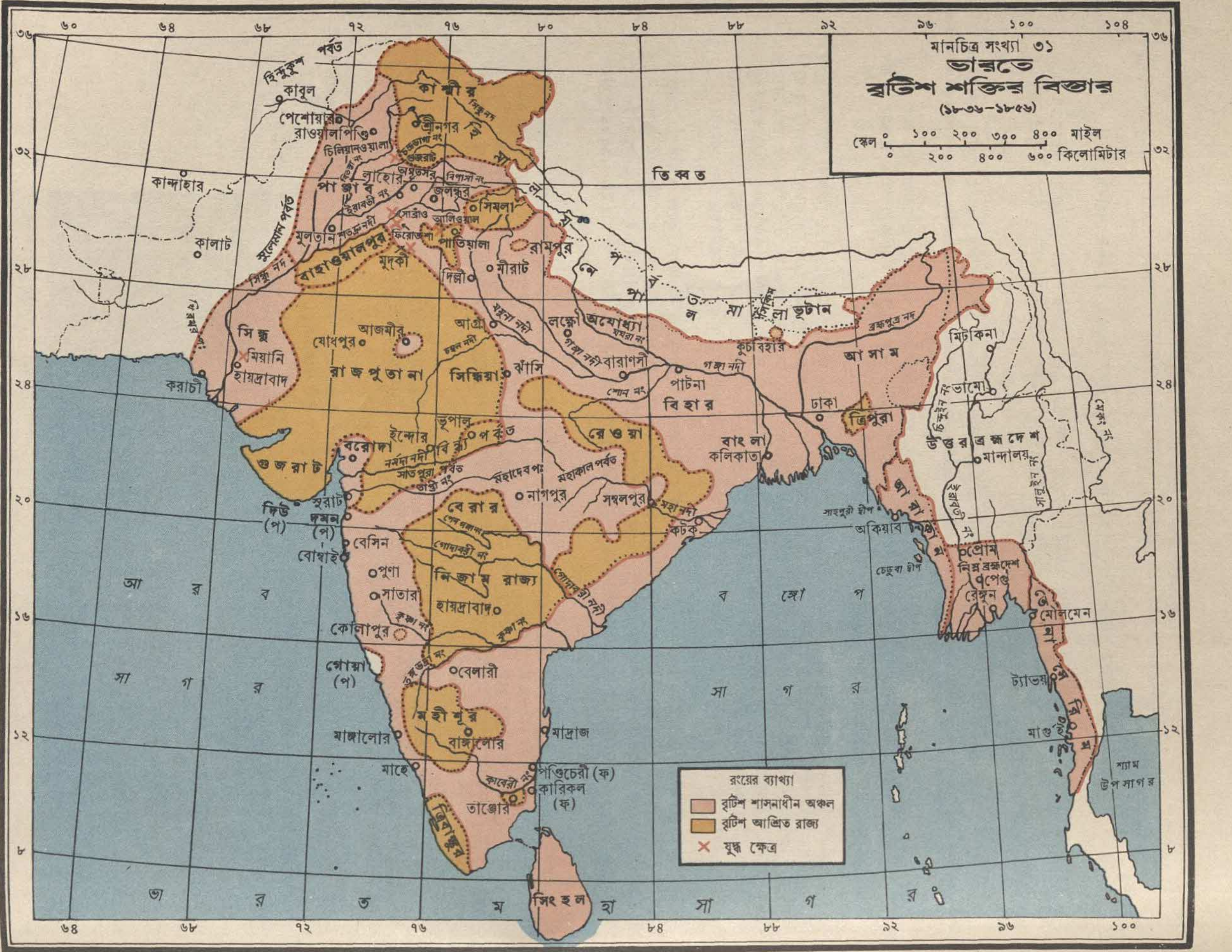
১৮৩৫ সালে ভারতে বৃটিশ রাজ্যসীমা উত্তরে কাশ্মীর, শতদ্রু নদীর উত্তরাংশস্থিত পাঞ্জাব অঞ্চল (রণজিৎসিংহের রাজ্য) ও পশ্চিমে মুসলমান আমীর শাসিত সিন্ধু রাজ্য ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Cambridge History OF India
   Vol. 5, Ch. XXII, XXIV, XXX, XXXI
2. British Paramountcy and Indian
   Renaissance, Part I, Bharatiya Vidya Bhavan
   Ch. II, III
3. An Advanced History OF India
   Majumdar, Raychaudhuri and Datta
   Part III, Ch. V



লর্ড হেস্টিংস্


মানচিত্র সংখ্যা ৩১
ভারতে
বৃটিশ শক্তির বিস্তার
(১৮৩৬–১৮৫৬)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ মাইল
০ ২০০ ৪০০ ৬০০ কিলোমিটার
রংয়ের ব্যাখ্যা
বৃটিশ শাসনাধীন অঞ্চল
বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য
যুদ্ধ ক্ষেত্র
তিব্বত
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
পেশোয়ার
রাওয়ালপিণ্ডি
কাশ্মীর
শ্রীনগর
চিলিয়ানওয়ালা
গুজরাট
লাহোর
অমৃতসর
পাঞ্জাব
জলন্ধর
সিমলা
কান্দাহার
কালাট
সুলেমান পর্বত
মুলতান
সোব্রাও
আলিওয়াল
ফিরোজশা
মুদকী
পাতিয়ালা
বাহাওয়ালপুর
রামপুর
দিল্লী
মীরাট
নেপাল
সিন্ধু
মিয়ানি
হায়দ্রাবাদ
করাচী
যোধপুর
আজমীর
রাজপুতানা
আগ্রা
সিন্ধিয়া
ঝাঁসি
লক্ষ্ণৌ
অযোধ্যা
বারাণসী
পাটনা
বিহার
কুচবিহার
ভূটান
আসাম
মিটকিনা
ভামো
ঢাকা
ত্রিপুরা
উত্তর ব্রহ্মদেশ
মান্দালয়
বাংলা
কলিকাতা
রেওয়া
ভূপাল
ইন্দোর
বরোদা
গুজরাট
নর্মদা নদী
সাতপুরা পর্বত
মহাদেব পঃ
মহাকাল পর্বত
নাগপুর
সম্বলপুর
মহানদী
কটক
বেরার
সুরাট
দিউ (প)
দমন (প)
বেসিন
বোম্বাই
পুণা
সাতারা
নিজাম রাজ্য
হায়দ্রাবাদ
গোদাবরী নদী
কোলাপুর
গোয়া (প)
বেলারী
মহীশূর
বাঙ্গালোর
মাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
মাহে
পণ্ডিচেরী (ফ)
কারিকল (ফ)
তাঞ্জোর
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
আকিয়াব
প্রোম
নিম্ন ব্রহ্মদেশ
পেগু
রেঙ্গুন
মোলমেন
ট্যাভয়
শ্যাম উপসাগর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর

ভারতে বৃটিশ শক্তির বিস্তার।

(১৮৩৬—১৮৫৬)

ভারতের যথার্থ ভৌগোলিক সীমানার ভেতর পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও সিন্ধু প্রদেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র অঞ্চল ১৮৩৫ সালের মধ্যেই বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। পূর্বোক্ত অঞ্চলগুলি ১৮৩৫—১৮৫৬ সালের মধ্যেই বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়।

১৮৪৩ সালে লর্ড এলেনবরার শাসনকালে (১৮৪২-৪৪)সার চার্লস নেপিয়ারের কাছে মিয়ানি ও দাবোর যুদ্ধে সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলে সিন্ধু প্রদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। ১৮৩১ সাল থেকেই সিন্ধু প্রদেশের গুরুত্ব ইংরাজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৮৩৮ সালে লর্ড অকল্যান্ডের আমলে একটি চুক্তিতে সিন্ধুর হায়দ্রাবাদে বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সমগ্র সিন্ধু অঞ্চল অধিকার করাই ছিল ইংরাজ সরকারের উদ্দেশ্য এবং সেইভাবেই উপরোক্ত যুদ্ধের ভেতর দিয়ে সিন্ধু প্রদেশ জয় করা হয়।

পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অধিকৃত হয় দুইটি শিখ যুদ্ধের মাধ্যমে। প্রথম শিখ যুদ্ধ ঘটে (১৮৪৫-৪৬) লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে (১৮৪৪—৪৮)। ১৮০৯ সালের অমৃতসরের সন্ধির ফলে শতদ্রু পর্যন্ত বৃটিশ রাজ্যসীমা বর্ধিত হয়েছিল—বাকি সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীর অঞ্চলে রণজিৎসিংহের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ১৮৩৯ সালে রণজিৎসিংহের মৃত্যুর সংগে সংগেই তাঁর রাজত্বে বিশৃংখলা শুরু হয়ে যায় এবং ক্রমশঃ শিখ সামরিক বাহিনীর সেনাপতিদের হাতে ক্ষমতা চলে যায়। পাঞ্জাবে এই ধরনের উচ্ছৃংখল সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে বৃটিশ সরকারও সচেতন হয়ে ওঠে এবং আসন্ন শিখ আক্রমণে শংকিত হয়ে ওঠে। পরস্পরের কার্যকলাপে উভয় দলের মধ্যেই আশংকা বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত শিখ সৈন্যদল শতদ্রু অতিক্রম করে ১৮৪৫ সালে যুদ্ধ শুরু করে কিন্তু শিখ সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায় পর পর চারটি যুদ্ধে যথা মুদকী (১৮৪৫) ফিরোজশা (১৮৪৫), আলিওয়াল (১৮৪৬) ও সোব্রাওঁ (১৮৪৬)—পরাজিত হয়ে ১৮৪৬ সালে লাহোরের সন্ধিতে জলন্ধর-দোয়াব ও ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হল। ক্ষতিপূরণে অক্ষমতার দরুন কাশ্মীর প্রদেশও ছেড়ে দিতে হল এবং ইংরাজ সরকার দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিখ সেনাপতি গোলাব সিংহের কাছে কাশ্মীর বিক্রি করে দিল। লাহোরে বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা হল এবং লাহোর সরকারের স্বাধীনতা নানা-ভাবে সঙ্কুচিত হল।

১৮৪৬ সালের লাহোর সন্ধির পর ভারতে বৃটিশ শক্তির বিস্তৃতি, ভারতীয় স্বাধীন রাজ্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটায় লর্ড ডাল-হৌসির শাসনকালে (১৮৪৮—১৮৫৬)।

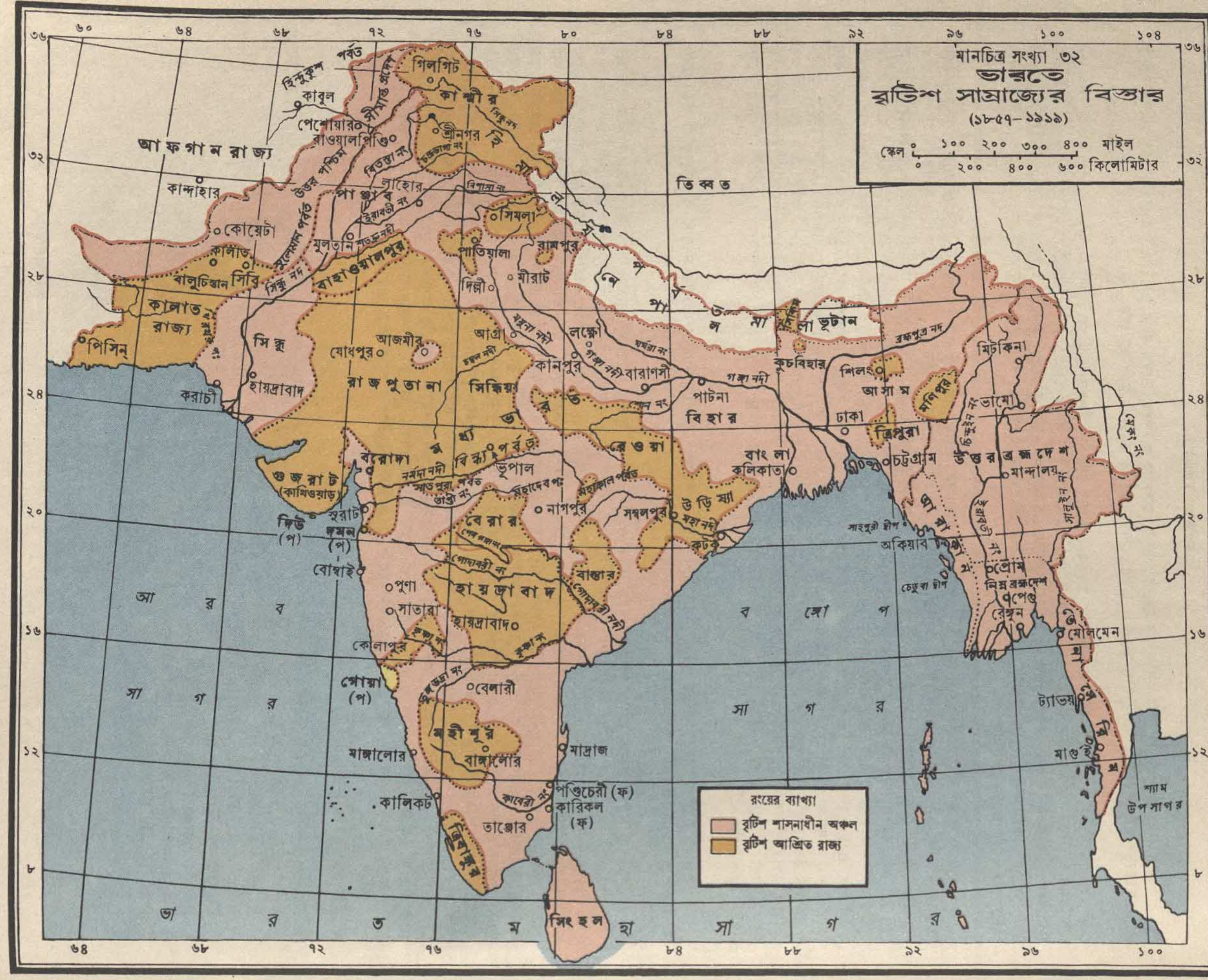
লর্ড ডালহৌসি রাজ্য বিস্তারের জন্যে দুটি যুদ্ধ ও একটি রাজ্য বিস্তার নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮৪৮ সালে মুলতানের শিখ শাসনকর্তা মুলরাজের কাছে লাহোরের বৃটিশ রেসিডেন্ট হিসাব দাবী করলে তিনি যে বিদ্রোহ করেন তাই থেকে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮—৪৯) আরম্ভ হয়। শিখ শক্তি চিলিয়ানওয়ালা যুদ্ধে (১৮৪৯) জয়লাভ করেও অল্পদিনের মধ্যেই গুজরাটের যুদ্ধে পরাজিত হয়। ফলে পাঞ্জাবের শিখ রাজ্য বিলুপ্ত করে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ডালহৌসির দ্বিতীয় সামরিক সাফল্য ঘটে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে। বর্মীদের হাতে কয়েকজন ইংরাজ বণিকের লাঞ্ছনার ক্ষতিপূরণ দাবী করাতে ডালহৌসি নৌবাহিনীর একজন নায়ক ল্যামবার্টকে রেঙ্গুনে প্রেরণ করেন। তাঁর অনুচরেরা সেখানে অপমানিত হলে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হয় (১৮৫২)। এ যুদ্ধে জয়লাভ করায় রেঙ্গুন ও প্রোম সহর এবং পেগু প্রদেশ ইংরাজদের অধিকারে আসে। ব্রহ্মদেশের অবশিষ্ট অংশ তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের পর ইংরাজ অধিকারে আসে। স্বত্ব বিলোপ নীতির ফলে প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী না থাকায় ডালহৌসি সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসী ও সম্বলপুর রাজ্যগুলি দখল করেন। তাছাড়া কুশাসনের অপরাধে অযোধ্যা রাজ্যও অধিকার করা হয়। এই সময়ের দেশীয় রাজ্যগুলিকে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করা হয়। তাদের মধ্যে তিনটি আঞ্চলিক বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। উত্তরে ছিল কাশ্মীর। দ্বিতীয় অঞ্চলের রাজ্যগুলি ছিল বাহাওয়ালপুর থেকে ইন্দোর অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এদের মধ্যে পূর্বে উড়িষ্যা পর্যন্ত অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যকে গণ্য করা হত। তৃতীয় অঞ্চলে ছিল দক্ষিণের তিনটি বৃহৎ আশ্রিত রাজ্য—হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও ত্রিবাংকুর এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Cambridge History OF India
   Vol 5, Ch. XXIX, XXX
2. British Paramountcy and Indian
   Renaissance, Part I, Bharatiya Vidya Bhavan
   Ch. IV, V, VIII, X
3. An Advanced History OF India
   Majumdar, Raychaudhuri and Datta
   Part III, Ch. IV and V



লর্ড ডালহৌসি



মানচিত্র সংখ্যা ৩২
ভারতে
বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার
(১৮৫৭–১৯১৯)
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ মাইল
০ ২০০ ৪০০ ৬০০ কিলোমিটার
রংয়ের ব্যাখ্যা
বৃটিশ শাসনাধীন অঞ্চল
বৃটিশ আশ্রিত রাজ্য
হিন্দুকুশ পর্বত
কাবুল
গিলগিট
কাশ্মীর
শ্রীনগর
পেশোয়ার
রাওয়ালপিণ্ডি
আফগান রাজ্য
কান্দাহার
কোয়েটা
কালাত
তিব্বত
পাঞ্জাব
লাহোর
সিমলা
পাতিয়ালা
রামপুর
মুলতান
বাহাওয়ালপুর
বালুচিস্তান
সিবি
কালাত রাজ্য
পিসিন্
সিন্ধু
হায়দ্রাবাদ
করাচী
দিল্লী
মীরাট
আজমীর
যোধপুর
রাজপুতানা
আগ্রা
লক্ষ্ণৌ
কানপুর
বারাণসী
সিন্ধিয়া
নেপাল
ভূটান
কুচবিহার
পাটনা
বিহার
শিলং
আসাম
মণিপুর
ঢাকা
ত্রিপুরা
ভামো
মিটকিনা
বাংলা
কলিকাতা
চট্টগ্রাম
উত্তর ব্রহ্মদেশ
মান্দালয়
রেওয়া
ভূপাল
বরোদা
গুজরাট
(কাথিওয়াড়)
দিউ
(প)
দমন
(প)
সুরাট
বোম্বাই
নাগপুর
বেরার
সম্বলপুর
উড়িষ্যা
কটক
অকিয়াব
প্রোম
নিম্ন ব্রহ্মদেশ
পেগু
রেঙ্গুন
মৌলমেন
পুণা
সাতারা
হায়দ্রাবাদ
বাস্তার
কোলাপুর
গোয়া
(প)
বেলারী
মহীশূর
বাঙ্গালোর
মাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
কালিকট
পণ্ডিচেরী (ফ)
কারিকল
(ফ)
তাঞ্জোর
ত্রিবাঙ্কুর
সিংহল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ভারত মহাসাগর
ট্যাভয়
মার্গুই
শ্যাম উপসাগর

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার।

(১৮৫৭—১৯১৯)

ভারতের ভৌগোলিক সীমানার ভেতর বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ১৮৫৬ সালের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলকে সুরক্ষিত করার বাসনাপ্রসূত ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান নীতি পশ্চিমে আফগানিস্তান ও পূর্বে ব্রহ্মদেশ অধিকার প্রচেষ্টায় রূপ পায়। ১৮৫৭—১৯১৯ সাল পর্যন্ত ইংরাজ পরিচালিত নীতি ঐ ক্রমবর্ধমান বাসনার ছাপ বহন করেছে।

একদিকে রুশ আতঙ্ক ও অপরদিকে সাম্রাজ্য সুরক্ষিত করার বাসনা সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে ভারতে ইংগ-আফগান সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করেছিল। তার ফলে পুরো পাঞ্জাব অধিকৃত হবার আগেই প্রথম আফগান যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৩৮—১৮৪২) লর্ড অক্ল্যান্ডের আমলে। এই যুদ্ধে সামরিক ক্ষেত্রে জয়ী হয়েও শেষ পর্যন্ত আফগানিস্তান অধিকার দূরে থাকুক সেখানে বৃটিশ বিদ্বেষই প্রসার লাভ করেছিল। লর্ড ক্যানিং থেকে (১৮৫৬) লর্ড লিটনের পূর্ব পর্যন্ত (১৮৭৬) ভারতে ইংরাজ শাসকেরা অক্ল্যান্ডের শোচনীয় ব্যর্থতা স্মরণ করে উগ্র নীতি গ্রহণ না করারই প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং অনেকেই আফগান শাসক শের আলীর সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখায় সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজ্‌রেলীর সুযোগ্য শিষ্য লিটনের আমলে (১৮৭৬—১৮৮০) আফগানিস্তানে ইংরাজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় যে অগ্রসর নীতি গ্রহণ করা হয় তারই ফলে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ (১৮৭৮—১৮৮১) শুরু হয়ে যায়। প্রথম স্তরে ইংরাজ সাফল্য ঘটলেও শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে আফগানিস্তান অধিকার করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য বৃটিশ রাজ্যের আয়তন পশ্চিমাংশে কালাত রাজ্য, কোয়েটা অঞ্চল, সিবি ও পিসিন জেলাসমেত বেলুচিস্তানের কিয়দংশ ও উত্তরে গিল্‌গিট্ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

আমীর আবদুর রহমান (১৮৮১—১৯০১) ও আমীর হাবিবুল্লার আমলে (১৯০১—১৯১০) বৃটিশ সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটলেও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আর হয়নি। কিন্তু আমীর আমানুল্লা বৃটিশ প্রভাব থেকে মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ রাজ্য আক্রমণ করলে (১৯১৯) লর্ড চেমসফোর্ডের আমলে তৃতীয় আফগান যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধে আমানুল্লা পরাজিত হন। রাওয়ালপিন্ডির সন্ধিতে আমীরকে দেয় বাৎসরিক করদান বন্ধ করা হয় এবং তাঁকে পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনা ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। অতএব আফগানিস্তান অধিকার করা সম্ভব না হলেও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, কালাত ও বেলুচিস্তান অধিকারের ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারত সীমান্ত সুরক্ষিত হয়।

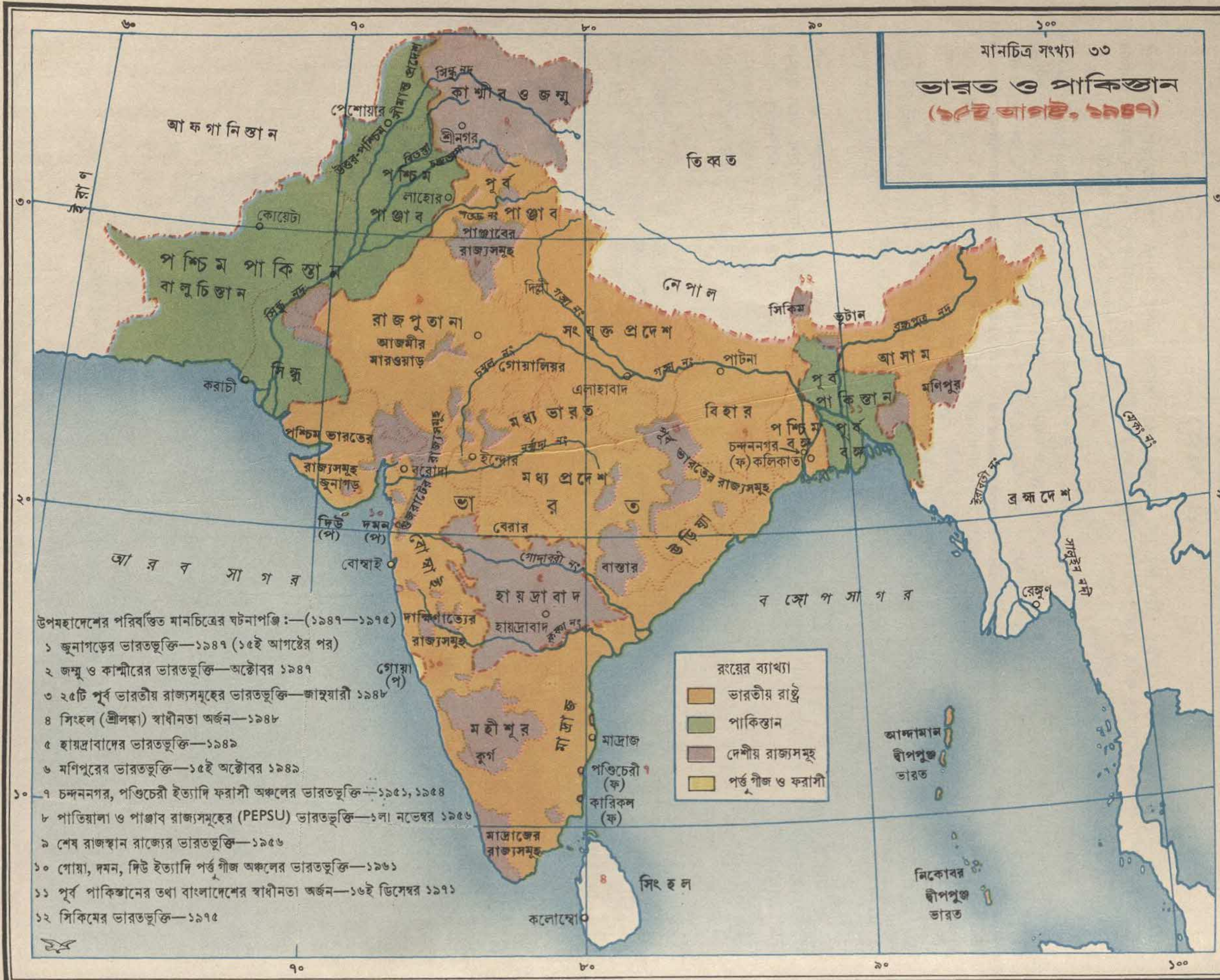
পশ্চিমে যেমন রুশ আতঙ্ক পূর্বে তেমনি ফরাসী-ভীতি ঐ অঞ্চলে বৃটিশ নীতিকে প্রভাবিত করেছিল। পূর্বে অনুষ্ঠিত দুটি ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে আরাকান ও দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ ইংরাজদের হস্তগত হয়। ১৮৮৫ সাল থেকে উত্তর ব্রহ্মে ফরাসী প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকায় লর্ড ডাফরীন সম্রাট থীবোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এই তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে জয়লাভ করে (১৮৮৫—১৮৮৬) উত্তর ব্রহ্মসমেত (মান্দালয় অঞ্চল) সমগ্র ব্রহ্মদেশ অধিকৃত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে আন্দামান ও ১৮৬৯ সালে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জগুলি অধিকৃত হয়।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Cambridge History OF India, Vol. 5, Ch. XXVIII
2. British Paramountcy And Indian Renaissance Part I, Bharatiya Vidya Bhavan Ch. VI, XXIV-XXVII



লর্ড লিটন্



মানচিত্র সংখ্যা ৩৩
ভারত ও পাকিস্তান
(১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭)
আফগানিস্তান
তিব্বত
নেপাল
সিকিম
ভুটান
চীন
পশ্চিম পাকিস্তান
বালুচিস্তান
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ
পেশোয়ার
কাশ্মীর ও জম্মু
শ্রীনগর
পশ্চিম পাঞ্জাব
লাহোর
পূর্ব পাঞ্জাব
পাঞ্জাবের রাজ্যসমূহ
কোয়েটা
সিন্ধু
করাচী
রাজপুতানা
আজমীর মারওয়াড়
দিল্লী
সংযুক্ত প্রদেশ
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
পাটনা
বিহার
আসাম
মণিপুর
পূর্ব পাকিস্তান
পশ্চিম বঙ্গ
পূর্ব বঙ্গ
চন্দননগর (ফ)
কলিকাতা
মধ্য ভারত
ইন্দোর
বরোদা
পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহ
জুনাগড়
মধ্য প্রদেশ
পূর্ব ভারতের রাজ্যসমূহ
ভারত
বেরার
উড়িষ্যা
দিউ (প)
দমন (প)
বোম্বাই
বাস্তার
হায়দ্রাবাদ
দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ
গোয়া (প)
মহীশূর
কুর্গ
মাদ্রাজ
পণ্ডিচেরী (ফ)
কারিকল (ফ)
মাদ্রাজের রাজ্যসমূহ
সিংহল
কলোম্বো
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
ব্রহ্মদেশ
রেঙ্গুন
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ভারত
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ভারত
রংয়ের ব্যাখ্যা
ভারতীয় রাষ্ট্র
পাকিস্তান
দেশীয় রাজ্যসমূহ
পর্তুগীজ ও ফরাসী
উপমহাদেশের পরিবর্তিত মানচিত্রের ঘটনাপঞ্জি :—(১৯৪৭—১৯৭৫)
১ জুনাগড়ের ভারতভুক্তি—১৯৪৭ (১৫ই আগষ্টের পর)
২ জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তি—অক্টোবর ১৯৪৭
৩ ২৫টি পূর্ব ভারতীয় রাজ্যসমূহের ভারতভুক্তি—জানুয়ারী ১৯৪৮
৪ সিংহল (শ্রীলঙ্কা) স্বাধীনতা অর্জন—১৯৪৮
৫ হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তি—১৯৪৯
৬ মণিপুরের ভারতভুক্তি—১৫ই অক্টোবর ১৯৪৯
৭ চন্দননগর, পণ্ডিচেরী ইত্যাদি ফরাসী অঞ্চলের ভারতভুক্তি—১৯৫১, ১৯৫৪
৮ পাতিয়ালা ও পাঞ্জাব রাজ্যসমূহের (PEPSU) ভারতভুক্তি—১লা নভেম্বর ১৯৫৬
৯ শেষ রাজস্থান রাজ্যের ভারতভুক্তি—১৯৫৬
১০ গোয়া, দমন, দিউ ইত্যাদি পর্তুগীজ অঞ্চলের ভারতভুক্তি—১৯৬১
১১ পূর্ব পাকিস্তানের তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন—১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১
১২ সিকিমের ভারতভুক্তি—১৯৭৫

১৯৪৭ সালের ভারত ও পাকিস্তান।

রামমোহন থেকে (১৭৭২) রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১) বিবেকানন্দ (১৮৬৩) আর সুরেন্দ্রনাথ, তিলক ও অরবিন্দ থেকে গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র (১৮৯৭) ভাবলোক ও কর্মক্ষেত্রে ভারত স্বাধীনতার দুটি শক্তি ধারার মিলিত ফল ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টে স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠায় সার্থকতা লাভ করল। ১৭৫৭র পলাশী প্রান্তরে যে অংকুর দেখা গিয়েছিল তা পর্যায়ক্রমে একশ' বছরের মধ্যে (১৮৫৭) বিশাল সাম্রাজ্যে রূপ নেয়; আর তারই প্রায় একশ' বছর পরে (১৯৪৭) সেই বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের সংগে সংগেই স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠা হল।

উত্তরকালের ঐতিহাসিকেরা ১৯৪৭র এই যুগসন্ধিক্ষণকে হর্ষ-বিষাদের অধ্যায়রূপেই হয়তো বর্ণনা করবেন। আনন্দের কারণ শুধু দীর্ঘদিনের পরাধীনতার অবসানেই নয়, গান্ধীজীর নেতৃত্বে বিনা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি অনুসারে এ স্বাধীনতা অর্জিত হল বলে।

আর বিষাদের কারণ—দীর্ঘদিনের ঐক্যবন্ধ ভারত রচনার শোচনীয় ব্যর্থতা। ভারতের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল খণ্ডিত হয়ে স্বাধীন পাকিস্তানের পত্তনে মুসলমান বা মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বৃটিশ যুগ বা আধুনিক যুগ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতির শোচনীয় সাফল্যের চরম প্রকাশ ঘটল। সমগ্র মুসলমান যুগ ধরে (একমাত্র আকবরের শাসনকাল ছাড়া—১৫৫৬—১৬০৫) যে বিভেদ রচনা করা হয় তারই সুযোগ নেয় ধূর্ত ইংরাজেরা। অবশ্য আধুনিক ইতিহাসের গতি বিরুদ্ধ ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা শুধুই বিদেশী ইংরাজের চক্রান্তের ফল কিনা সেকথা উত্তরকালের ঐতিহাসিকদের বিচার্য বিষয় হয়েই রইল।

মনলোকের প্রস্তুতির সংগে সংগে ভারতে যে স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েছিল কর্মক্ষেত্রে সেই আন্দোলনকে মোটামুটি চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জনক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ১৮৭৬ সালের ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের স্থাপনা থেকে (যা পরে ১৮৮৫ সালে স্থাপিত জাতীয় কংগ্রেসের সংগে মিলিত হয়েছিল) শুরু করে ১৯০৫ সাল হল প্রথম পর্যায়। এ যুগকে এককথায় আবেদন নিবেদনের ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনার যুগ বলা চলে। ১৯০৫ থেকে স্বদেশী আন্দোলনের যুগ শুরু হয় এবং ১৯১৯ সাল পর্যন্ত এই দ্বিতীয় পর্যায় চলতে থাকে। এ যুগে যে শুধু স্বায়ত্তশাসনের আদর্শই ছিল তা নয়, নিয়মতান্ত্রিক পথ ছাড়া (যেমন উগ্র জাতীয়তাবাদ) অন্য পথেও পূর্ণ স্বরাজপ্রাপ্তির আদর্শ গড়ে ওঠে। ১৯১৯ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বের সংগে সংগে তৃতীয় পর্যায় বা অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের যুগ শুরু হয়। যে আন্দোলন সর্বভারতীয় ও সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়েছিল গান্ধীজীই ছিলেন তার পুরোধা। এরই শেষ পর্যায়ে আইন অমান্য আন্দোলনের চাপে পড়ে ১৯৩৫ সালের ভারত-আইন সৃষ্টি হয়। চতুর্থ ও শেষ পর্যায়ের কাল হল ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ সাল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে ১৯৪২র ভারত ছাড় আন্দোলন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের নব প্রেরণা অপরাপর কারণগুলির সংগে মিলিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে শেষ পর্যায়ে সার্থক করে তোলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত (১৯৩৯—৪৫) আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার ফলও এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

এ সংগ্রামের আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল প্রায় প্রথম পর্যায় থেকেই বৃহত্তর মুসলমান সমাজের (মুষ্টিমেয় উদারপন্থী স্বাধীনতাকামী ছাড়া) সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের ভিত্তিতে আন্দোলন চালনা করা। ১৮৪৩ সালে লর্ড এলেনবরা হিন্দু-মুসলমানের বিভেদের ভেতর দিয়ে বৃটিশ স্বার্থ বজায় রাখার যে পথ দেখেছিলেন ১৮৭৫ সালে সার সৈয়দ আহ্মেদের প্রতিষ্ঠিত আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠায় ও ১৯০৬ সালে আগাখাঁর পৃথক নির্বাচনের দাবীতে তা পুষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত মহম্মদ আলি জিন্না ও সাহেদ্ সুরাবর্দীর অনুষ্ঠিত ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (direct action) ঘটনাবলীতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

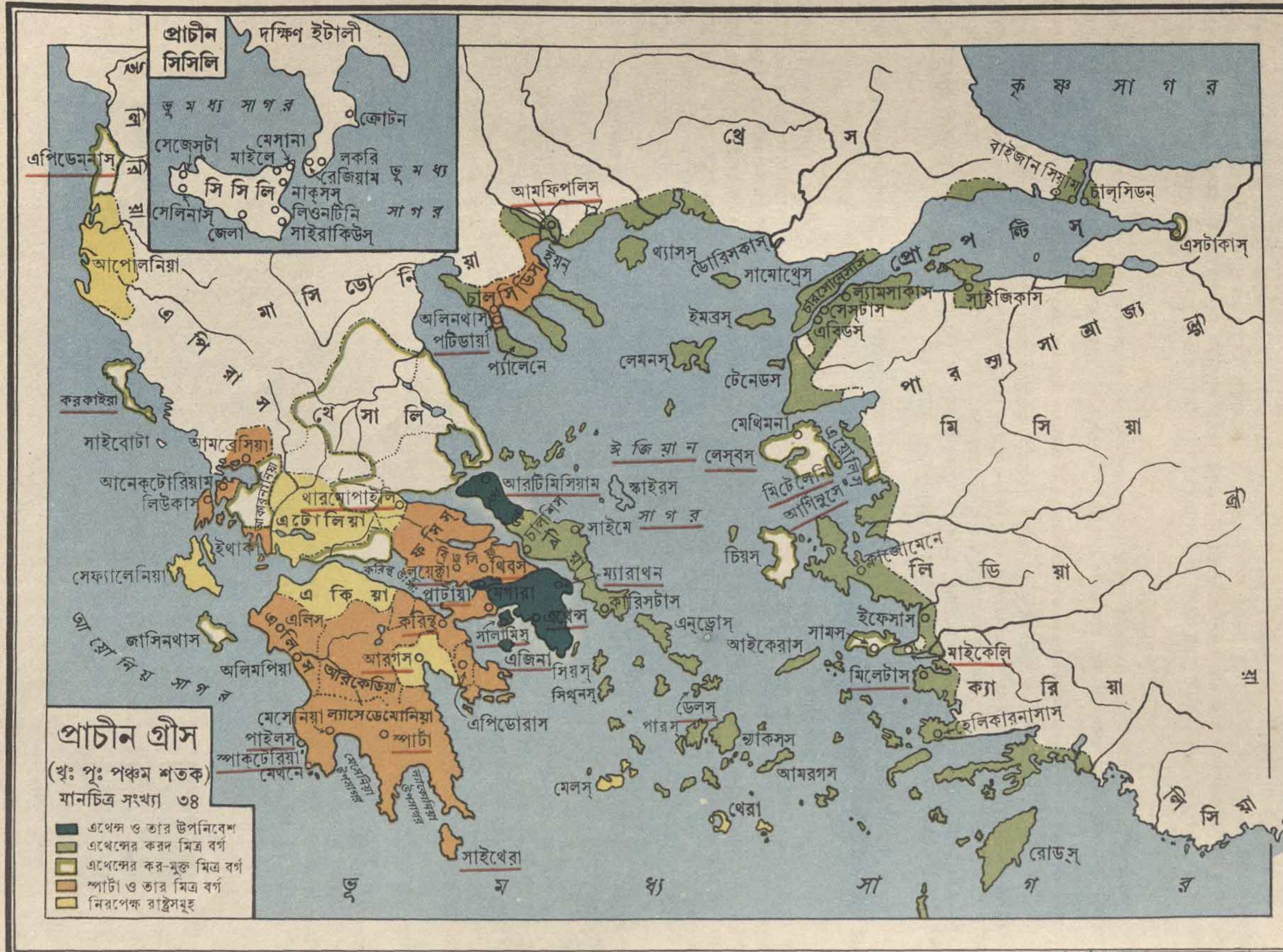
1. New Cambridge Modern History,
   Vol. XII, Ch. IV, Sec. 2
2. Struggle for Freedom—Bharatiya Vidya Bhavan—
   Ch. I-IV, VI, IX, XI-XII, XXVII-XXVIII, XXXIII



মহাত্মা গান্ধী



নেতাজী



প্রাচীন গ্রীস
(খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক)
মানচিত্র সংখ্যা ৩৪
এথেন্স ও তার উপনিবেশ
এথেন্সের করদ মিত্র বর্গ
এথেন্সের কর-মুক্ত মিত্র বর্গ
স্পার্টা ও তার মিত্র বর্গ
নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ
প্রাচীন সিসিলি
দক্ষিণ ইটালী
ভূ ম ধ্য সা গ র
ক্রোটন
সেজেস্টা
মেসানা
মাইলে
লকরি
রেজিয়াম
সি সি লি
নাক্সস্
সেলিনাস্
লিওনটিনি
জেলা
সাইরাকিউস্
কৃ ষ্ণ সা গ র
থ্রে স
বাইজানসিয়াম
চাল্সিডন্
এপিডেমনাস্
আমফিপলিস্
প্রো প ন্টি স্
এসটাকাস্
থ্যাসস্
ডোরিসকাস্
সামোথ্রেস
আপোলনিয়া
ম্যা সি ডো নি য়া
চালসিডিস
অলিনথাস্
পটিডায়া
প্যালেনে
ইমব্রস্
ল্যামসাকাস
সেস্টাস
এবিডস্
সাইজিকাস
লেমনস্
টেনেডস
পা র স্য সা ম্রা জ্য
এ পি রা স
করকাইরা
থে সা লি
মেথিমনা
মি সি য়া
সাইবোটা
আমব্রেসিয়া
ই জি য়া ন সা গ র
লেসবস্
আনেকটোরিয়াম
লিউকাস্
থারমোপাইলি
আরটিমিসিয়াম
স্কাইরস
মিটেলেনি
আর্গিনুসে
এটোলিয়া
ইথাকা
সাইমে
চিয়স্
ক্লাজোমেনে
লি ডি য়া
সেফ্যালেনিয়া
লুয়েক্ট্রা
থিবস
ম্যারাথন
প্লাটায়া
মেগারা
এ কি য়া
এথেন্স
কারিসটাস
এলিস
করিন্থ
সালামিস্
এনড্রোস্
আইকেরাস
সামস
ইফেসাস
জাসিনথাস
আইওনিয়ান সাগর
অলিমপিয়া
আরগস
এজিনা
সিয়স্
সিথ্নস্
মাইকেলি
মিলেটাস
ক্যা রি য়া
আরকেডিয়া
ডেলস্
মেসেনিয়া
ল্যাসেডেমোনিয়া
এপিডোরাস
পারস্
হেলিকারনাসাস্
পাইলস
স্পার্টা
ন্যাকসস
স্পাকটেরিয়া
মেথনে
আমরগস
মেলস্
থেরা
লি সি য়া
সাইথেরা
রোডস্
ভূ ম ধ্য সা গ র

প্রাচীন গ্রীস।

(খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক)

ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মস্থান হল গ্রীস আর প্রাচীন গ্রীক্ সভ্যতার সূচনা হয়েছিল (ক্রীট দ্বীপকে অবলম্বন করে) আ: খৃ: পূ: ৩০০০ অব্দে (মানচিত্র সংখ্যা ১ দ্রষ্টব্য)।

রাজনৈতিক দিক থেকে গ্রীক-ইতিহাস হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রের ইতিহাস, ঐক্যবদ্ধ একটি রাষ্ট্রের ইতিহাস নেই। আর এর কারণ মূলত গ্রীসের ভৌগোলিক গঠন—পর্বতসঙ্কুল ও বহু অঞ্চলে বিভক্ত থাকায়—ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মনোভাব গ্রীসে গড়ে ওঠেনি—যদিও ঐক্যের কতকগুলি মূলসূত্র (Bonds of union) ছিল।

খৃ: পূ: পঞ্চম শতক হল গ্রীক সভ্যতার স্বর্ণযুগ। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উভয়ক্ষেত্রে এ যুগের সাফল্য অসাধারন। স্থাপত্য শিল্পে Phidias ও Ictinus, নাটকে Sophocles, Aeschylus, Euripides, Aristophanes, ইতিহাসে Herodotus, Thucydides, দর্শনে ও চিন্তায় Socrates ও Plato, বিজ্ঞান চিন্তায় Leucippus এ যুগকে গৌরবের চরম শিখরে স্থাপন করেছেন। এ যুগের বর্ণনা দিতে গিয়ে Zimmern বলেছেন এর আগে বা পরে এরকম সফল অধ্যায় মানব ইতিহাসে আর ঘটে নি।

রাজনৈতিক দিক থেকে এ যুগের তিনটি মূল ঘটনা লক্ষণীয়—(১) ক্ষুদ্র ও বিভক্ত গ্রীসের ওপর বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের আক্রমণ ও পরাভব (খৃ: পূ: ৪৯০—৪৭৯ অব্দ)। (২) নগর রাষ্ট্র এথেন্সের নেতৃত্বে এথেনীয় স্থল ও দ্বীপময় সাম্রাজ্য (Confederacy of Delos) রচনা (খৃ: পূ: ৪৭৯—৪৫০ অব্দ)। (৩) স্পার্টার নেতৃত্বে এথেনীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিরোধিতা ও পেলপনেসিয় যুদ্ধের মাধ্যমে এথেনীয় সাম্রাজ্যের পতন (খৃ: পূ: ৪৫০—৪০৪ অব্দ)।

এই তিন অঙ্ক নাটকের নায়ক ছিল পরস্পর বিরোধী দুটি রাষ্ট্র— এথেন্স আর স্পার্টা, এথেন্স গণতান্ত্রিক, স্পার্টা রাজ ও অভিজাত শাসিত, একটি জীবনধর্মী গতিশীল, অপরটি সংরক্ষণশীল সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভাবাপন্ন—এই বিপরিতের সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য্য আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নগর-রাষ্ট্র করিন্থ ও এথেন্সের বানিজ্যিক দ্বন্দ। পেলপনেসিয় যুদ্ধের এদুটি ছিল মূল কারণ।

গ্রীক সভ্যতায় এথেন্সের অবদান ছিল অসাধারণ আর তার মূলে ছিল প্রাণশক্তি সম্পন্ন আদর্শ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। Solon, Cleisthenes আর Pericles ছিলেন এই গনতন্ত্রের তিন রচয়িতা। Pericles শুধু এথেনীয় গণতন্ত্রকেই সার্থক করেন নি—তিনি এথেন্সকে করেছিলেন গ্রীক্ সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি (School of Hellas)—তাই এ যুগের অপর নাম 'পেরিক্লিয় যুগ'।

গ্রীক-ইতিহাসের মূল্যবান ঘটনাবলী :—

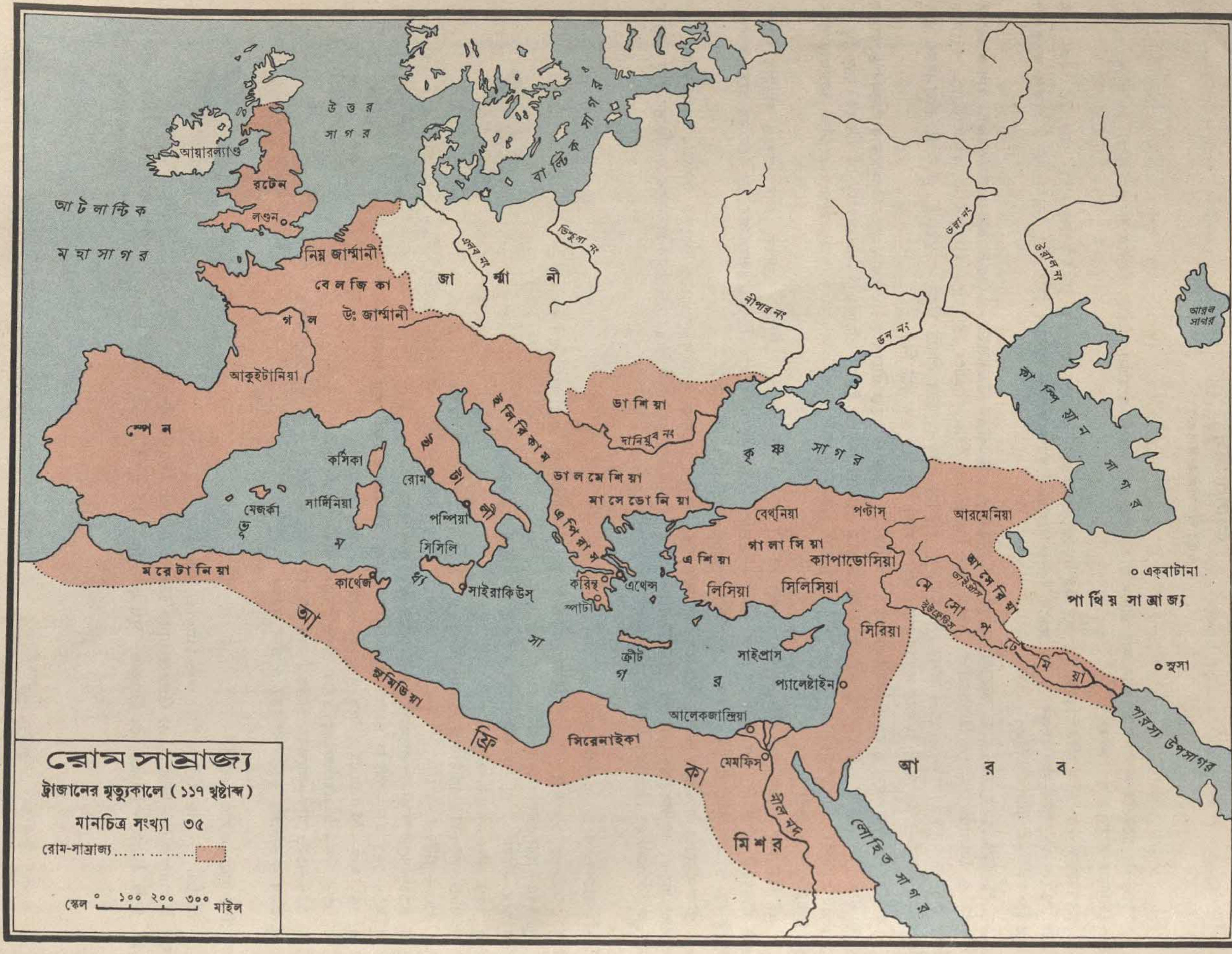
খৃ: পূ: ৩০০০—১১০০ অব্দ—প্রাচীন 'মিনোয়ান' (ক্রীট, ট্রয় ও মাইসিনিকে কেন্দ্র করে) সভ্যতা।
খৃ: পূ: ৭৭৫—প্রথম ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান।
খৃ: পূ: ৭০০—চিয়স দ্বীপের অন্ধ কবি হোমার কর্তৃক ইলিয়াড ও ওডিসি রচনা।
খৃ: পূ: ৪৯০ অব্দ—ম্যারাথনের যুদ্ধ
খৃ: পূ: ৪৮০ অব্দ—থারমোপাইলি ও স্যালামিসের যুদ্ধ। গ্রীসের নিকট পারস্যের পরাজয়।
খৃ পূ: ৪৭৯—প্লাটিয়ার যুদ্ধ।
খৃ: পূ: ৪৩১—৪০৪ অব্দ—পেলপনেসিয় যুদ্ধ—এথেনীয় সাম্রাজ্যের পতন।
খৃ: পূ: ৪০৪-৩৭১ অব্দ—স্পার্টার প্রাধান্য ও Leuctra র যুদ্ধে Thebes র নিকট তার পরাজয়।
খৃ: পূ: ৩৬২ অব্দ—Mantinea র যুদ্ধে থীবসের পরাজয় ও পতন।
খৃ: পূ: ৩৩৮ অব্দ— Macedon এর দ্বিতীয় ফিলিপ কর্তৃক গ্রীক সাম্রাজ্য রচনা।
খৃ: পূ: ৩৩৪—৩২৮ অব্দ—আলেকজাণ্ডারের বিশাল সাম্রাজ্য রচনা ও তাঁর মৃত্যু খৃ: পূ: ৩২৩ অব্দ।
খৃ: পূ: ১৯৭ অব্দ—রোম কর্তৃক ম্যাসিডন ও গ্রীস জয়।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে)—

১। Stobart — The Glory that was Greece—Ch. IV.
২। Hammond — History of Greece upto 322 B.C Book IV, Ch. I—VI.
৩। J. B. Bury — History of Greece—3rd Ed. Ch. VIII—XI.



গ্রীক শিল্প নিদর্শন-Phidias রচিত
এথেনার মূর্ত্তি—খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী এথেন্স



রোম সাম্রাজ্য

ট্রাজানের মৃত্যুকালে (১১৭ খৃষ্টাব্দ)

মানচিত্র সংখ্যা ৩৫

রোম সাম্রাজ্য।

ক্ষুদ্র রোম নগরী থেকে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের এক বিস্ময়কর রূপান্তর। শক্তিতে, সম্পদে এ সাম্রাজ্য তুলনাহীনরূপে গণ্য হয়ে থাকে। কিম্বদন্তী অনুসারে জানা যায় যে ট্রোজান যুদ্ধের এক নায়ক এনিয়াসের বংশধর রেমুলাস রোম নগরীর পত্তন করেন খৃ: পূ: ৭৫৩ অব্দে। প্রথম ন'জন রাজার শাসনের পর প্রতিষ্ঠিত হল রোম-প্রজাতন্ত্রের (৫০৯ খৃ: পূ:)। এরপর শুরু হল প্রথমে ইটালী ও পরে ইটালীর বাইরে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে রোমের বিস্তার। এই সম্প্রসারণ প্রচেষ্টায় চরম বাধা এসেছিল কার্থেজের (বর্তমান টিউনিশিয়া) কাছ থেকে—যাকে রোম তিনটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের মাধ্যমে (পিউনিক যুদ্ধ) পরাস্ত ও ধ্বংস করে। প্রজাতন্ত্রের শেষ শ্রেষ্ঠ নায়ক হলেন জুলিয়াস সিজার (শাসন কাল—খৃ: পূ: ৫৯—৪৪ অব্দ)। শৌর্য্যে, বীর্য্যে, দক্ষতায় সিজার হলেন ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠ নায়ক।

জুলিয়াস সিজারের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টেভিয়াসের (Augustus) সময় প্রজাতন্ত্র রূপান্তরিত হল সাম্রাজ্যে (২৭ খৃ: পূ:)। আগাষ্টাসের শাসনকাল কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের তিনজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ—এই তিনজন হলেন ভার্জিল (৭০—১৯ খৃ: পূ:)। হোরেস (৬৫-৮ খৃ: পূ:) ও লিভি (৫৯—১৭ খৃ: পূ:)।

সম্রাট ট্রাজানের রাজত্বকালে (৯৮—১১৭ খৃষ্টাব্দ) রোম সাম্রাজ্যের চরম বিস্তৃতি ঘটে। এই সাম্রাজ্য পশ্চিমে সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ (বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল সমেৎ), পূর্বে—আরমেনিয়া, মেসোপটেমিয়া, আসিরিয়ার কিছু অংশ, দক্ষিণে—উত্তর-আফ্রিকার সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল আর উত্তরে—মূলত রাইন ও দানিয়ুব নদীর সীমা (ট্রাজানের সময়—নিম্ন দানিয়ুবের উত্তরাংশ, ডাসিয়া) পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে।

২৮৩—৩৯৫ খৃষ্টাব্দের ভেতর অনেক সময় এই বিশাল সাম্রাজ্যের পূর্বে ও পশ্চিমে দুজন স্বতন্ত্র সম্রাট শাসন করতে থাকেন। ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে পশ্চিমে রোম ও পূর্বে কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে দুটি স্বতন্ত্র রোম-সাম্রাজ্য সৃষ্টি হয়। এই সময় থেকেই জার্মান জাতির বিভিন্ন শাখা পশ্চিমে ও ইটালীতে প্রবেশ করে নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে থাকে এবং ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে ঐ জাতির এক শাখার দলপতি অডোভেকার রোম অধিকার করে নিলে পশ্চিম রোম-সাম্রাজ্যের পতন হয়।

রোম-ইতিহাসের কয়েকটি মূল্যবান ঘটনা—

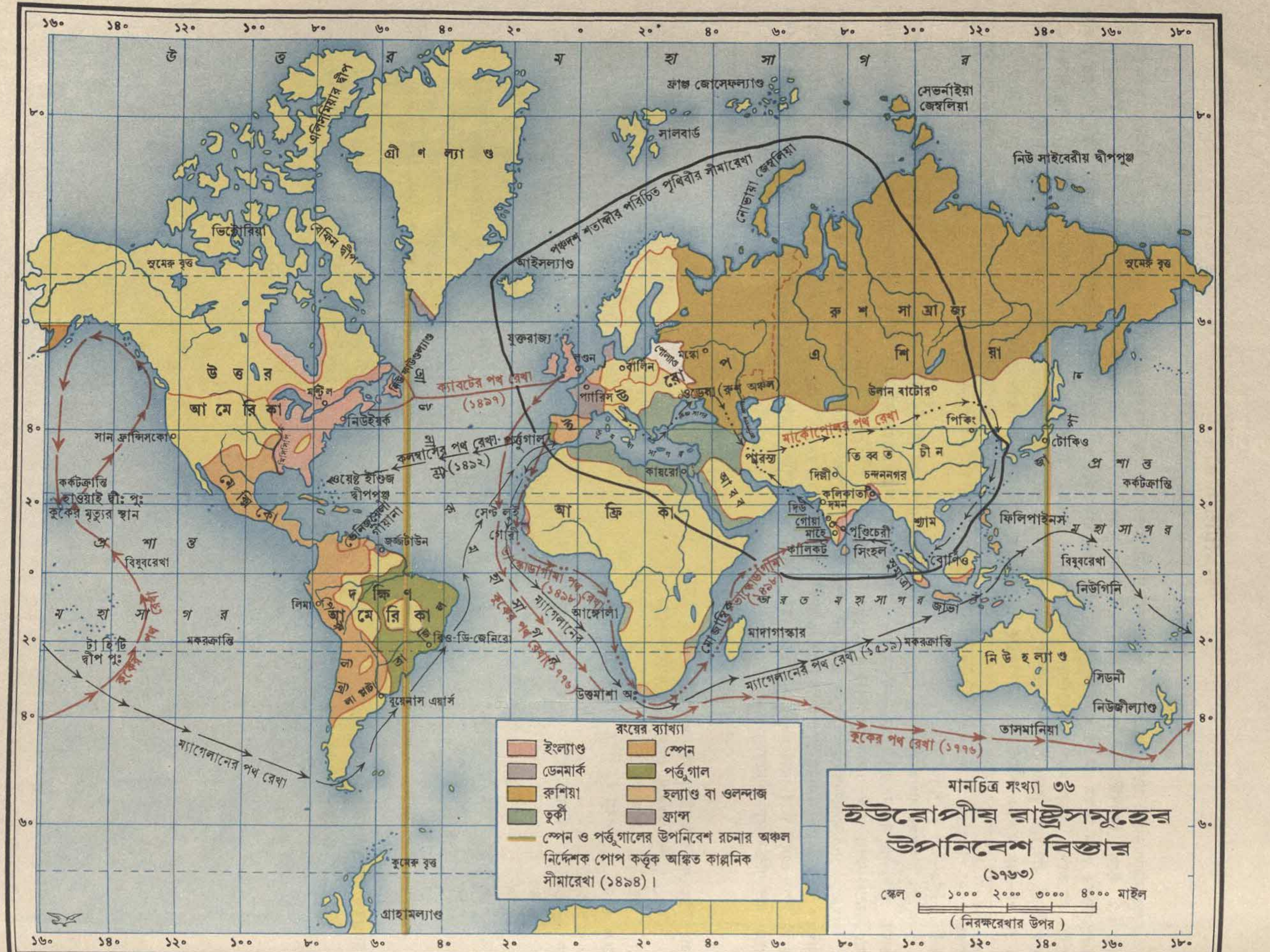
৭৫৩	খৃ: পূ:	রেমুলাস কর্তৃক রোম নগরীর পত্তন।
৫০৯	,,	রোম-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।
৫০৮-২৬৫	,,	সমগ্র ইটালীতে রোমের প্রতিষ্ঠা।
২৬৪-২৪১	,,	
২১৮-২০২	,,	তিনটি পিউনিক যুদ্ধ ও কার্থেজের পরাজয়।
১৪৬	,,	
২৭	,,	অক্টেভিয়াস বা আগাষ্টাস কর্তৃক রোম-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
৯৬-১৮০	খৃষ্টাব্দ	রোম সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ।
৩৯৫	,,	বিশাল রোম সাম্রাজ্যের দুই অংশে বিভক্তি।
৪৭৬	,,	পশ্চিম-রোম সাম্রাজ্যের পতন।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে)—

১। E. R. Boak — A History of Rome To 565 A.D.



রোমের বিজয় সৌধ


মানচিত্র সংখ্যা ৩৬
ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের উপনিবেশ বিস্তার
(১৭৬৩)
স্কেল ০ ১০০০ ২০০০ ৩০০০ ৪০০০ মাইল
(নিরক্ষরেখার উপর)
রংয়ের ব্যাখ্যা
ইংল্যাণ্ড
স্পেন
ডেনমার্ক
পর্ত্তুগাল
রুশিয়া
হল্যাণ্ড বা ওলন্দাজ
তুর্কী
ফ্রান্স
স্পেন ও পর্ত্তুগালের উপনিবেশ রচনার অঞ্চল নির্দ্দেশক পোপ কর্ত্তৃক অঙ্কিত কাল্পনিক সীমারেখা (১৪৯৪)।
উ ত্ত র ম হা সা গ র
ফ্রাঞ্জ জোসেফল্যাণ্ড
সেভর্নাইয়া জেম্বলিয়া
সালবার্ড
নিউ সাইবেরীয় দ্বীপপুঞ্জ
এলিসমিয়ার দ্বীপ
গ্রী ন ল্যা ণ্ড
নোভায়া জেম্বলিয়া
পঞ্চদশ শতাব্দীর পরিচিত পৃথিবীর সীমারেখা
ভিক্টোরিয়া
বাফিন দ্বীপ
সুমেরু বৃত্ত
আইসল্যাণ্ড
রু শ সা ম্রা জ্য
যুক্তরাজ্য
লণ্ডন
বার্লিন
মস্কো
প্যারিস
পোল্যাণ্ড
ওডেসা (রুশ অঞ্চল)
এ শি য়া
উলান বাটোর
উ ত্ত র আ মে রি কা
মন্ট্রিল
নিউইয়র্ক
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড
ক্যাবটের পথ রেখা (১৪৯৭)
সান ফ্রান্সিসকো
কলম্বাসের পথ রেখা (১৪৯২)
পর্ত্তুগাল
মার্কোপোলোর পথ রেখা
পিকিং
টোকিও
চী ন
তি ব্ব ত
পারস্য
কায়রো
দিল্লী
চন্দননগর
কলিকাতা
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ
কর্কটক্রান্তি
হাওয়াই দ্বীঃ পুঃ
কুকের মৃত্যুর স্থান
মে ক্সি কো
আ ফ্রি কা
দিউ
দমন
গোয়া
মাহে
পণ্ডিচেরী
কালিকট
সিংহল
শ্যাম
ফিলিপাইনস
প্র শা ন্ত ম হা সা গ র
সেন্ট লুই
গোরী
গায়ানা
জর্জটাউন
বিষুবরেখা
বোর্ণিও
সুমাত্রা
নিউগিনি
ভাস্কোডাগামার পথ রেখা (১৪৯৮)
দ ক্ষি ণ আ মে রি কা
লিমা
ম্যাগেলানের
আঙ্গোলা
ভা র ত ম হা সা গ র
জাভা
মাদাগাস্কার
মোজাম্বিক
টাহিটি দ্বীপ পুঃ
মকরক্রান্তি
রিও-ডি-জেনিরো
কুকের পথ রেখা (১৭৭৬)
উত্তমাশা অঃ
ম্যাগেলানের পথ রেখা (১৫১৯)
নি উ হ ল্যা ণ্ড
সিডনী
নিউজীল্যাণ্ড
বুয়েনাস এয়ার্স
ম্যাগেলানের পথ রেখা
তাসমানিয়া
কুমেরু বৃত্ত
গ্রাহামল্যাণ্ড

ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের উপনিবেশ বিস্তার।

(১৪৮৭—১৭৬৩)

আধুনিক যুগের ইতিহাসে ইউরোপীয় উপনিবেশ রচনার ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এই উপনিবেশ বিস্তার প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই প্রচেষ্টা যদিও প্রথম স্তরে কেবলমাত্র পণ্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যেই শুরু হয় কিন্তু কালক্রমে কাঁচামাল আমদানির সুবিধার্থে ও দাস ব্যবসার উচ্চ লাভার্থে স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপনের ও পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭৪০—১৭৬৩) সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়।

যেসব কারণে ইউরোপীয় উপনিবেশ রচনা শুরু হয়—তার মধ্যে (১) ১৪৫৩ সালে তুর্কী জাতি কর্তৃক পূর্ব ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য পথ থেকে স্পেনীয় ও পর্তুগীজ বণিকদের বঞ্চিত করা, (২) পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনপ্রসূত কর্মোন্মাদনা, (৩) ভৌগোলিক আবিষ্কারে উৎসাহ, (৪) ইউরোপে মশলা, সোনা, রূপা ইত্যাদি দ্রব্যের ঘাটতি, (৫) খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের ধর্মপ্রচার বাসনা, (৬) চিনি, তুলা, নীল ইত্যাদি চাষের প্রয়োজনে দাস ব্যবসায়ে প্রভূত লাভের সম্ভাবনা ইত্যাদিকে প্রধান বলা যেতে পারে।

উপনিবেশ রচনার ক্ষেত্রে পর্তুগীজরাজ হেনরীর (১৩৯৪—১৪৬০) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পর্তুগীজ নাবিক বারথোলিমিও দিয়াজ ১৪৮৭—১৪৮৮ খৃঃ কেপ ভার্ড ও আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে উত্তমাশা অন্তরীপে উপস্থিত হয়ে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সূচনা করেন। ১৪৮৭—১৪৮৮ থেকে শুরু করে ১৭৬৩ সালের মধ্যে পর্তুগাল পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ গড়ে তোলে। এর পরেই স্পেনের পক্ষে নাবিক কলম্বাসের প্রচেষ্টায় ১৪৯২ সালে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার ও পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কোদাগামার ১৪৯৮ সালে জলপথে ভারতে পদার্পণ বিশেষ মূল্যবান ঘটনা। খুব অল্পকালের মধ্যে এই দুটি দেশ পৃথিবীর বিভিন্নাংশে নিজেদের ঘাঁটি স্থাপন করে এবং ১৪৯৪ সালে পোপের মধ্যস্থতায় একটি কাল্পনিক রেখার দ্বারা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশকে দু ভাগে ভাগ করা হয় এবং স্থির হয় এই রেখার পূর্বাংশের দেশগুলি পর্তুগালের ও পশ্চিমাংশের দেশগুলি স্পেনের প্রভাবাধীন হতে পারে। কিন্তু ইউরোপের অপরাপর রাষ্ট্রগুলিও এই উপনিবেশ রচনায় যোগ দেয় এবং ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী প্রভৃতি জাতিসমূহও সাফল্যের সঙ্গে উপনিবেশ রচনা শুরু করে। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মার্কোপোল (১২৫৬—১৩২৩), ম্যাগেলান (১৪৮০—১৫২১) ও কুকের (১৭২৮—১৭৭৯) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫১৯ খৃঃ কর্টেজ মেক্সিকোতে এবং ১৫৩২ খৃঃ পিজারো পেরুতে উপস্থিত হন। ১৫১৩ খৃঃ বালবোয়া প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেন।

১৭৬৩ সালে প্যারিসের সন্ধির ফলে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উপনিবেশ রচনা কতটা সফল হয়েছিল তার একটা বর্ণনা দেওয়া হল—

স্পেনীয় উপনিবেশঃ—উত্তর আমেরিকার মেক্সিকো (নিউস্পেন), লুসিয়ানা অঞ্চল ও দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, পেরু, চিলি এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ।

পর্তুগীজ উপনিবেশঃ—দক্ষিণ আমেরিকার বৃহৎ ব্রাজিল অঞ্চল, আফ্রিকায় আংগোলা অঞ্চল, পূর্বাংশে মোজাম্বিক অঞ্চল ও ভারতে দিউ, দমন, গোয়া।

ওলন্দাজ উপনিবেশঃ—দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানা অঞ্চল, আফ্রিকায় উত্তমাশা (কেপ অফ গুড হোপ) ও লরেন্সো মারকুইস্ অঞ্চল, সিংহল ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অস্ট্রেলিয়ার (নিউ হল্যান্ড) পশ্চিমাঞ্চল।

ফরাসী উপনিবেশঃ—১৭৬৩ সালের প্যারিসের সন্ধির ফলে ভারতে মাহে, কালিকট, পণ্ডিচেরী ও চন্দননগরে ফরাসী ঘাঁটি বজায় রইল বটে কিন্তু সেইসব স্থানের সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোন অধিকার রইল না। কানাডা ও মধ্য আমেরিকার বহু অংশ ইংল্যান্ড ও স্পেনের হাতে ছেড়ে দেওয়ায় ফরাসী উপনিবেশের আয়তন আপাততঃ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

ইংরাজ উপনিবেশঃ—প্যারিসের চুক্তি অনুসারে ভারতে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় ইংরাজ ঘাঁটি বজায় থাকে এবং দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদে ইংরাজ আধিপত্য স্থাপিত হয় এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সাফল্যের ফলে বাংলাদেশে ইংরাজ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। সমগ্র কানাডা অঞ্চল ও যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাংশে, নিউফাউন্ডল্যান্ড ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলেও বৃটিশ উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Southgate—An Introduction To World History, Ch. 16



ভাসকো-দা-গামা



মানচিত্র সংখ্যা ৩৭

ইউরোপের রাজনৈতিক চিত্র

প্যারিসের সন্ধি—১৭৬৩

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইউরোপের রাজনৈতিক চিত্র।

(প্যারিসের সন্ধি—১৭৬৩)

ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও আঞ্চলিক কাঠামো ১৭১৩ সালের ইউট্রেক্ট সন্ধির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল।

ইংল্যান্ডে হ্যানোভার রাজবংশের শাসন শুরু হয় ১৭১৪ সাল থেকে। ঐ বংশের তৃতীয় জর্জের রাজত্বকাল (১৭৬০—১৮২০) নানা কারণে বিশেষ মূল্যবান। ফ্রান্স ও স্পেনে বুরবন্ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী রাজতন্ত্র পঞ্চদশ লুইর রাজত্বকালে (১৭১৫—১৭৭৪) শুধু দুর্বলতার পরিচয়ই দিয়েছিল। ১৭১৩ থেকে ১৭৫৯ পর্যন্ত বুরবন্ বংশের সন্তান পঞ্চম ফিলিপ ও পরে তাঁর পুত্র তৃতীয় চার্লস (১৭৫৯—১৭৮৮) স্পেনের হৃত সাম্রাজ্য যদিও পুনরুদ্ধার করতে পারেননি তথাপি স্পেনের শক্তি পুনর্গঠিত করতে পেরেছিলেন। অষ্ট্রিয়ায় নতুন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের শুরু হয় ১৭৪০ সালে ম্যারিয়া থেরেসার শাসনকালে (১৭৪০—১৭৮০)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যদিও অষ্ট্রিয়া প্রুশিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছিল তথাপি অষ্ট্রিয়ার শক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। প্রুশিয়া (ফ্রেডারিক দি গ্রেট ১৭৪০—১৭৮৬) ও রাশিয়ার (ক্যাথারিন দি গ্রেট ১৭৬২—১৭৯৬) ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দী বিস্তৃতি ও সম্মান অর্জনের যুগ আর পোল্যান্ডের পক্ষে নিদারুণ বিলুপ্তির যুগ। ১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ সালে প্রুশিয়া, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সক্রিয় আত্মসর্বস্ব নীতির ফলে সমগ্র পোল্যান্ড ঐ তিন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দী রাজনৈতিক জটিলতার অধ্যায় এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থ সংঘাতের প্রতিচ্ছবি। একদিকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অপরদিকে জার্মানীকে অবলম্বন করে প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার বিরোধ ১৭৪০ থেকে ১৭৬৩ সালের মধ্যে দুটি ইউরোপীয় যুদ্ধের সৃষ্টি করে।

অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে (১৭৪০—১৭৪৮) ইংল্যান্ড যোগ দিয়েছিল অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ফ্রান্স ও প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে আর সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬—১৭৬৩) প্রুশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।

প্যারিস ও হিউবার্টস্‌বার্গের সন্ধির ফলে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষ হয় (১৭৬৩)। ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের কাছ থেকে কানাডা, নোভাস্কোশিয়া, কেপব্রিটন দ্বীপ ও গ্রেনেডা, ডোমিনিকা, সেন্ট্ ভিন্‌সেন্ট ইত্যাদি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপগুলি অধিকার করে। ভারতে ফরাসী অধিকৃত স্থানগুলি ফ্রান্সকে ইংল্যান্ড ফিরিয়ে দিল বটে কিন্তু সেগুলিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার ফ্রান্স হারাল। ইউরোপে—অষ্ট্রিয়া ও প্রুশিয়া যুদ্ধকালীন অধিকৃত স্থানগুলি পরস্পরকে প্রত্যার্পণ করল এবং সাইলেশিয়ায় প্রুশিয়ার অধিকার অষ্ট্রিয়া মেনে নিল এবং প্রুশিয়া স্যাক্সনি থেকে সৈন্য অপসারণ করল। স্পেন যদিও মিনারকা উদ্ধার করতে পারল না এবং উত্তর আমেরিকার ফ্লোরিডা ইংল্যান্ডকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল তবুও ফ্রান্সের কাছ থেকে লুসিয়ানা লাভ করায় তার ক্ষতি কিছু পূরণ হল। ৯৬২ খৃস্টাব্দে জার্মান সম্রাট অটোর অভিষেক থেকে শতধা বিভক্ত জার্মানীকে নিয়ে যে হোলি-রোমান সাম্রাজ্য রচিত হয়েছিল তার কর্তৃত্ব অষ্ট্রিয়ার হ্যাপস্‌বার্গ সম্রাটদের হাতেই বজায় থাকে।

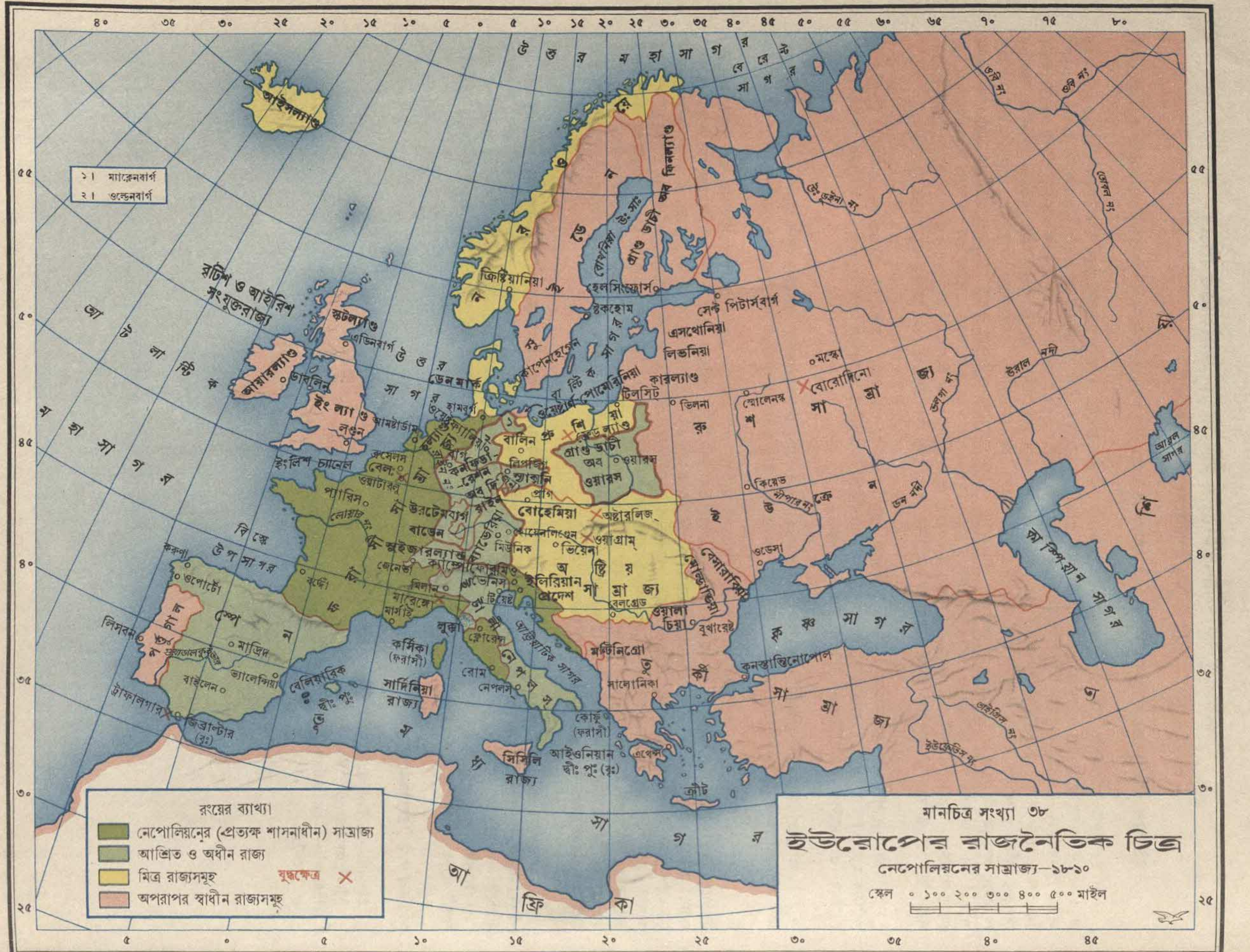
সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের কয়েকটি ফল লক্ষণীয়—বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে স্বীকৃতি পেল এবং এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রান্স পরাজয় স্বীকার করে নিল। ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফ্রান্স প্রুশিয়ার কাছে হার স্বীকার করল এবং প্রুশিয়ার সামরিক শক্তি তাকে নতুন সম্মানে ভূষিত করল। সাইলেশিয়া অধিকারের ফলে জার্মানীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রুশিয়ার প্রাধান্য স্থাপিত হল। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকে অষ্ট্রিয়ার ক্রম অবনতি অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল—কিন্তু সপ্তবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধে সম্রাজ্ঞী ম্যারিয়া থেরেসার নেতৃত্বে তার শক্তির পুনরুত্থান ঘটে।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Hayes—A Political And Social History OF Modern Europe, Vol. I, Ch. IX
2. Hassall—The Balance OF Power P 280-283



ম্যারিয়া থেরেসা



Copyright Reserved

ইউরোপের রাজনৈতিক চিত্র।

(নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ১৮১০)

১৭৬৩ থেকে ১৮১০-এর ইউরোপীয় রাজনৈতিক মানচিত্রে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে তার মূলে আছে ফরাসী বিপ্লবে (১৭৮৯) অর্জিত নতুন প্রেরণা—যার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছিল নেপোলিয়নের (১৭৬৯) কর্মজীবনে। নেপোলিয়ন ফরাসী বিপ্লবের প্রতিবাদ নন, তারই স্বাভাবিক পরিণতি।

১৮১০ সালের ইউরোপ—নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের প্রতিচ্ছবি। ১৭৯৬ সালে প্রথম ইটালীয় অভিযানে অষ্ট্রিয়া ও সার্দিনিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর যে সাফল্য সূচিত হয়েছিল পর্যায়ক্রমে তারই ক্রমবর্ধমান রূপ নেয় ১৮১০ সালের রাজনৈতিক মানচিত্রে।

১৭৯৫—১৭৯৯ হল নেপোলিয়নের কর্মজীবনের প্রথম স্তর। ঐ ক' বছরের মধ্যে ফ্রান্সের হয়ে তিনি অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে ইটালী জয় করেন এবং ১৭৯৮—১৭৯৯ সালে মিশর জয় করে ইংল্যাণ্ডের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা করেন। ১৭৯৯—১৮০৪-এর এই দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি ফ্রান্সে ফিরে এসে ক্ষমতা দখল করেন এবং কনস্যুলেট শাসন ব্যবস্থার শুরু করেন। এই ক' বছর অপেক্ষাকৃত শান্তির নীতি গ্রহণ করে ফ্রান্সে নানা গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮০৪—১৮১০-এর তৃতীয় পর্যায়কে সাম্রাজ্য রচনার কাল বলা চলে কারণ ১৮০৪ সালে সম্রাট পদবী গ্রহণ করার পর তিনি অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, রাশিয়া, স্পেন ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলিকে পরাজিত করে শুধু যে ফরাসী সাম্রাজ্যেরই বিস্তার সাধন করেছিলেন তা নয় সমগ্র ইউরোপের রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করেন।

অষ্ট্রিয়াকে যুদ্ধে পরাজিত করার পর ক্যামপোফোরমিও (১৭৯৭) ও লুনেভাইল এর (১৮০১) চুক্তি অনুসারে ইটালীকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়—জেনোয়া ও ইলিরীয় অঞ্চল ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, উত্তরে Kingdom of Italy ও দক্ষিণে Kingdom of Naples নামে দুটি অধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। সুইজারল্যাণ্ডে হ্যালভেটিক্ রিপাব্লিক তাঁর মধ্যস্থতা স্বীকারে প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। উত্তর ইউরোপে ক্যামপোফোরমিওর চুক্তিতেই বেলজিয়াম ফ্রান্সের অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। ১৮০৬ সালে হল্যাণ্ড অধিকার করে নেপোলিয়নের ভ্রাতা লুই বোনাপার্টিকে সেখানে স্থাপনা করা হয় এবং পরে ১৮১০ সালে হল্যাণ্ড সরাসরি ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়।

প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে ১৮০৬ সালে প্রেস্‌বার্গের চুক্তিতে জার্মানীতে ফ্রান্সের প্রভাব বৃদ্ধি করা হয়। আশ্রিত রাজ্য ব্যাভেন, ওয়াটেম্‌বার্গ ও ব্যাভেরিয়াকে নিয়ে Confederation of the Rhine নামে একটি ফরাসী প্রভাবাধীন সংঘ গড়ে তোলা হয় এবং পরে ঐ সংঘে ফ্রান্সের অধীন রাষ্ট্র—যেমন Kingdom of Westphalia, Grand Duchy of Berg ও Grand Duchy of Warsaw (পোল্যাণ্ডে) ইত্যাদি রাষ্ট্রগুলিকে সেই আশ্রিত সংঘের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পোল্যাণ্ডে প্রুশিয়ার অধীন অংশটিকে বিচ্ছিন্ন করে ফ্রান্সের আশ্রিত Grand Duchy of Warsaw রাজ্য গঠন করা হয়। ১৮০৭ সালে রাশিয়ার সঙ্গে টিল্‌সিট্-এর চুক্তির মাধ্যমে ও ১৮০৮ সালে স্পেনকে অধীন রাজ্যে পরিণত করার ফলে প্রায় সমগ্র ইউরোপে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

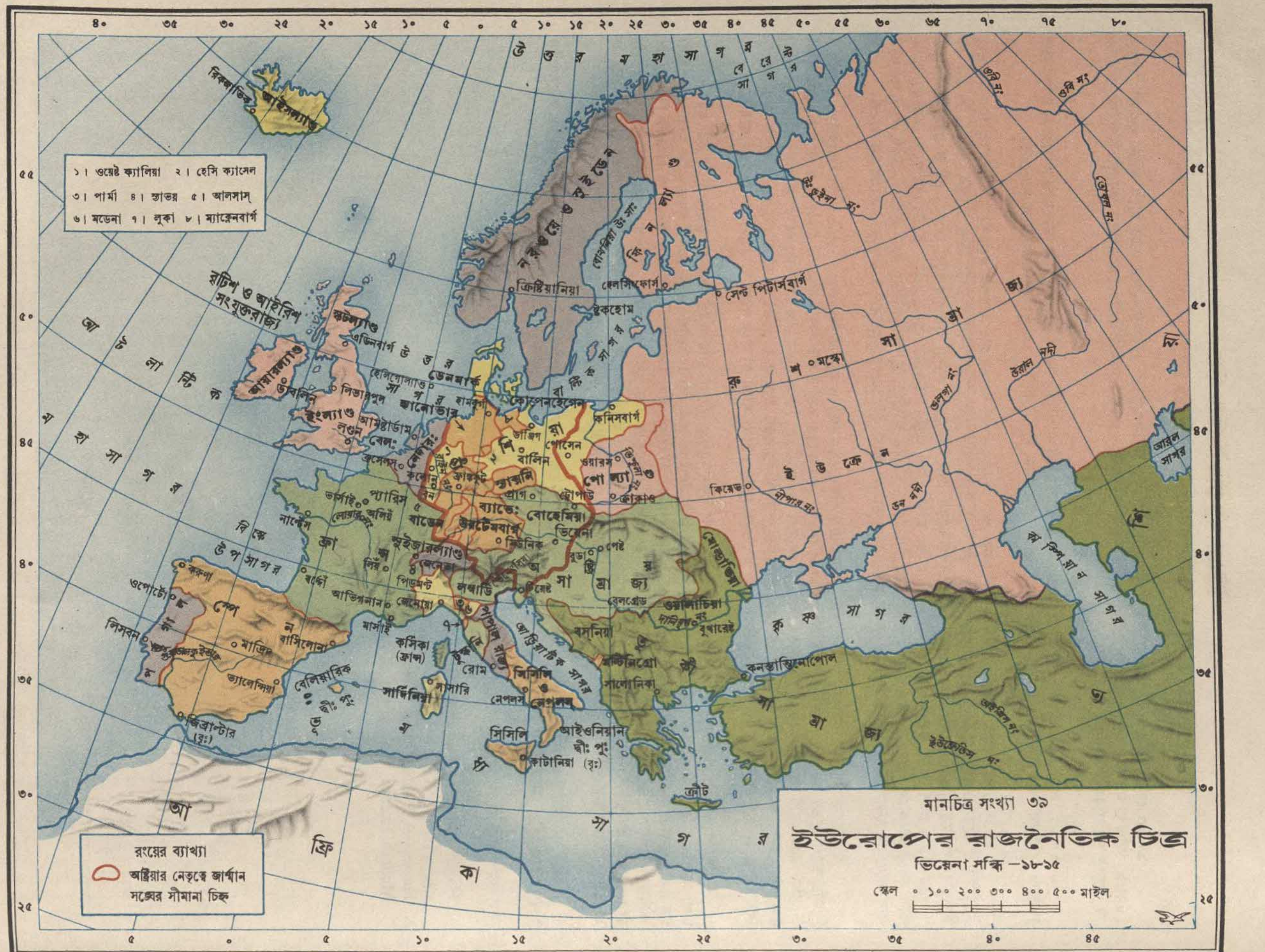
কিন্তু নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় পুষ্ট জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে তাঁর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে এবং ১৮১৫ সালে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয়ে তার সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Hazen—Modern European History
   Ch. VII, IX, X
2. Hayes—A Political And Social History OF
   Modern Europe, Vol. I, Ch. XVI



নেপোলিয়ন


মানচিত্র সংখ্যা ৩৯
ইউরোপের রাজনৈতিক চিত্র
ভিয়েনা সন্ধি—১৮১৫
স্কেল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০ ৫০০ মাইল
রংয়ের ব্যাখ্যা
অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে জার্মান সঙ্ঘের সীমানা চিহ্ন
১। ওয়েষ্ট ফ্যালিয়া ২। হেসি ক্যাসেল
৩। পার্মা ৪। হ্যাভয় ৫। আলসাস্
৬। মডেনা ৭। লুকা ৮। ম্যাক্লেনবার্গ
উত্তর মহাসাগর
বেরেন্ট সাগর
আইসল্যাণ্ড
রিকজাভিক
নরওয়ে ও সুইডেন
ক্রিষ্টিয়ানিয়া
ষ্টকহোম
হেলসিংফোর্স
সেন্ট পিটার্সবার্গ
মস্কো
রুশ সাম্রাজ্য
ইউক্রেন
কিয়েভ
বৃটিশ ও আইরিশ সংযুক্তরাজ্য
স্কটল্যাণ্ড
এডিনবার্গ
আয়ারল্যাণ্ড
ডাবলিন
ইংল্যাণ্ড
লিভারপুল
লণ্ডন
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
ডেনমার্ক
কোপেনহেগেন
হ্যানোভার
হামবুর্গ
আমষ্টার্ডাম
বেলঃ
ব্রুসেলস
প্রাশিয়া
বার্লিন
ডাঞ্জিগ
কনিসবার্গ
পোসেন
পোল্যাণ্ড
ওয়ারস
ক্রাকাও
বাল্টিক সাগর
স্যাক্সনি
প্রাগ
বোহেমিয়া
ব্যাভেঃ
উরটেমবার্গ
বাডেন
মিউনিক
ভিয়েনা
বুডা
পেষ্ট
ফ্রাঙ্কফুর্ট
প্যারিস
ভার্সাই
ফ্রান্স
নাণ্টেস
বর্দো
লিয়ঁ
আভিগনান
মার্সাই
সুইজারল্যাণ্ড
জেনেভা
পিডমণ্ট
জেনোয়া
লম্বার্ডি
ভিয়েনা
অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্য
বেলগ্রেড
ওয়ালাচিয়া
বুখারেষ্ট
মোলডাভিয়া
বসনিয়া
মন্টিনিগ্রো
সালোনিকা
তুরস্ক সাম্রাজ্য
কনস্তান্তিনোপোল
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
আরল সাগর
উরাল নদী
দানিয়ুব নঃ
বিস্কে উপসাগর
স্পেন
মাদ্রিদ
বার্সিলোনা
ভ্যালেন্সিয়া
পর্তুগাল
লিসবন
ওপোর্টো
করুণা
জিব্রাল্টার (বৃঃ)
বেলিয়ারিক দ্বীঃ পুঃ
কর্সিকা (ফ্রান্স)
সার্ডিনিয়া
সাসারি
রোম
নেপলস
সিসিলি
কাটানিয়া (বৃঃ)
আইওনিয়ান দ্বীঃ পুঃ
অ্যাড্রিয়াটিক সাগর
ক্রীট
ভূমধ্য সাগর
আফ্রিকা

ইউরোপের রাজনৈতিক চিত্র।

(ভিয়েনা সন্ধি—১৮১৫)

১৮১০-এ নেপোলিয়ন সাম্রাজ্যের যে সৌধ রচনা করেছিলেন—তা পাঁচ বছরের মধ্যে ধূলিসাৎ হল। তাঁর পরাজয় আদর্শের শক্তির কাছে ব্যক্তি-শক্তির পরাজয়। ফরাসী বিপ্লব থেকে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদের যে মন্ত্র তিনি নিজেই পরোক্ষভাবে ইউরোপে বিস্তৃত হতে সাহায্য করেছিলেন, সেই শক্তির কাছে তিনিই পরাজিত হলেন।

অবশ্য একথা ঠিকই শুধু আদর্শের কাছেই তিনি পরাজিত হননি—ইংল্যান্ড, রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার সম্মিলিত শক্তিই তাঁকে পর্যুদস্ত করেছিল তাই তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই ইউরোপীয় গোষ্ঠীর বৈঠক বসল ভিয়েনাতে—কিভাবে নতুন করে ইউরোপীয় রাজনৈতিক চিত্র গড়েতোলা যায় সেই ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে।

১৮১৫-র ভিয়েনা কংগ্রেসের ব্যবস্থা অনুসারে ইউরোপীয় বিভিন্ন অঞ্চলের পুনর্গঠন হল এইরকম—ফ্রান্সের প্রতি যথেষ্ট দাক্ষিণ্য দেখান হল কারণ আলসাস লোরেনসমেত ১৭৯০ সালের সীমারেখা বজায় রাখা হল এবং পুরাতন বুর্বন্ বংশের অষ্টাদশ লুইকে সিংহাসনে বসান হল। পোল্যান্ডের রচিত গ্রান্ড ডাচি অফ ওয়ারস রাষ্ট্রটি রাশিয়ার কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া হল এবং রাশিয়া সুইডেনের কাছ থেকে ফিনল্যান্ডও অর্জন করল। জার্মানীতে নেপোলিয়নের ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে কতকগুলি রাষ্ট্রের একটি রাষ্ট্র-সমবায় (অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে) গড়ে তোলা হল। প্রুশিয়া, পোল্যান্ডের কাছ থেকে পোসেন ও ডানজিগ অঞ্চল পেল, সুইডেনের কাছ থেকে পেল পশ্চিম পোমেরানিয়া এবং মূল প্রুশিয়া ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন রাইন নদীতীরবর্তী কয়েকটি অঞ্চল যেমন ওয়েস্ট ফ্যালিয়া, ক্লিভস্, কোলন্, বন্, ট্রাভেস্, উত্তর স্যাক্সনি ইত্যাদি অঞ্চল। অষ্ট্রিয়া তার অবাঞ্ছিত ন্যোদারল্যান্ড (বেলজিয়াম) হল্যান্ডকে হস্তান্তরিত করে লম্বার্ডি ও ত্রিয়েস্তসমেত ভেনেৎসিয়া পেয়ে উত্তর ইটালীতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করল। ইটালীতে নেপোলিয়নের অর্জিত ঐক্য নষ্ট করে ফের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের সৃষ্টি করা হল। দক্ষিণে নেপলস্ ও সিসিলির বুরবন্ রাজ্য, মধ্য ইটালীতে স্বতন্ত্র পোপশাসিত রাজ্য রচিত হল, তাছাড়া পার্মা, মডেনা ও টুস্কানিতে অষ্ট্রিয়ার রাজবংশের প্রতিনিধিদের প্রতিষ্ঠিত করা হল এবং সার্দিনিয়ার সঙ্গে পিড্মণ্ট্, স্যাভয় ও জেনোয়াকে যুক্ত করে একটি জাতীয় ইটালীয় রাজ্য সৃষ্টি করা হল। পোল্যান্ডের মূল অংশ রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়ার হস্তগত হবার পর ক্ষুদ্র ক্রাকাউ অঞ্চল নিয়ে প্রজাতান্ত্রিক পোল্যান্ড গড়ে তোলা হল। উত্তরে নরওয়েকে ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুইডেনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বেলজিয়ামকে হল্যান্ডের সঙ্গে একত্রিত করা হয় এবং ইংল্যান্ড পেল হেলিগোল্যান্ড, সিংহল, কেপ্ কলোনি, ত্রিনিদাদ, মরিশাস্, সেন্ট লুসিয়া ও টোব্যাগো।

উপরোক্ত পুনর্গঠন ব্যবস্থা কোন নীতি বা আদর্শের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল কিনা সন্দেহ। ফরাসী বিপ্লব জাতীয়তা ও সাম্যবাদের যে আদর্শ উপস্থিত করেছিল তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে পুরাতন শক্তি-সাম্যের নীতি, জয়ী রাষ্ট্রের পুরস্কার ও পরাজিতের নিগ্রহ নীতি আর ন্যায্য অধিকার নীতির নামে বৃহৎ শক্তিগুলির স্বার্থ বজায় রাখার নীতিই গ্রহণ করা হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের ঠিক পরেই যে জাতীয়তাবাদ সর্বত্রই বিস্তৃত হয়েছিল একথা বলা না গেলেও অন্তত এটুকু বলা যায় যে সেই আদর্শকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কংগ্রেসের নায়কেরা শুধু যে আদর্শহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয় বাস্তববাদীতারও পরিচয় দিতে পারেননি। জাতীয়তাবাদকে বাদ দিয়ে ভিয়েনা চুক্তি যে ভুল করেছিল সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরেই ইউরোপকে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। পরবর্তী শত বছরের ইউরোপীয় ইতিহাসের দিকে তাকালে মনে হবে যেন তা ভিয়েনা ব্যবস্থার প্রতিবাদ-রূপেই গড়ে উঠেছিল। ১৮২৮-র গ্রীক সংগ্রাম থেকে শুরু করে ১৮৭০-র ফ্রাংকফুর্টের (যার ফলে জার্মান জাতীয় ঐক্য সম্ভব হয়েছিল) সন্ধি পর্যন্ত সমগ্র ইতিহাস জাতীয়তাবাদের সাফল্যে ভিয়েনা ব্যবস্থার পরিহাসই বলা চলে।

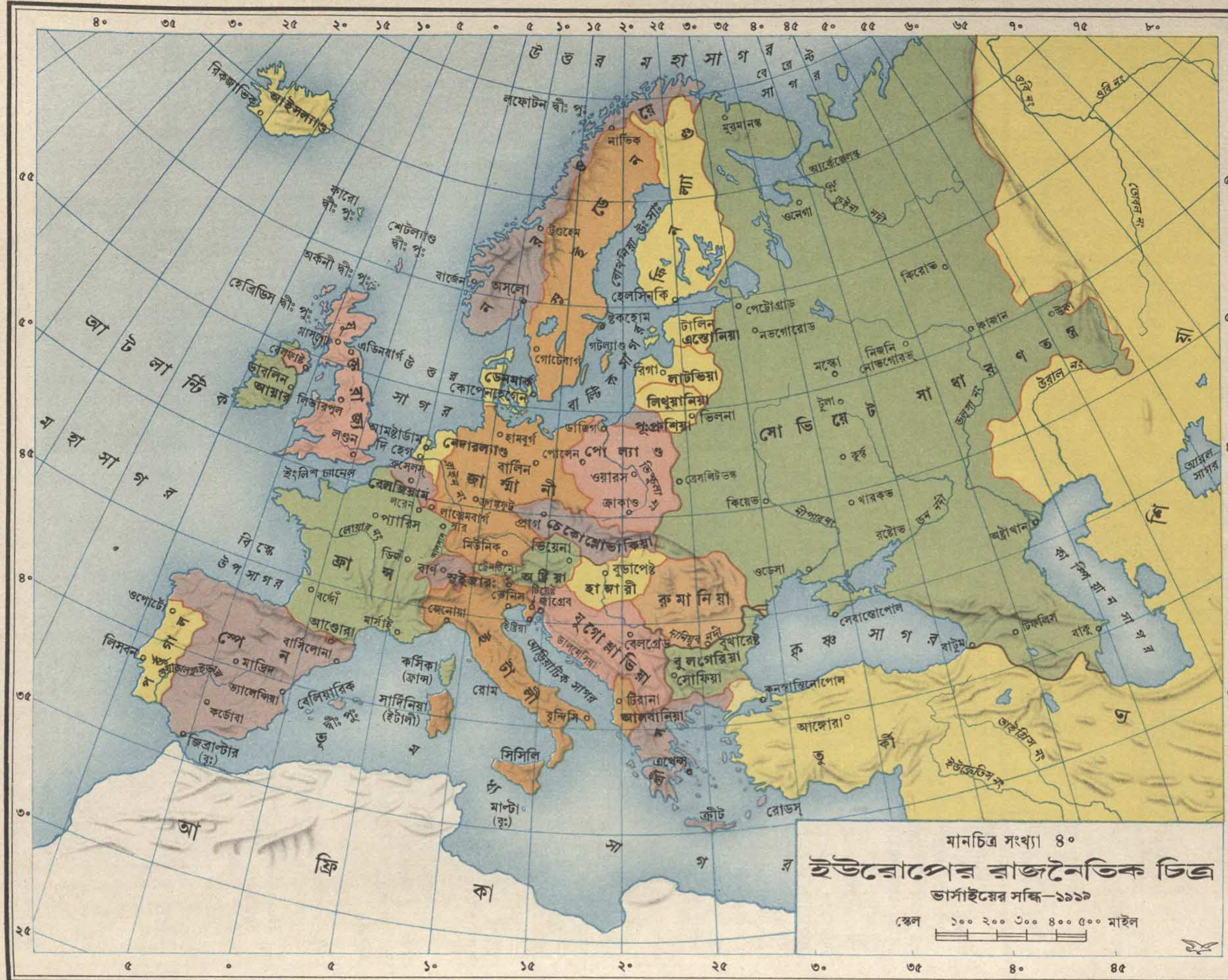
তবে ভিয়েনা কংগ্রেসের স্বপক্ষে অন্তত এটুকু বলা চলে যে আঞ্চলিক পুনর্গঠন ব্যবস্থায় ইতিপূর্বেই বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল যার ফলে কংগ্রেসের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব ছিল না। তাছাড়া যতই ত্রুটি থাকুক না কেন ভিয়েনা কংগ্রেস ইউরোপকে অন্তত পঞ্চাশ বছর অপেক্ষাকৃত শান্তি দিতে পেরেছিল যা পরবর্তীকালে রচিত ভার্সাই চুক্তি দিতে পারেনি।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Hazen—Europe Since 1815, Ch. I
2. Seaman—From Vienna TO Versailles.



প্রিন্স মেটারনিক



মানচিত্র সংখ্যা ৪০

ইউরোপের রাজনৈতিক চিত্র

ভার্সাইয়ের সন্ধি—১৯১৯

ইউরোপের রাজনৈতিক চিত্র।

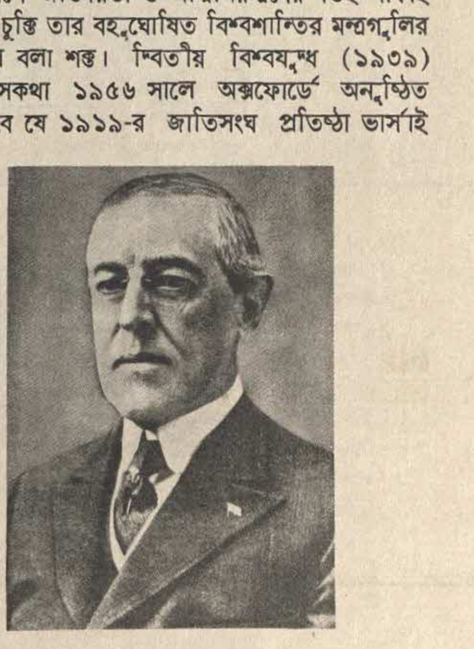
(ভার্সাই সন্ধি ১৯১৯)

ভিয়েনা (১৮১৫) থেকে ভার্সাই (১৯১৯) শত বছরের পরিক্রমণ, আর এই শত বছর ঘটনার বৈচিত্র্যে ও পরিমাণে বিস্ময়কর। ফরাসী বিপ্লব থেকে উদ্ভূত সাম্যবাদ ও জাতীয়তার আদর্শ দ্রুতগতিতে ব্যাপ্তি লাভ করল আর অপরদিকে প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈরাচার নীতি এই অগ্রগমনের পথে বাধা সৃষ্টি করল। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে বিপরীত আদর্শের সংঘাতরূপে ব্যাখ্যা করলে অন্যায় হবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের এই সংঘাত শিল্পবিপ্লবের চাপে সামাজিক ক্ষেত্রেও পরস্পর বিরোধী আদর্শের সংঘর্ষের সৃষ্টি করে যার ফলে ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম শুরু হয়। অর্থাৎ সামগ্রিক সংঘাতের চিত্রকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলতে পারে—(ক) সাম্যবাদ ও জাতীয়তার সঙ্গে পুরাতন স্বৈরাচার ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরোধ। (খ) জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে ধনিকতন্ত্র থেকে প্রসূত সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রাম। (গ) উগ্র-জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মিশ্রিত শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম। (ঘ) উগ্র-জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে সাম্রাজ্য বিস্তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আত্মঘাতী সুতীব্র সংগ্রাম। এইসব সংঘাতের স্পষ্টতর রূপ হল ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ। ১৮১৫ থেকে ১৮৫০ সালকে জাতীয়তা ও সাম্যবাদের নিষ্ফল প্রচেষ্টার যুগ বলা চলে। এই সময় গ্রীস (১৮২৯) ও বেলজিয়াম (১৮৩০) স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ১৮৫০—১৮৭১ সালের মধ্যে ইটালী ও জার্মানীর জাতীয়তার সাফল্যে ঐক্যবদ্ধ দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব পুরাতন ইউরোপীয় শক্তি-সাম্যের পরিবর্তন আনয়ন করে এবং ঐক্যবদ্ধ সামরিক বলে বলীয়ান জার্মানীর সৃষ্টিতে নতুন ইতিহাসের শুরু হয়। ১৮৭১—১৯১৪ সালকে শান্তির পোষাকে যুদ্ধের প্রস্তুতির যুগ বলা চলে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ বা বলকান অঞ্চলের জাতীয়তাবাদের প্রসারে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩—৫৬) থেকে শুরু করে বার্লিন কংগ্রেসের মাধ্যমে (১৮৭৮) বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, মণ্টিনিগ্রো, সার্ভিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে ১৯১৮ সালে ব্রেস্টলিটভস্কের চুক্তি ও ১৯২০—২১ সালের অপর কয়েকটি চুক্তির ফলে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ইউরোপে ফিনল্যান্ড, এসথোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। যতদিন বিসমার্ক জার্মানীর কর্ণধার ছিলেন ততদিন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তিনি একটি শক্তিজোটের সৃষ্টি করেছিলেন কিন্তু ১৮৯০ সালে তাঁর পতনের পর কাইজার উইলিয়াম জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা হওয়ায় নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তিনি ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে নীতি গ্রহণ করায় ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডের মধ্যে একটি শক্তিসংঘ গড়ে ওঠে আর তার বিরুদ্ধে বিসমার্কের রচিত জার্মানী-অষ্ট্রিয়া-ইটালীর শক্তিগোষ্ঠী ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে দুটি দলে ভাগ করে দেয়। বলকান অঞ্চলেও অষ্ট্রিয়া ও রাশিয়ার পরস্পর-বিরোধী অগ্রসর নীতি দুটি বলকান যুদ্ধের (১৯১২ ও ১৯১৩) সৃষ্টি করে। পশ্চিমাংশে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সঙ্গে জার্মানীর ও পূর্বাংশে জার্মানী-অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্রান্স-রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই ১৯১৪ সালের বিশ্ব-যুদ্ধের মূল কারণ নিহিত আছে। ১৯১৪—১৯১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধ জার্মানীর পরাজয়ে সমাপ্ত হয় আর নতুন ইউরোপের রূপ রচনার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তির সৃষ্টি হয়। ভার্সাই চুক্তির অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্যেই জাতীয়তাবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির সাফল্যকে অস্বীকার করা যায় না। মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে জার্মানী ও পুরাতন অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যকে ভেঙে পোল্যান্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া (বোসনিয়া, হারজেগোভিনাসমেত সার্ভিয়া), হাঙ্গারী ইত্যাদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে ও রুমানিয়ার আয়তন বৃদ্ধি ঘটে। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দক্ষিণ টাইরল, ট্রেনটিনো, ত্রিয়েস্ত, ইস্ট্রিয়া এবং ডালমেশিয়ার নিকটবর্তী কয়েকটি দ্বীপ ইটালীকে দেওয়া হয়। হাঙ্গারীকে অষ্ট্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং সাইলেশিয়া, বোহেমিয়া, বোসনিয়া, হারজেগোভিনা ইত্যাদি অঞ্চলও অষ্ট্রিয় সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। পরাজিত জার্মানীকে ফ্রান্সের হাতে আলসাস, লরেন ও সার অঞ্চল, ডেনমার্ককে শ্লাস্‌উইগ অঞ্চল, বেলজিয়ামকে মরেসনেট, ইউপেন, মালমেডি, পোল্যান্ডকে পোসেন, পশ্চিম প্রুশিয়া, উত্তর সাইলেশিয়া ও পূর্ব প্রুশিয়ার কিছু অংশ দিতে হয়। ইউরোপের বাইরে তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদিকে ছেড়ে দিতে হয়। এই আঞ্চলিক খেসারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক বাধানিষেধ ও যুদ্ধের দায় হিসেবে প্রচুর অর্থ খেসারতের বোঝাও চাপান হয়। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ কীন্‌স তাই এই চুক্তিকে কার্থেজের প্রতি রোমের প্রতিশোধমূলক নীতির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

গাছের পরিচয় তার ফলে, চুক্তির পরিণাম তার প্রতিক্রিয়ায়। ভার্সাই চুক্তির স্বপক্ষে জাতীয়তা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের যতই সাফাই দেওয়া হোক না কেন জার্মানীর প্রতি চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ভার্সাই চুক্তি তার বহুঘোষিত বিশ্বশান্তির মন্ত্রগুলির থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। এমনকি নতুন রাষ্ট্রগুলির পত্তন-প্রচেষ্টা কতটা বাস্তবানুগ হয়েছিল বলা শক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯) সৃষ্টির পেছনে জার্মানীর বিরুদ্ধে ভার্সাই চুক্তির বিদ্বেষপরায়ণতা যে অনেকাংশে দায়ী সেকথা ১৯৫৬ সালে অক্সফোর্ডে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিকদের সম্মিলনে অনেকটাই স্বীকার করা হয়েছে। অবশ্য একথাও মনে রাখতে হবে যে ১৯১৯-র জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা ভার্সাই চুক্তির অন্যতম সুফল।

অতিরিক্ত পাঠ :– প্রয়োজন বোধে।

1. Langsam—World Since 1919, Part I, Ch. I
2. New Cambridge Modern History
   Vol. 12, Ch. XVI



প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন্


উত্তর আমেরিকা
রাজনৈতিক চিত্র
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো
স্বাধীনতা সংগ্রাম, আয়তন বিস্তার ও গৃহযুদ্ধ
মানচিত্র সংখ্যা ৪১
প্রথম ১৩টি উপনিবেশ
জর্জিয়া, দক্ষিণ ক্যারোলিনা
উত্তর ক্যারোলিনা, ভার্জিনিয়া
পেনসিলভানিয়া, নিউ ইয়র্ক
কনেক্টিকট, রোড আইল্যাণ্ড
মাসাচুসেটস্, ডেলওয়ার
নিউ জার্সি, মেরীল্যাণ্ড
নিউ হ্যাম্পশায়ার।
রংয়ের ব্যাখ্যা
প্রথম ১৩টি উপনিবেশ অঞ্চল।
১৭৮৩র প্যারিসের চুক্তির পর আয়তন বিস্তৃতি।
ফ্রান্সের কাছ থেকে প্রাপ্ত অঞ্চল (লুসিয়ানা পার্চেস—১৮০৩)।
স্পেন ও মেক্সিকোর কাছ থেকে প্রাপ্ত অঞ্চল (১৮১৯, ১৮৪৫)।
অরেগন চুক্তির (বৃটেনের সঙ্গে) অনুসারে প্রাপ্ত অঞ্চল (১৮৪৬)।
মেক্সিকোর কাছ থেকে প্রাপ্ত অঞ্চল (১৮৪৮, ১৮৫৩)।
রাশিয়ার কাছ থেকে প্রাপ্ত অঞ্চল।
দক্ষিণ রাষ্ট্রগোষ্ঠী সীমারেখা।
অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সীমারেখা।
বাকি অংশ উত্তর রাষ্ট্রগোষ্ঠী।
গৃহযুদ্ধের ব্যাখ্যা (১৮৬১-১৮৬৫)
১। আরকানসাস্ ২। লুসিয়ানা ৩। উইসকনসিন
৪। পশ্চিম ভার্জিনিয়া ৫। মেরীল্যাণ্ড
৬। পেনসিলভানিয়া ৭। কনেক্টিকট ৮। রোড আইল্যাণ্ড ৯। মাসাচুসেটস্
১০। নিউ হ্যাম্পশায়ার ১১। ডেলওয়ার
১২। নিউ জার্সি।
প্রাচীন আজটেক্ সভ্যতা অঞ্চল (১২০০ খৃঃ–১৫২১ খৃঃ)
প্রাচীন মায়া সভ্যতা অঞ্চল (২৫০ খৃঃ–১৫৪০ খৃঃ)
মধ্য আমেরিকা
মেক্সিকো উপসাগর
ক্যারিবিয়ান সাগর
হাডসন উপসাগর
আলবার্টা
মানিটোবা
সাস্কাচওয়ান
কিওয়াটিন
ভিক্টোরিয়া দ্বীপ
ব্যাঙ্কস্
প্যারী দ্বীঃ পুঃ
ডেভন দ্বীঃ
বেফিন উঃ সাঃ
ডেভিস প্রণালী
গ্রেট বিয়ার হ্রদ
গ্রেট স্লেভ হ্রদ
উইনিপেগ হ্রদ
চার্চিল
এডমন্টন
উইনিপেগ
মন্ট্রিল
কুইবেক
অটোয়া
নোভা স্কোশিয়া
নিউ ইয়র্ক
ফিলাডেলফিয়া
ওয়াশিংটন
বোস্টন
উত্তর ডাকোটা
দঃ ডাকোটা
মিনেসোটা
আইওয়া
নেব্রাস্কা
কানসাস
মিসৌরি
ওকলাহোমা
ওয়াইয়োমিং
কলোরাডো
ডেনভার
নেভাদা
আরিজোনা
নিউ মেক্সিকো
ডালাস
হাউষ্টন
সান্টা ফে
ওরিগান
ওয়াশিংটন
ইডাহো
রিনো
সল্ট লেক
সান ফ্রান্সিসকো
লস এঞ্জেলস
পোর্টল্যাণ্ড
সিটেল
ভ্যাঙ্কুবর
বৃটিশ কলোম্বিয়া
কেন্টাকি
টেনেসি
উঃ ক্যারোলিনা
দক্ষিণ ক্যারোলিনা
জর্জিয়া
আলাবামা
মিসিসিপি
ফ্লোরিডা
নিউ অর্লিন্স
মিয়ামি
বাহামা দ্বীঃ পুঃ
জামাইকা
হাইটি
ডোমিনিকান সাধাঃ
পোর্টোরিকো
কারাকাস
হণ্ডুরাস
বৃঃ হণ্ডুরাস
বেলিজ
মেরিডা
কাম্পেচি
গুয়াটেমালা
সালভাডর
নিকারাগুয়া
মেক্সিকো সিটি
গুয়াডালাজারা
টাম্পিকো
মাজাটলান
মণ্টেরি
চিহুয়াহুয়া
লা পাজ
ফোর্ট ইউকন
ইউকন নদী

উত্তর আমেরিকা—রাজনৈতিক চিত্র।

(যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো)

যুক্তরাষ্ট্র—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস খুবই আধুনিক। কলম্বাস (১৪৯২) ও আমেরিগো ভেস্‌পুচির (১৫০৩) আবিষ্কারের পর স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড থেকে উপনিবেশ রচনা শুরু হয়। অবশ্য এর মধ্যে পরবর্তী ইতিহাসের দিক থেকে বিচারে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ রচনাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

১৬০৭ থেকে ১৭৬৩ সালের ভেতর পূর্বাঞ্চলে ধীরে ধীরে তেরটি ইংরাজ উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং এদের শাসন ব্যবস্থা ইংল্যান্ডের রাজার অধীনে থাকে যদিও প্রত্যেকটি উপনিবেশই স্বতন্ত্র ও অনেকাংশেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পায়। ইংরাজ সরকার অবশ্য বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসারে এইসব উপনিবেশগুলিতে আর্থিক ও বাণিজ্যিক বিষয়ে নানা বাধানিষেধ আরোপ করে কিন্তু ১৭৬৩ সালের আগে কানাডা থেকে ফরাসী আক্রমণের ভয়ে ভীত উপনিবেশগুলি এ বিষয়ে প্রতিবাদ করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। ঐ সালে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সমাপ্তিতে যখন সে ভয় দূর হয়ে যায় এবং ইংরাজ সরকার অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে স্ট্যাম্প অ্যাক্ট (১৭৭৫) ঘোষণা করে—তখন থেকেই প্রতিবাদ শুরু হয় এবং ১৭৭৬ সালে তেরটি উপনিবেশের মিলিত স্বাধীনতা ঘোষণায় (৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬) নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ও ফ্রান্স ইত্যাদি কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সহায়তায় উপনিবেশগুলি যুদ্ধে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করে এবং ১৭৮৩ সালে প্যারিসের সন্ধিতে তেরটি উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে ও মিসিসিপি নদী পর্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করে। উত্তরে কানাডা ও দক্ষিণে ফ্লোরিডা ইংল্যান্ড ও স্পেনের হাতেই থেকে যায়। ১৭৮৯ সালে নতুন সংবিধান অনুসারে উপনিবেশগুলি মিলিত হয়ে আধুনিক 'যুক্তরাষ্ট্রের' প্রতিষ্ঠা করে।

১৭৮৩—১৮৫০ সাল পর্যন্ত আমেরিকার পশ্চিমাংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলগুলিতে উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং বিভিন্ন চুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ঐসব অঞ্চলে বিস্তৃত হয়। মানচিত্রে এই বিস্তৃতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর রাষ্ট্রগোষ্ঠী ও দক্ষিণ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোর তারতম্য ঘটে। উত্তরের রাষ্ট্রগুলি শিল্পপ্রধান ও দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলি কৃষিপ্রধান হয়ে ওঠে এবং দাস-শ্রমিকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উত্তরের রাষ্ট্রগুলি দাস-শ্রমিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করতে চাওয়ায় এবং দক্ষিণ রাষ্ট্রগুলির যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র হওয়ার প্রচেষ্টা করায় উভয় রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় (১৮৬১—১৮৬৫)। এই যুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত উত্তরের রাষ্ট্রগুলি জয়লাভ করে এবং দাস-শ্রমিক ব্যবস্থার অবসান হয় ও যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যও অটুট থাকে।

ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতি মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়াবলীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার শুরু করে এবং দুটি বিশ্বযুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

কানাডা—১৬০৮ থেকে কানাডায় (কুইবেক অঞ্চলে) ইংরাজ ও ফরাসী উপনিবেশ ও প্রভাব গড়ে ওঠে। কিন্তু ১৭৬৩ সালে প্যারিসের সন্ধিতে ইংল্যান্ড কানাডায় যথার্থ অধিকার পায়। ১৭৯১ খৃস্টাব্দে বৃহৎ কুইবেক অঞ্চলকে ইংরাজ সরকার ফরাসী ও ইংরাজি ভাষাভাষী অঞ্চলে বিভক্ত করে দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই কানাডার পশ্চিমাঞ্চলেও ইংল্যান্ডের উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং সমগ্র কানাডায় স্বায়ত্তশাসনের দাবী সৃষ্টি হয়। লর্ড ডারহামের রিপোর্ট বা বিবরণী অনুসারে নোভাস্কোশিয়া, নিউ ব্রান্স্‌উইক, উত্তর ও দক্ষিণ কানাডা—এই চারটি অঞ্চল নিয়ে ১৮৬৭ সালে ডোমিনিয়ন অফ কানাডার সৃষ্টি হয়।

মেক্সিকো—মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার প্রাচীন আজটেক (১২০০—১৫২১ খৃঃ) ও মায়া (২৫০—১৫৪০ খৃঃ) সভ্যতার বিকাশ ঘটে। ১৫১৯ সালে হারনান্‌ডো কোর্টেস প্রাচীন আজটেক সভ্যতাকে ধ্বংস করে মেক্সিকোতে স্পেনীয় উপনিবেশ স্থাপন করেন। দীর্ঘ তিন শত বৎসর পরে ১৮১০ সালে মিগুয়েল হিদালগো মেক্সিকোতে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন এবং স্বাধীনতার 'জনক'রূপে খ্যাত হন। হিদালগোর মৃত্যুর পর (১৮১১) ম্যারিয়া মরেলস (১৮১৩—১৫) সেই সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। তবে যথার্থ স্বাধীনতা আসে ১৮২১ সালে যখন অগাস্টিন ইটুরবাইড স্বাধীন মেক্সিকো প্রতিষ্ঠা করেন।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Hayes—A Political And Social History OF Modern Europe Vol. I, Ch. X.
2. Ketelbey—A History OF Modern Times. Ch. XII.



আব্রাহাম লিঙ্কন


মানচিত্র সংখ্যা ৪২
দক্ষিণ আমেরিকার রাজনৈতিক অবস্থা
(উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক)
স্কেল ০ ৪০০ ৮০০ মাইল
স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল ঃ-যথা ব্রাজিল (১৮২১)
কিউবা
ডমিনিকান
হাইটি
পোর্টোরিকো
জামাইকা
ক্যারিবিয়ান সাগর
বৃঃ হণ্ডুরাস
গুয়াটেমালা
হণ্ডুরাস
সালভাডর
নিকারাগুয়া
মধ্য আমেরিকা
পানামা
প্রাচীন মায়া সভ্যতা অঞ্চল
(২৫০ খৃঃ—১৫৪০ খৃঃ)
ট্রিনিদাদ
কারাকাস
ভেনিজুয়েলা
(১৮১১)
জর্জটাউন
প্যারামারিবো
কেয়েন
(বৃটিশ)
(ডাচ)
ফরাসী
গিয়ানা
বোগোটা
কলম্বিয়া
(১৮১২-১৯)
কুইটো
ইকোয়েডর
(১৮১১)
গালাপাগোস
(ইকোয়েডর)
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
আমাজন নদী
মাদিরা নং
টাপাজোজ নং
জিঙ্গু নং
ব্রাজিল
(১৮২১)
পেরু
(১৮২১-২৪)
লিমা
বলিভিয়া
(১৮১১-২৫)
লা-পাজ
পারানা নং
সাও ফ্রান্সিসকো নদী
প্যারাগুয়ে
(১৮১১)
আসুনসিওন
রিও-ডি-জেনিরো
দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর
উরুগুয়ে নং
আর্জেন্টিনা
(১৮১৬)
সান্টিয়াগো
বুয়েনাস এয়ার্স
উরুগুয়ে
(১৮২১)
মন্টিভিডিও
চিলি
সাম্প্রতিক কালের পরিবর্তন :—
পুরাতন নাম বর্তমান নাম স্বাধীনতা প্রাপ্তীর কাল
বৃটিশ গিয়ানা — গিয়ানা—১৯৬৬
ডাচ " —সুরিনাম
কুশকো
প্রাচীন ইনকা সভ্যতাঅঞ্চল
(৪০০ খৃঃ-১৫৩২ খৃঃ)
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর
ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ
প্রণালী
দক্ষিণ জর্জিয়া
গ্রাহামল্যাণ্ড

দক্ষিণ-আমেরিকা—রাজনৈতিক চিত্র।

(উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক)

অনেক ঐতিহাসিকের মতে প্রাচীনকালে এশিয়া থেকেই মানবজাতি দক্ষিণ আমেরিকায় প্রবেশ করে। এই অংশের সভ্যতার শুরু অবশ্য এশিয়ার অপরাপর অংশের তুলনায় অনেক পরেই হয়। খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দ থেকে (আনুমানিক) শুরু করে মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকায় (পৃঃ ৮৪ দ্রষ্টব্য) মায়া ও আজটেক্ সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশেও ঐ সভ্যতা বিস্তৃত হয়। তবে পেরুতে ইন্কা (৪০০—১২০০—১৫৩২ খৃঃ) সভ্যতার বিকাশই দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম মূল্যবান ঐতিহাসিক ঘটনা, কারণ এই সভ্যতা ইকুয়েডর থেকে শুরু করে চিলির উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

১৪৯২ সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে প্রায় সমগ্র ষষ্ঠদশ শতাব্দী ধরে স্পেন ও পর্তুগাল দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অংশে প্রবেশ করে উপনিবেশ রচনা করে। পর্তুগালের মূল কর্মকেন্দ্র ছিল ব্রাজিলে আর স্পেন-আর্জেণ্টিনা, চিলি, পেরু, ভেনিজুয়েলা ইত্যাদি অধিকার করে। স্পেন সম্রাট পঞ্চম চার্লস (১৫১৬—১৫৫৬) ও দ্বিতীয় ফিলিপের আমলে (১৫৫৬—১৫৯৮) দক্ষিণ আমেরিকার খনিজ ও কৃষি সম্পদের দাক্ষিণ্যে স্পেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়।

১৭৭৬ সাল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে স্পেনীয় সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৭৮০ সালে পেরুতে যে বিদ্রোহ দেখা দেয়—স্পেন তা সামরিক বলের সাহায্যে দমন করলেও আন্দোলন চলতে থাকে। ১৮০৮—১৮১৩ পর্যন্ত স্পেন ও পর্তুগাল যখন নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়—তখন দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলি নতুন উদ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করে। ১৮১০ সালে সাইমন বলিভারের (১৭৮৩—১৮৩০) নেতৃত্বে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশের রাষ্ট্রগুলি 'ভেনিজুয়েলা কন্ফিডারেশন' নামে একটি সংঘ গড়ে তোলে এবং সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা তাঁর আদর্শে প্রভাবিত হয়। নেপোলিয়নের পতনের পর স্পেন যখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠীর (কনসার্ট) সাহায্যে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলির বিদ্রোহ প্রশমিত করার চেষ্টা করে তখন ১৮২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মন্রো তাঁর নীতি (Monroe doctrine) ঘোষণা করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলিকে আমেরিকার বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতির ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকায় হস্তক্ষেপ সম্ভব হয়নি এবং তারই ফলে ১৮২৩—২৪-এর মধ্যে ঐ অংশের স্পেনীয় উপনিবেশগুলি যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করে।

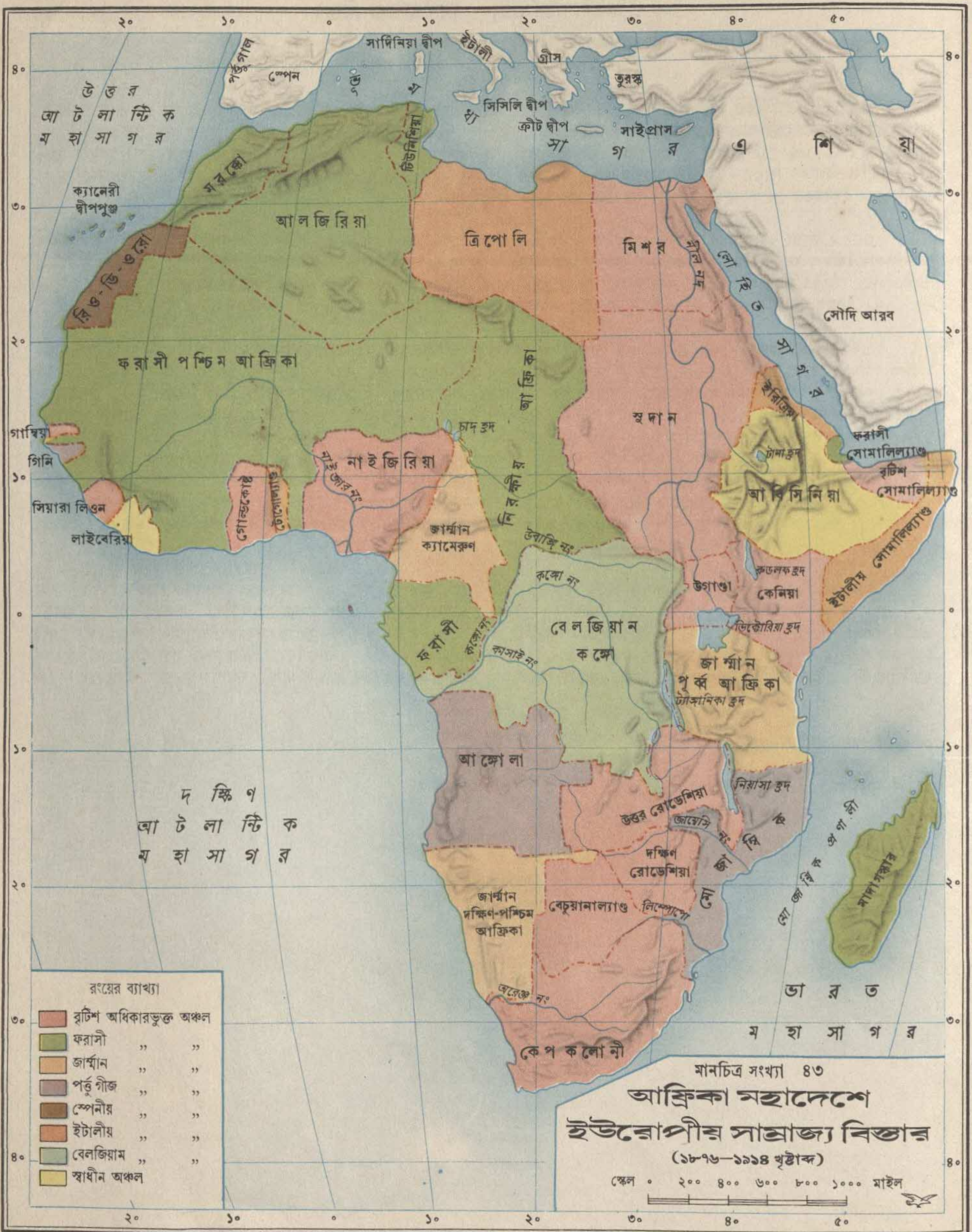
বিশাল ব্রাজিল প্রদেশে ১৫৩২ সাল থেকে পর্তুগীজ উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ১৭৭৬ সাল থেকে ব্রাজিলেও স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। ১৮০৮ সালে পর্তুগাল নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যভুক্ত হলে পর্তুগালের রাজা ব্রাজিলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ব্রাজিল পর্তুগালের একটি 'রাজ্যে' পরিণত হয়। ১৮২১ সালে পর্তুগীজরাজ স্বদেশে ফিরে গেলে তাঁর পুত্র ডন্পেড্রোকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করে যান। পর্তুগাল যখন ব্রাজিলকে পুনরায় উপনিবেশরূপে গণ্য করার প্রচেষ্টায় যুবরাজকে স্বদেশে ফিরে যেতে অনুরোধ করে তখন ব্রাজিলবাসীদের ইচ্ছায় তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করে সেখানেই থেকে যান এবং ১৮২২ সালে ব্রাজিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Humphrey—Latin America.



সাইমন বলিভার


মানচিত্র সংখ্যা ৪৩
আফ্রিকা মহাদেশে
ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তার
(১৮৭৬—১৯১৪ খৃষ্টাব্দ)
স্কেল ০ ২০০ ৪০০ ৬০০ ৮০০ ১০০০ মাইল
রংয়ের ব্যাখ্যা
বৃটিশ অধিকারভুক্ত অঞ্চল
ফরাসী " "
জার্মান " "
পর্তুগীজ " "
স্পেনীয় " "
ইটালীয় " "
বেলজিয়াম " "
স্বাধীন অঞ্চল
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
ভূমধ্য সাগর
এশিয়া
স্পেন
পর্তুগাল
সার্দিনিয়া দ্বীপ
ইটালী
গ্রীস
তুরস্ক
সিসিলি দ্বীপ
ক্রীট দ্বীপ
সাইপ্রাস
ক্যানেরী দ্বীপপুঞ্জ
মরক্কো
টিউনিসিয়া
আলজিরিয়া
ত্রিপোলি
মিশর
নীল নদ
লোহিত সাগর
সৌদি আরব
রিও-ডি-ওরো
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা
ফরাসী আফ্রিকা
সুদান
ইরিত্রিয়া
ফরাসী সোমালিল্যাণ্ড
বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড
টানা হ্রদ
আবিসিনিয়া
গাম্বিয়া
গিনি
সিয়ারা লিওন
লাইবেরিয়া
গোল্ডকোষ্ট
টোগোল্যাণ্ড
নাইজিরিয়া
নাইজার নং
চাদ হ্রদ
জার্মান ক্যামেরুন
উবাঙ্গি নং
কঙ্গো নং
উগাণ্ডা
রুডলফ হ্রদ
কেনিয়া
ইটালীয় সোমালিল্যাণ্ড
ভিক্টোরিয়া হ্রদ
ফরাসী কঙ্গো
কাসাই নং
বেলজিয়ান কঙ্গো
জার্মান পূর্ব আফ্রিকা
টাঙ্গানিকা হ্রদ
আঙ্গোলা
নিয়াসা হ্রদ
উত্তর রোডেশিয়া
জাম্বেসি নং
দক্ষিণ রোডেশিয়া
মোজাম্বিক
মোজাম্বিক প্রণালী
মাদাগাস্কার
জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা
বেচুয়ানাল্যাণ্ড
লিম্পোপো
অরেঞ্জ নং
কেপ কলোনী

আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তার।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত (১৮৭৬—১৯১৪)

ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক থেকে আফ্রিকা মহাদেশে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণে ক্ষুদ্র কয়েকটি ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হওয়া ছাড়া বিশাল আফ্রিকা মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগ অজ্ঞাতই থেকে যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং বার্টন, স্পেক, লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলী প্রভৃতি আবিষ্কারকদের সাফল্যের ফলে ১৮৭৬ সাল থেকে আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়ে যায়। এই প্রতিযোগিতায় দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—প্রথমত অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপীয় ভাগ বাঁটোয়ারার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়ত এই সাম্রাজ্য বিস্তার মূলত আপোষ মীমাংসার ভেতর দিয়েই সম্ভব হয়েছিল।

বেলজিয়ামরাজ দ্বিতীয় লিওপোল্ড ছিলেন এই সাম্রাজ্য বিস্তারের পুরোধা কারণ ১৮৭৬ সালে তিনি বেলজিয়ামে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করে আফ্রিকা মহাদেশের প্রতি ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৮৪—৮৫ সালে বার্লিনেও এক সম্মেলনে সমবেতভাবে আফ্রিকা ব্যবচ্ছেদ নীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই এককভাবে রাজ্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়।

১৮৭৬ সালের পরেই বেলজিয়ামরাজ কঙ্গো নদী বরাবর নিজস্ব ব্যক্তিগত বৃহৎ রাজ্য স্থাপনা করেন এবং ১৯০৮ সালে সেটি বেলজিয়াম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

বেলজিয়াম কঙ্গোর দক্ষিণে পর্তুগাল বৃহৎ আঙ্গোলা রাজ্য স্থাপনা করে এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকা (মোজাম্বিক) স্থাপনা করে।

এই ভাগ বাঁটোয়ারায় কিছু পিছিয়ে পড়লেও ইটালী ১৮৮৩ সালে লোহিত সাগর উপকূলে অবস্থিত ইরিট্রিয়া ও তার কিছু দক্ষিণে সোমালিল্যান্ড দখল করে। ১৮৯৬ সালে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তার পক্ষে আবিসিনিয়া দখল করা যদিও সম্ভব হয়নি কিন্তু ১৯১১—১২ সালে তুরস্কের কাছ থেকে ত্রিপোলি ও সিরানাইকা অধিকার করে নেয়।

১৮৮৪ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে জার্মানী দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার একটি অংশ, দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার একটি অংশ, টোগোল্যান্ড ও ক্যামেরুণ দখল করে নেয়।

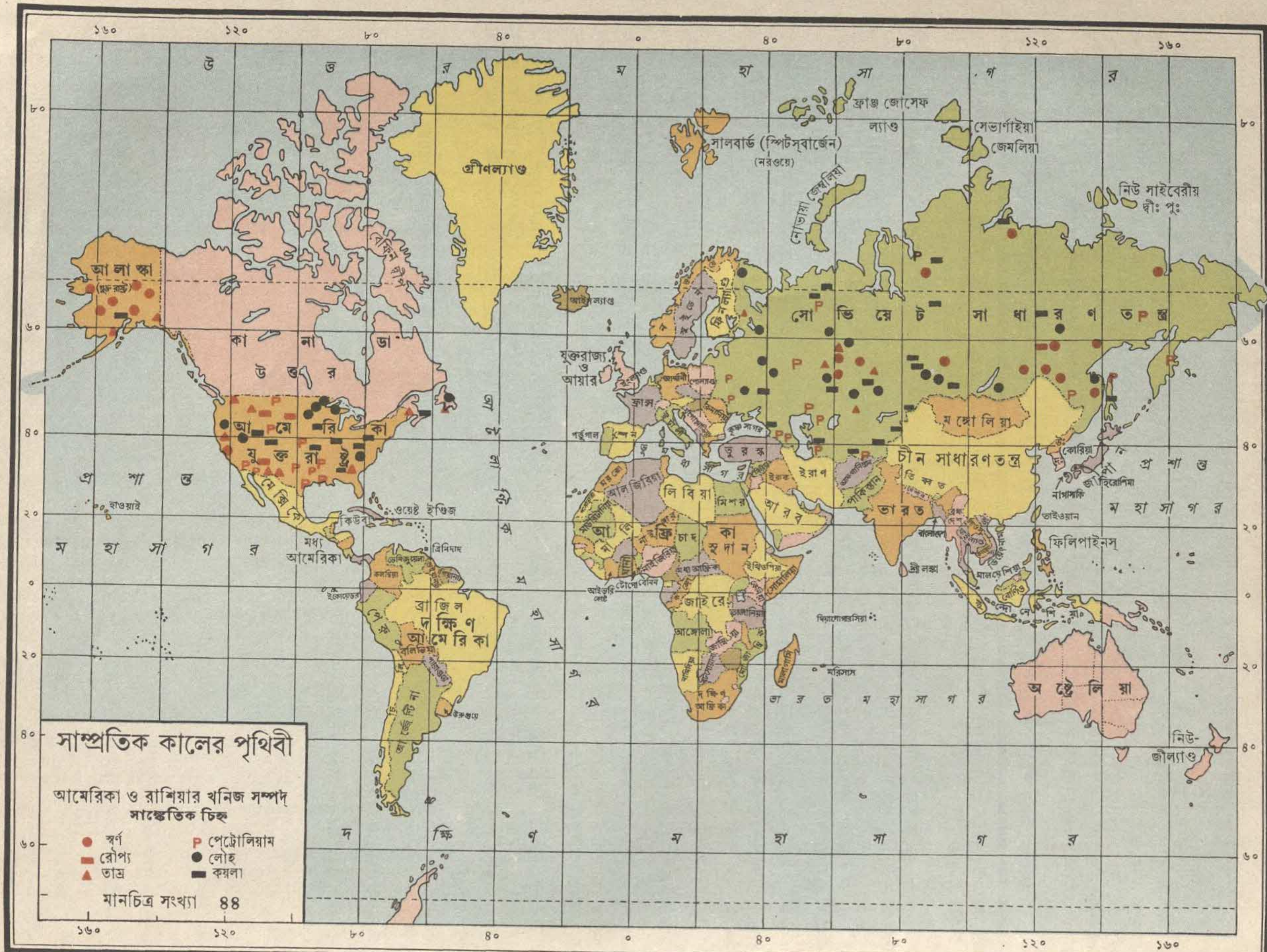
ফ্রান্স ১৮৮২ সালে উত্তরে টিউনিসিয়া দখল করে এবং ১৮৮৪ সালে কঙ্গো নদীর দক্ষিণ উপকূল অধিকার করে চাদ হ্রদ পর্যন্ত আফ্রিকার পশ্চিমাংশে বিস্তীর্ণ স্থান অধিকার করে নেয়। এরপর ১৮৯৬ সালে মাদাগাস্কার ও ১৯১২ সালে মরক্কো অধিকার করে ফ্রান্স আফ্রিকায় এক বিশাল সাম্রাজ্য পত্তন করে।

ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্য বিস্তার অবশ্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণে কেপকলোনী, নাটাল, অরেঞ্জ নদী অঞ্চল, ট্রান্সভাল ইত্যাদি অধিকার করে বৃহৎ দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গড়ে তোলে এবং উত্তরে মিশর থেকে সুদান ও পূর্বে বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা ও উগান্ডা অধিকার করে বৃহৎ দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন গড়ে তোলে ও নাইজিরিয়া অধিকারের ফলে ইংল্যান্ড আফ্রিকায় বৃহত্তম সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

১৯১৪ সালের পূর্বে আবিসিনিয়া ও লাইবেরিয়া ছাড়া সমগ্র আফ্রিকা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়।

অতিরিক্ত পাঠ : প্রয়োজনবোধে—

1. Hazen—Europe Since 1815, Ch. XXVI


সাম্প্রতিক কালের পৃথিবী
আমেরিকা ও রাশিয়ার খনিজ সম্পদ্
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
স্বর্ণ
রৌপ্য
তাম্র
পেট্রোলিয়াম
লোহ
কয়লা
মানচিত্র সংখ্যা ৪৪
উ ত্ত র ম হা সা গ র
গ্রীনল্যাণ্ড
ফ্রাঞ্জ জোসেফ ল্যাণ্ড
সালবার্ড (স্পিটস্‌বার্জেন)
(নরওয়ে)
সেভার্ণাইয়া জেমলিয়া
নোভায়া জেমলিয়া
নিউ সাইবেরীয় দ্বীঃ পুঃ
আলাস্কা
কানাডা
উত্তর
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
আইসল্যাণ্ড
যুক্তরাজ্য ও আয়ার
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র
মঙ্গোলিয়া
চীন সাধারণতন্ত্র
কোরিয়া
জাপান
নাগাসাকি
হিরোশিমা
তাইওয়ান
ফিলিপাইনস্
প্রশান্ত মহাসাগর
হাওয়াই
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ
কিউবা
মধ্য আমেরিকা
ত্রিনিদাদ
ব্রাজিল
দক্ষিণ আমেরিকা
ইকোয়েডর
বলিভিয়া
উরুগুয়ে
আটলান্টিক মহাসাগর
ফ্রান্স
পর্তুগাল
স্পেন
তুরস্ক
কৃষ্ণ সাগর
লিবিয়া
মিশর
আলজিরিয়া
আফ্রিকা
চাদ
সুদান
ইথিওপিয়া
সোমালিয়া
জাইরে
আঙ্গোলা
দক্ষিণ আফ্রিকা
মাদাগাস্কার
মরিসাস
দিয়েগোগার্সিয়া
আইভরি কোষ্ট
ইরাক
ইরাণ
আরব
পাকিস্তান
আফগানিস্তান
তিব্বত
ভারত
শ্রীলঙ্কা
বাংলাদেশ
মালয়েশিয়া
ভারত মহাসাগর
অষ্ট্রেলিয়া
নিউ-জীল্যাণ্ড
দক্ষিণ মহাসাগর

সাম্প্রতিক কালের পৃথিবী।

দ্বিতীয়-বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালকে' 'সাম্প্রতিক কাল' বলা হচ্ছে। এই কাল বা যুগ হল পারমাণবিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাফল্যের যুগ। এ যুগের দুটি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। এক, ১৬ই জুলাই ১৯৪৫ সালে আমেরিকার নর্থ মেক্সিকোতে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ আর দুই, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭ সালে রাশিয়ায় প্রস্তুত স্পুটনিক-১র পৃথিবী প্রদক্ষিণ। যদিও পরমাণু বোমার সামরিক প্রয়োগ হল জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে (৬ই ও ৯ই আগষ্ট ১৯৪৫) কিন্তু পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগও থেমে থাকে নি—১৯৫৬র ৭ই অক্টোবর পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের Calder Hall এ প্রথম পরমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাই তার প্রমাণ। আর আমেরিকার আরম্‌স্ট্রং চাঁদের মাটিতে মানব সভ্যতার জয়যাত্রার পদ-চিহ্ন আঁকলেন ২০শে জুলাই ১৯৬৯ সালে। এতো হল এ যুগের 'যুগ-লক্ষণের' কথা—এবার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের দিকে তাকান যাক।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের স্বল্পকাল পরেই (Flemingর মতে এপ্রিল ১৯৪৫ থেকেই—'Cold War' পৃঃ ২৬৮) আমেরিকা ও রাশিয়ার নেতৃত্বে অকমিউনিষ্ট-কমিউনিষ্ট দুই গোষ্ঠীবদ্ধ শিবিরে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি বিভক্ত হয়ে গেল—শুরু হল দুই শিবিরের ঠাণ্ডা লড়াই—যা আজও চলছে—আর যার থেকে মাঝে মাঝে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামও দেখা দিচ্ছে—যেমন দিয়েছে কোরিয়ায় (১৯৫০-১৯৫৩), ভিয়েৎনামে (১৯৪৬-১৯৭৩), পাকিস্তান-ভারতে, আরব-ইস্রাইলে, সাইপ্রাসে ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে। এও লক্ষণীয় যে এখন দুটি শিবিরের মধ্যেও দল-উপদলের বিরোধ থাকায় (যেমন আমেরিকা-ফ্রান্স দ্বন্দ্ব ও রুশ-চীন দ্বন্দ্ব) Toynbee র Bi-Polar politics বা দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব-ব্যাখ্যা আর তেমন প্রয়োগ করা যাচ্ছে না। অধুনা আমেরিকা-রাশিয়া, আমেরিকা-চীনের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর তীব্রতা উপশমের প্রচেষ্টা (Detente) চলেছে—পুরাতন Balance of Power বা ভার-সাম্যের নীতিকেই ফিরিয়ে আনার প্রয়াস দেখা দিচ্ছে। এখন পরমাণবিক শক্তিধর শুধু দুটি রাষ্ট্রই নয় (আমেরিকা ও রাশিয়া), চীন, ফ্রান্স বৃটেন, ভারতও পরমাণবিক শক্তিধর এবং অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিম-জার্মানী ও ইস্রাইলের এই দলে যোগ দেবার সম্ভাবনা আছে।

দুই শিবিরের 'ঠাণ্ডা লড়াই' যে আরো তীব্র হতে পারে নি—তার কারণ জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির (মূলত আফ্রো-এশিয়) উদ্ভব ও তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি আর এ বিষয়ে ভারতের ভূমিকা বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে, এ কালের সব থেকে উল্লেখ্য বিষয় হল ইউরোপীয়-অইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্কোচ সাধন ও তার বদলে আফ্রো-এশিয় জাতীয়তা-বাদের সাফল্য। পানিক্কর ১৯৪৭ সালকে ইউরোপীয় প্রাধান্যের অবসান কাল রূপে গ্রহণ করেছেন (Panikkar—Asia And the Western Dominance পৃঃ ১১)।

আজকের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক Geo-Politics—ভূগোল-আশ্রয়ী রাজনীতি-ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদির দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত। পরবর্তী মানচিত্রগুলিতে এ যুগের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও Geo-Politics কেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে ও আন্তর্জাতিক কলহ-কেন্দ্র বা ঝটিকা-কেন্দ্র ও জাতীয়তাবাদের সাফল্যের কেন্দ্রগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে।

দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের পরিচয়—

আমেরিকা

আয়তন—৩,৬১৫,১২২ স্কোঃ মাঃ

জনসংখ্যা—২১ কোটি ৫১ লক্ষ ৭৭ হাজার
(১৮০ মিলিয়ন শ্বেতাঙ্গ ও ২২ মিলিয়ন কৃষ্ণকায়)

প্রাকৃতিক সম্পদ :—
- কৃষিজাত—শস্য, তুলা, সোয়াবিন, তামাক, গম, গবাদি পশু, দুগ্ধজাত সামগ্রী।
- খনিজ—কয়লা, তামা, লোহা প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম।

প্রযুক্তি বিদ্যা, কৃষি ও শিল্প উৎপাদনে সবিশেষ উন্নত।

রাশিয়া

আয়তন—৮৬,৪৯৫,০০০ স্কোঃ মাঃ (আমেরিকার তিনগুণ)

জনসংখ্যা—২৫ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪৩ হাজার

প্রাকৃতিক সম্পদ :—
- কৃষি—বার্লি, শস্য, তুলা, তামাক, গম, পশম, গবাদি পশু, দুগ্ধজাত সামগ্রী।
- খনিজ—কয়লা, তামা, সোনা, সীসা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রো-লিয়াম, প্লাটিনাম, টাঙ্‌স্টেন্‌, ইউরেনিয়াম।

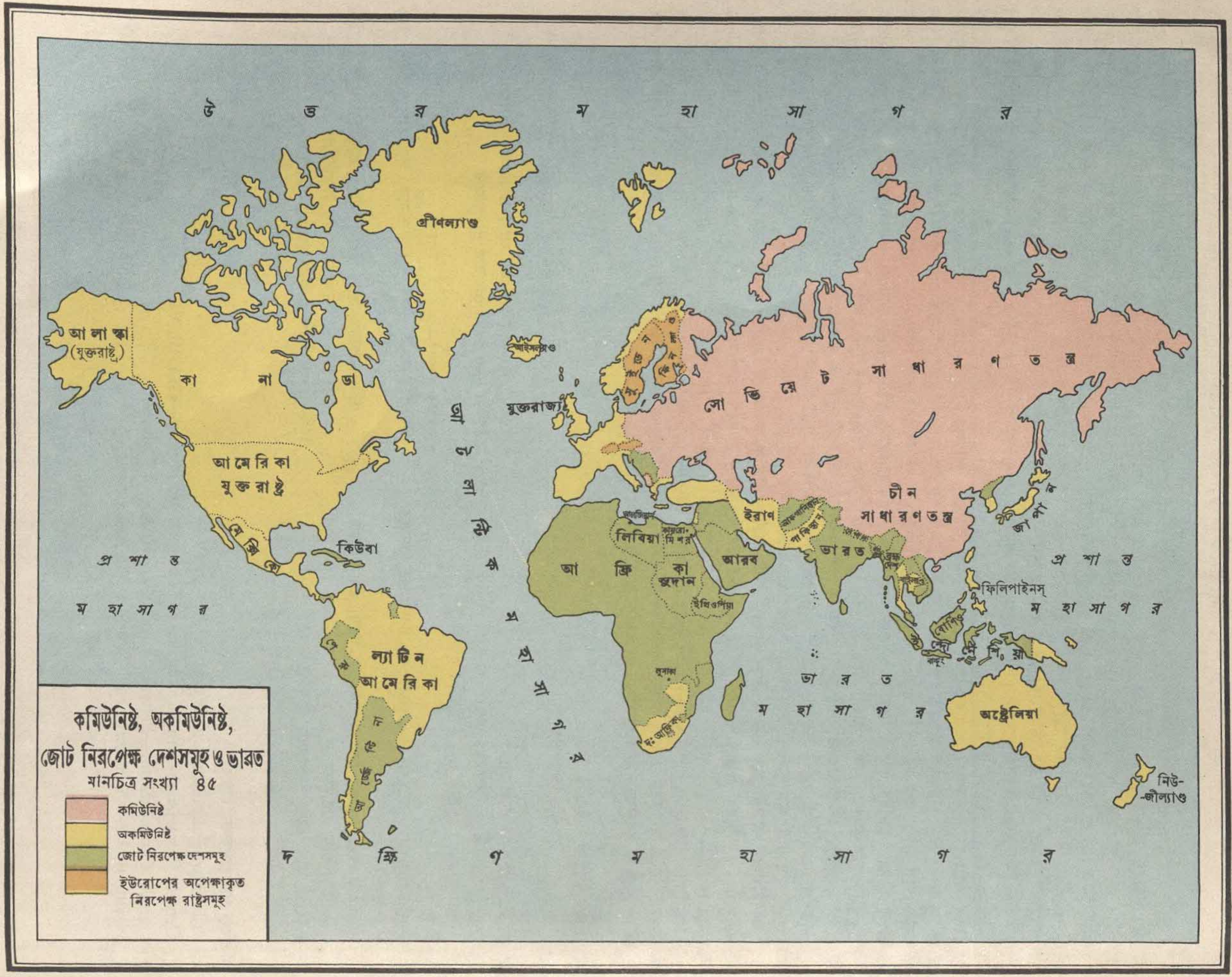
প্রযুক্তি বিদ্যা, শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে উন্নত।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে) —

১। Friedman—Introduction to World Politics Ch IV.
২। Geofrey Barraclough—An Introduction to Contemporary History—Ch I, III, VI.
৩। Gordon Connell Smith—Pattern of Post-War World—Introduction.
৪। Neville Brown—A History of the World in the 20th Century.

UNITED NATIONS

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতীক চিহ্ন



কমিউনিষ্ট, অকমিউনিষ্ট,
জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ ও ভারত
মানচিত্র সংখ্যা ৪৫
কমিউনিষ্ট
অকমিউনিষ্ট
জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ
ইউরোপের অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ
উত্তর মহাসাগর
গ্রীনল্যাণ্ড
আলাস্কা (যুক্তরাষ্ট্র)
কানাডা
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র
আইসল্যাণ্ড
যুক্তরাজ্য
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র
চীন সাধারণতন্ত্র
ইরাণ
পাকিস্তান
ভারত
জাপান
লিবিয়া
মিশর
আফ্রিকা
সুদান
আরব
কিউবা
প্রশান্ত মহাসাগর
ল্যাটিন আমেরিকা
ফিলিপাইনস্
ভারত মহাসাগর
অষ্ট্রেলিয়া
নিউ-জীল্যাণ্ড
দক্ষিণ মহাসাগর

কমিউনিষ্ট, অকমিউনিষ্ট ও জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহ ও ভারত।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সমাপ্তির স্বল্পকাল পর থেকেই (এপ্রিল ১৯৪৫) আমেরিকার নেতৃত্বে অকমিউনিষ্ট দেশগুলি ও রাশিয়ার নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ভেতর 'ঠাণ্ডা লড়াই' শুরু হয়ে গেল। মনে হয়েছিল অচিরে অকমিউনিষ্ট-কমিউনিষ্ট এই দুই শিবিরে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ বিভক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি—তার অন্যতম কারণ জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির উথ্থান ও তাদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা ও প্রভাব বৃদ্ধি।

কোন দলেই যোগ না দিয়ে—সব সমস্যার যুক্তিযুক্ত ও নিরপেক্ষ সমাধানের আদর্শের প্রবক্তা হলেন স্বাধীন ভারত ও তার স্বর্গত নেতা জহরলাল নেহেরু—যাঁকে Connell Smith বলেছেন 'foremost exponent of neutralism'. ভারত-আত্মার চিরন্তন বাণীই—বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব-মৈত্রী। নব্য ভারতের সেই বাণীর বাহক ছিলেন—অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী। তাঁদেরই যোগ্য মানসপুত্র জহরলাল দুই যুদ্ধমান শিবিরের কোনটিতেই যোগ না দিয়ে জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির অবস্থানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। ১৯৫৪ সালের চীন-ভারত চুক্তিতে পাঁচটি নীতি সম্বলিত 'পঞ্চশীলের' যে উল্লেখ করা হয়—তার থেকে জোট-নিরপেক্ষ আদর্শের উদ্ভব হয়। এই পাঁচটি নীতি হল—(১) পরস্পরের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, (২) অনাক্রমন, (৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সম-মর্য্যাদা ও পারস্পরিক সাহায্য দান ও (৫) শান্তি-পূর্ণ সহ-অবস্থান।

জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির ভেতর জোট-মূলক কোন সন্ধি নেই, আছে স্বাধীন সহ-অবস্থানের সমঝোতা ও সহ-মর্মিতা। আশার কথা আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়ার বেশীর ভাগ রাষ্ট্রগুলি এই জোট নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। ১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সহরে এই রাষ্ট্রগুলি যখন প্রথম মিলিত হয়—তখন তাদের সংখ্যা ছিল ২০টি। এরপর ১৯৬১তে বেলগ্রেডে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৫, ১৯৬৪র কায়রোতে ৪৭টি, ১৯৭০এ লুসাকায় ৫০টি ও ১৯৭৩র আল্‌জিরিয়াতে ৭৬টি, ১৯৭৮এ বেলগ্রেডে এই সংখ্যা হয়েছে ৮৬টি।

বিভিন্ন শক্তি জোট :—

কয়েকটি জোট-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র—ভারত, মিশর, যুগস্লাভিয়া, আফগানিস্তান, বর্মা, শ্রীলঙ্কা, ঘানা, ইথিয়োপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কাম্বোডিয়া, লাওস, নেপাল, জর্ডন, লেবানন্, সৌদি-আরব, সুদান, সিরিয়া, ইয়েমেন—ইত্যাদি।

ইউরোপের কয়েকটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্র —অষ্ট্রিয়া, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া (আফ্রো-এশিয় জোট-নিরপেক্ষ)।

আমেরিকার নেতৃত্বে বিভিন্ন অকমিউনিষ্ট শক্তি জোট :—

(১) ইউরোপকে কেন্দ্র করে—North Atlantic Treaty Organisation (NATO), গঠন কাল ২৪শে আগষ্ট ১৯৪৯ সাল। বর্তমান সদস্য—আমেরিকা, আইসল্যাণ্ড, ইটালী, কানাডা, গ্রীস, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, তুর্কী, নেদারল্যাণ্ড, নরওয়ে, পর্তুগাল, ফ্রান্স, বৃটেন, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ (১৫টি রাষ্ট্র)।

(২) মধ্যপ্রাচ্যকে কেন্দ্র করে—Central Treaty Organisation (CENTO)—গঠনকাল, ১৯৫৫র Bagdad Pact থেকে উদ্ভূত—বর্তমান সদস্য—আমেরিকা (যদিও পূর্ণ সদস্য নয়), তুর্কী, পাকিস্তান, বৃটেন, ইরান (আমেরিকা সমেৎ ৫টি রাষ্ট্র)।

(৩) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কেন্দ্র করে—South East Asia Treaty Organisation (SEATO)। প্রতিষ্ঠা কাল ১৯৫৪। বর্তমান সদস্য—আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, থাইল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ফিলিপাইন, পাকিস্তান (১৯৭২এ পাকিস্তান সদস্য পদ ত্যাগ করে), বৃটেন। (পাকিস্তান সমেৎ ৮টি রাষ্ট্র)।

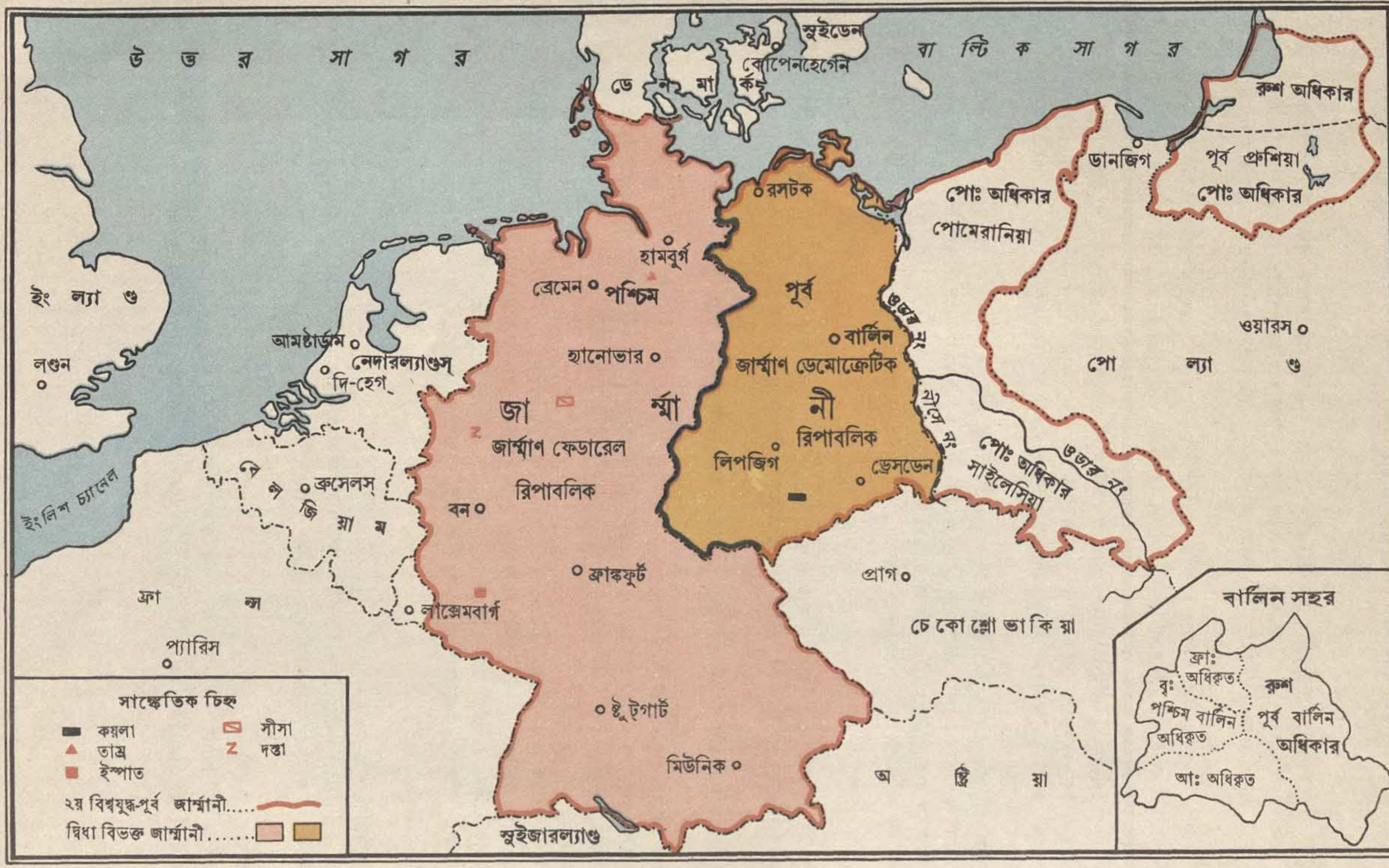
রাশিয়ার নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট শক্তি জোট—

১৯৫৫র Warsaw Pact থেকে উদ্ভূত East European Mutual Assistance Treaty অনুসারে—সদস্য,— রাশিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানী, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া। (মোট সংখ্যা ৭টি)

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে)—

১। Gordon Connell Smith—Pattern of Post War World Ch. VI.
২। Andrew Gyorgy and Herbert S. Gibbs—Problems in International Relations—Sec. 3.

দ্বিধাবিভক্ত জার্ম্মানী (মানচিত্র সংখ্যা ৪৬)



দ্বিধাবিভক্ত জার্মানী।

(জার্মান সমস্যা)

রাষ্ট্র পরিচয়:—

পশ্চিম জার্মানী (FRG)	পূর্ব জার্মানী (GDR)
আয়তন—৯৫,৯৩৪ স্কো: মা:	আয়তন—৪১,৭৬৭ স্কোঃ মাঃ
জনসংখ্যা—৬ কোটি ৩০ লক্ষ ৭৫ হাজার	জনসংখ্যা—১ কোটি ৭০ লক্ষ ১২ হাজার
প্রাকৃতিক সম্পদ :-	প্রাকৃতিক সম্পদ :-
কৃষিজাত—বার্লি, আলু, চিনি, দুগ্ধজাত সামগ্রী, পালিত পশু।	কৃষিজাত—বার্লি, ওট, আলু, গম, দুগ্ধজাত সামগ্রী, পালিত পশু।
খনিজ—কয়লা, লোহা, সীসা, পেট্রল, জিঙ্ক, পটাশ।	খনিজ—তামা, লোহা, লিগ্‌নাইট, টিন।
রাজধানী—বন্	রাজধানী—পূর্ব-বার্লিন।
শিল্প উৎপাদনে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলির ভেতর চতুর্থ স্থান অধিকারী।	

দৃঢ় নীতি ও তিনটি রক্তক্ষয়কারী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে (Blood and Iron policy) ১৮৭১ সালে বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হল। জন্মক্ষণেই সে বুঝেছিল শক্তিতেই তার স্থিতি, শক্তিতেই বৃদ্ধি। বিসমার্ক অবশ্য বৃহত্তর জার্মানীর কথা ভাবেননি। তবুও অনেকে মনে করেন—সব সমস্যার সমাধান শক্তিতে বা যুদ্ধে—এই মনোভাব—যা সে ঐতিহাসিক সূত্রেই পেয়েছিল—তার থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল যুদ্ধবাজ জার্মানীর। প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের জন্যে জার্মানীই নাকি দায়ী। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক বিচারে এ অভিযোগ টিঁকবে কিনা সন্দেহ। Fay র 'Origin of the world war' এবং A.J.P. Taylor র 'Origins of the second world war' গ্রন্থ দুটি পুরোপুরি এ মত সমর্থন করে না। আসলে শক্তিধর ঐক্যবদ্ধ জার্মানীকে ইউরোপ ভয় পায়—বিশেষ ফ্রান্স ও রাশিয়া। আর এই আশঙ্কা থেকেই জার্মান সমস্যার উদ্ভব। জার্মানীর ভবিষ্যৎ কি হবে—ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী হবে না, অপেক্ষাকৃত দুর্বল দ্বিধাবিভক্ত—আজ সে যা আছে—তেমনই থাকবে। এর সঠিক উত্তর—উত্তর-কালই দেবে। তবে এ কথা ঠিক 'জার্মান সমস্যা—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অন্যতম জটিল ও সম্ভাবনাপূর্ণ সমস্যা হয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে আজ দ্বিধা-বিভক্ত জার্মানীর উদ্ভব হয়েছে। যুদ্ধের শেষ দিকে পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী সৈন্যবাহিনী আর পূবে রুশ সেনা বাহিনী (বার্লিন সহর সমেৎ)—জার্মানী অধিকার করে নিল। পশ্চিমে রইল তিনটি মিত্র সেনাবাহিনীর অধিকার-অঞ্চল আর পূবে রুশ বাহিনীর অধিকৃত অঞ্চল। Potsdam চুক্তিতে (জুলাই ১৯৪৫) যদিও অর্থনৈতিক দিক থেকে অন্তত সমগ্র জার্মানীকে একটি অঞ্চলরূপে ধরা হবে এমন প্রতিশ্রুতি বিজয়ী রাষ্ট্ররা দিয়েছিল—কিন্তু কার্য্যত তা হল না। বিজয়ী সৈন্যরা বিভিন্ন অধিকার অঞ্চলেই রয়ে গেল। ১৯৪৬ সালে পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিণ অধিকৃত অঞ্চল মিলিত হয়ে Bizonia আর এর অল্পকাল পরেই ফ্রান্স তার অঞ্চল মিলিত করে Trizonia সৃষ্টি করল। ১৯৪৮এ পশ্চিমের এই মিলিত অঞ্চল একটি সংবিধান গ্রহণ করে আজকের Federal Republic of Germany (FRG) পত্তন করল। ১৯৪৯ সালে, পূবে রুশ অধিকৃত অঞ্চলে, অর্দ্ধেক বার্লিন সমেৎ German Democratic Republic নামে (GDR) একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল—যা আজও বজায় আছে।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ-পূর্ব জার্মানীর বৃহৎ অংশ পোল্যাণ্ড, রাশিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রের হাতে চলে গেছে। পোল্যাণ্ড নিয়েছে পূর্ব প্রুশিয়ার দক্ষিণাংশ, পোমেরানিয়া, সাইলেশিয়া ; রাশিয়া নিয়েছে পূর্ব প্রুশিয়ার উত্তর অঞ্চল; চেকোশ্লোভাকিয়া পেয়েছে সুদেতান অঞ্চল। ওডার ও নীসে নদীকে জার্মান রাষ্ট্রের পূর্ব সীমা হিসেবে ধরা হয়েছে। ১৯৭০ সালে মস্কো ও ওয়ার্স চুক্তি অনুসারে পশ্চিম-জার্মান সরকার (FRG) জার্মানীর এই সঙ্কুচিত সীমানা মেনে নিয়েছে।

জার্মান সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নিতান্ত দুর্ভাগ্য-জনক বার্লিন সমস্যা, যা কিনা যুদ্ধের পূর্বে জার্মানীর রাজধানী ছিল। যুদ্ধ শেষে সহরের পূর্বাংশ পায় রুশ বাহিনী আর পশ্চিমাংশ ফরাসী ইঙ্গ-মার্কিণ মিত্র বাহিনী। পূর্বাংশ বা ইষ্ট্ বার্লিন এখন পূর্ব-জার্মান সরকারের রাজধানী, পশ্চিমাংশ পশ্চিম-জার্মানীর অধিকারে—যদিও সেখানে মিত্র বাহিনী, পশ্চিম জার্মান সরকারের সমর্থনে রয়ে গেছে। দুটি অঞ্চলকে বিভক্ত করেছে রুশ নির্মিত (আগষ্ট ১৯৬১) একটি প্রাচীর যার নাম Berlin wall। সমগ্র সহরটি অবশ্য পূর্ব-জার্মান সরকারের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত।

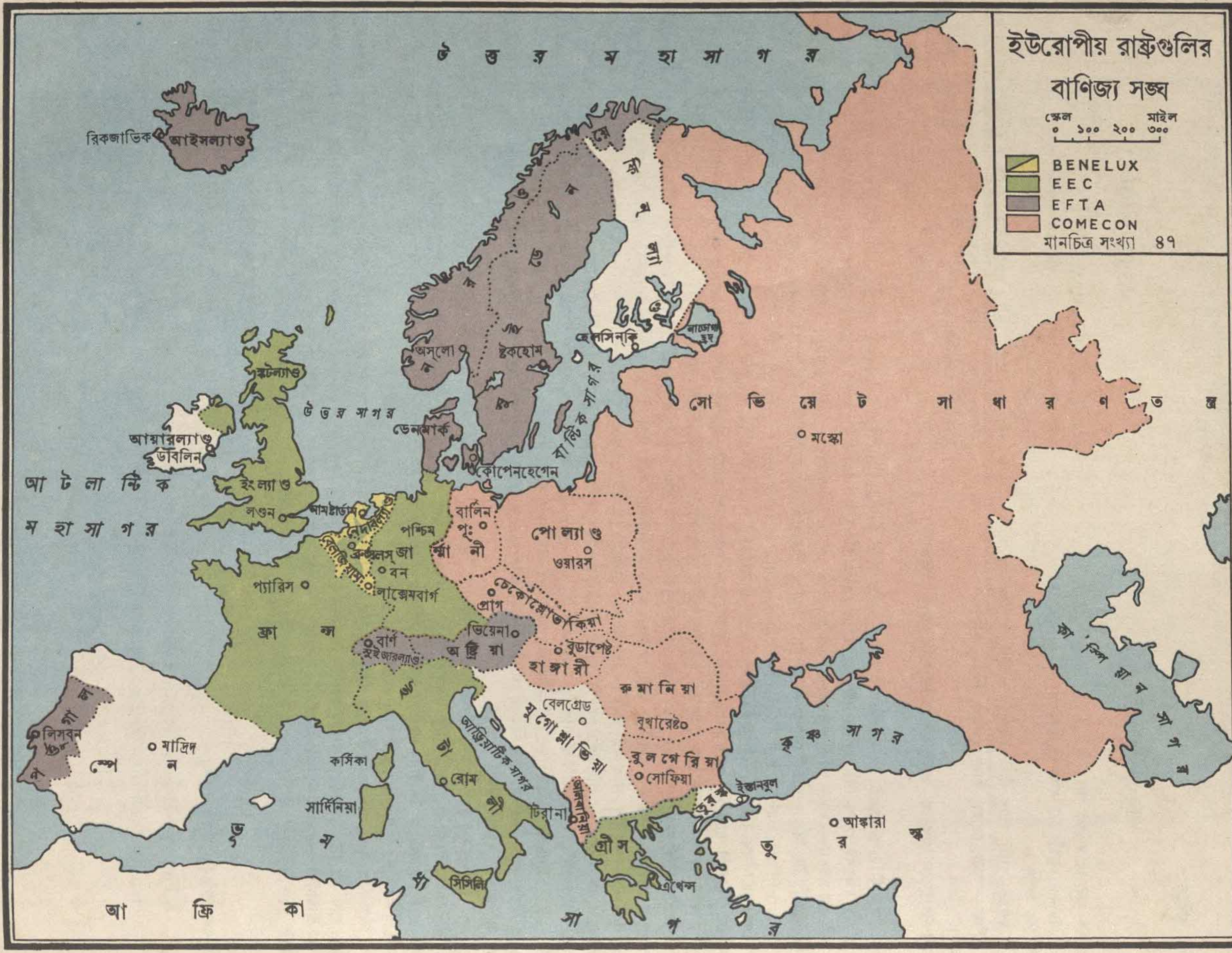
অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে)—

১। R Flenley—Modern German History—4th Edition Ch XIV.

২। Hartman—The Relations of Nations P. 527-535.



অটো-ফন্-বিসমার্ক


ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির
বাণিজ্য সঙ্ঘ
স্কেল মাইল
০ ১০০ ২০০ ৩০০
BENELUX
EEC
EFTA
COMECON
মানচিত্র সংখ্যা ৪৭
উত্তর মহাসাগর
রিকজাভিক
আইসল্যাণ্ড
আটলান্টিক মহাসাগর
উত্তর সাগর
স্কটল্যাণ্ড
আয়ারল্যাণ্ড
ডাবলিন
ইংল্যাণ্ড
লণ্ডন
অসলো
ষ্টকহোম
ডেনমার্ক
কোপেনহেগেন
হেলসিনকি
বাল্টিক সাগর
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র
মস্কো
আমস্টার্ডাম
নেদারল্যাণ্ড
বেলজিয়াম
ব্রাসেলস্
বন
লাক্সেমবার্গ
পশ্চিম জার্মানী
বার্লিন
পূঃ জার্মানী
পোল্যাণ্ড
ওয়ারস
প্যারিস
ফ্রান্স
প্রাগ
চেকোশ্লোভাকিয়া
ভিয়েনা
অষ্ট্রিয়া
বার্ণ
সুইজারল্যাণ্ড
বুডাপেস্ট
হাঙ্গারী
রুমানিয়া
বুখারেষ্ট
বেলগ্রেড
যুগোশ্লাভিয়া
বুলগেরিয়া
সোফিয়া
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
ইস্তানবুল
আঙ্কারা
তুরস্ক
লিসবন
মাদ্রিদ
স্পেন
কর্সিকা
সার্দিনিয়া
রোম
ইতালী
আড্রিয়াটিক সাগর
টিরানা
আলবানিয়া
গ্রীস
এথেন্স
সিসিলি
ভূমধ্য সাগর
আফ্রিকা

ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্য-সংঘ।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর (১৯৪৫) ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক কাঠামো শোচনীয় ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ইউরোপীয় আর্থিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে আমেরিকা একটি সাহায্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে—যার নাম মার্শাল এড্। এই সাহায্য পরিকল্পনা থেকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির ভেতর আর্থিক ঐক্য বা গোষ্ঠী রচনার মনোভাব গড়ে ওঠে, যার থেকে জন্ম নেয় ১৯৪৮ এর মার্চে বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও লাক্সেমবার্গের মধ্যে বেনেলাক্স সংঘ।

এই আর্থিক গোষ্ঠী রচনা যে সুফলপ্রসূ তা উপলব্ধি করেন ফ্রান্সের বৈদেশিক মন্ত্রী রবার্ট সুমান—এমন কি পূর্বশত্রু জার্মানীর সঙ্গে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেন। ১৯৫১ সালে কেবল মাত্র লোহা ও ইস্পাত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ৬টি রাষ্ট্র (ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইটালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও লাক্সেমবার্গ) নিজেদের মধ্যে একটি সাধারণ বাজার বা Common Market রচনা করে। এই ব্যবস্থার সাফল্যে ১৯৫৭ সালে ঐ রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের বাণিজ্যের ঐক্য ও সাহায্যকল্পে একটি চুক্তি সম্পাদন করে যার থেকে সৃষ্টি হয় 'ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি' বা EEC. ঐ সংঘকে অনুসরণ করে ইংল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, পর্তুগাল, অষ্ট্রিয়া, ডেনমার্ক ও সুইজারল্যাণ্ড ১৯৫৯ সালে ইউরোপীয়ান ফ্রী ট্রেড্ এশোসীয়েসান নামে একটি সংঘ সৃষ্টি করে (EFTA)। ইংল্যাণ্ড অবশ্য ১৯৭৩ সালে ইউরোপীয় কমন মার্কেটে যোগ দিয়েছে।

রাশিয়ার নেতৃত্বে পূব-ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি ১৯৪৯ সালে দি কাউন্সিল ফর মিউচুয়াল ইকনমিক এসিস্টেনস্ (The Council for Mutual Economic Assistance—COMECON) নামে একটি সংঘ রচনা করে। এই সংঘের সভ্যেরা হল—রাশিয়া, পূর্ব-জার্মানী, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, আলবানিয়া ও ইউরোপের বাইরে কিউবা ও মঙ্গোলিয়া।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগছে—এই অর্থনৈতিক ঐক্য প্রচেষ্টা থেকে কি ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ গড়ে উঠতে পারে?

ক। BENELUX দেশ সমূহ—গঠন কাল মার্চ ১৯৪৮—
(১) বেলজিয়াম, (২) নেদারল্যাণ্ড (৩) লাক্সেমবার্গ—৩টি রাষ্ট্র।

খ। European Economic Community—EEC —গঠন কাল ১৯৫১, ১৯৫৭—সভ্যসমূহ—
(১) ফ্রান্স, (২) পশ্চিম জার্মানী, (৩) নেদারল্যাণ্ড, (৪) বেলজিয়াম, (৫) লাক্সেমবার্গ, (৬) ইটালী, (৭) গ্রীস, (৮) বৃটেন (১৯৭৩ সাল থেকে) —৮টি রাষ্ট্র।

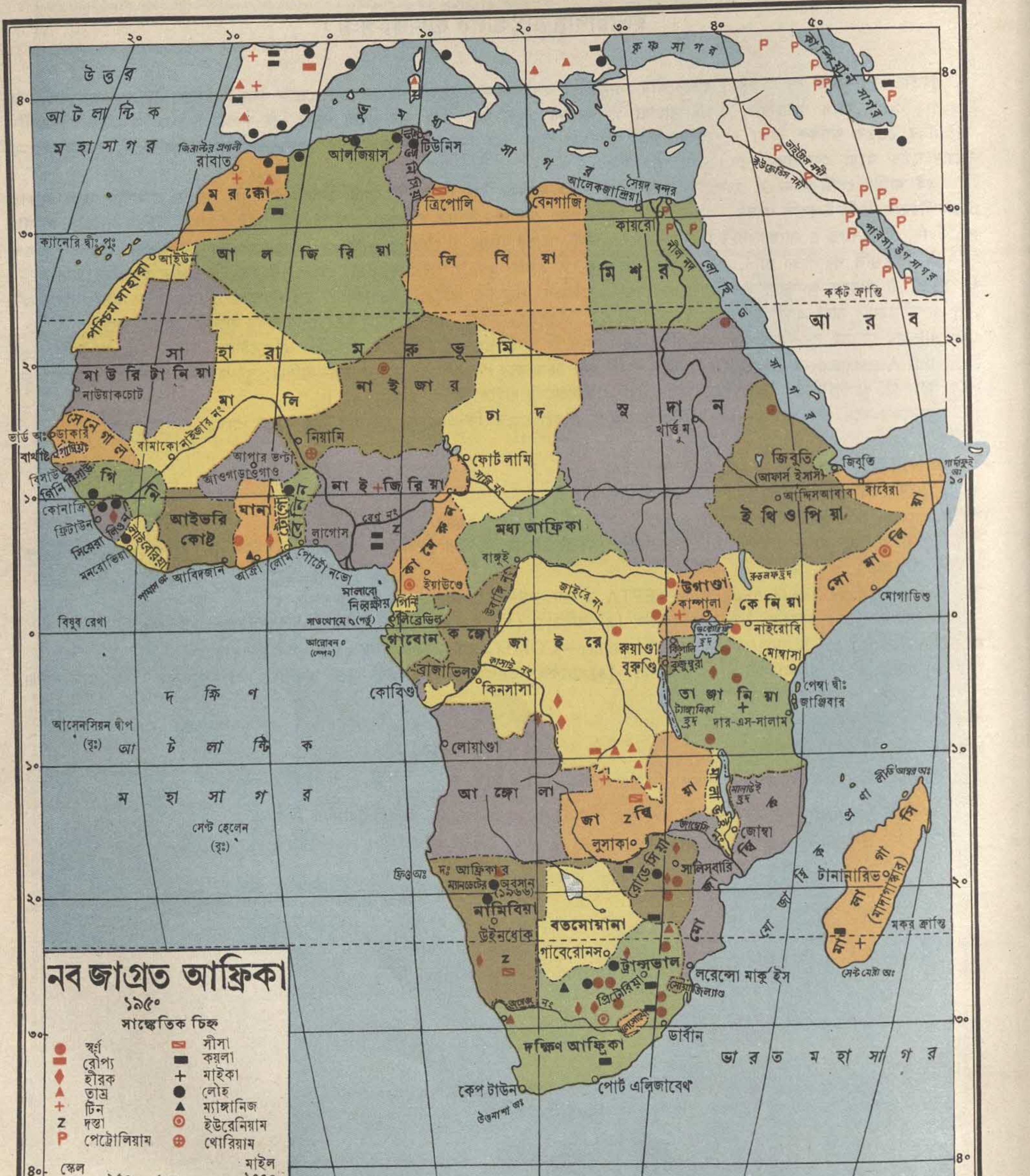
গ। European Free Trade Association—EFTA — গঠন কাল—ডিসেম্বর ১৯৫৯ সাল। সভ্যসমূহ
(১) নরওয়ে, (২) সুইডেন, (৩) সুইজারল্যাণ্ড, (৪) অষ্ট্রিয়া, (৫) ডেনমার্ক, (৬) পর্তুগাল, (৭) আইস্‌ল্যাণ্ড—৭টি রাষ্ট্র।

ঘ। The Council for Mutual Economic Assistance—COMECON—গঠন কাল ১৯৪৯ সাল। সভ্যসমূহ—
(১) রাশিয়া, (২) পূর্ব-জার্মানী, (৩) পোল্যাণ্ড, (৪) চেকোশ্লোভাকিয়া, (৫) হাঙ্গেরী, (৬) রুমানিয়া, (৭) বুলগেরিয়া, (৮) আলবেনিয়া, (৯) কিউবা, (১০) মঙ্গোলিয়া=১০টি রাষ্ট্র।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে)—

১। Gordon Connell Smith—Pattern of Post—War World Ch 3.

২। Andrew Gyorgy and Herbert S. Gibbs—Problems in International Relations Sec. 2.


নব জাগ্রত আফ্রিকা
১৯৫০
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
স্বর্ণ
রৌপ্য
হীরক
তাম্র
টিন
দস্তা
পেট্রোলিয়াম
সীসা
কয়লা
মাইকা
লোহ
ম্যাঙ্গানিজ
ইউরেনিয়াম
থোরিয়াম
স্কেল
মাইল
২৫০ ৫০০ ১০০০
মানচিত্র সংখ্যা ৪৮
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
ভূমধ্য সাগর
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
লোহিত সাগর
পারস্য উপসাগর
কর্কট ক্রান্তি
বিষুব রেখা
মকর ক্রান্তি
জিব্রাল্টার প্রণালী
রাবাত
মরক্কো
আলজিয়ার্স
টিউনিস
ত্রিপোলি
বেনগাজি
আলেকজান্দ্রিয়া
সৈয়দ বন্দর
কায়রো
নীল নদ
ক্যানেরি দ্বীঃ পুঃ
আইউন
পশ্চিম সাহারা
আলজিরিয়া
লিবিয়া
মিশর
আরব
সাহারা মরুভূমি
মাউরিটানিয়া
নাউয়াকচোট
নাইজার
মালি
চাদ
সুদান
খার্তুম
সেনেগাল
ডাকার
গাম্বিয়া
বামাকো
নাইজার নং
নিয়ামি
আপার ভল্টা
ওয়াগাডুগু
ফোর্ট লামি
নাইজিরিয়া
লাগোস
বেনু নং
গিনি
কোনাক্রি
ফ্রিটাউন
সিয়েরা লিওন
লাইবেরিয়া
মনরোভিয়া
আইভরি কোষ্ট
ঘানা
টোগো
আবিদজান
আক্রা
লোমে
পোর্টো নভো
ক্যামেরুন
ইয়াউণ্ডে
মধ্য আফ্রিকা
বাঙ্গুই
জিবুতি
আফার্স ইসাস
আদ্দিসআবাবা
বার্বেরা
ইথিওপিয়া
সোমালি
মোগাডিশু
উগাণ্ডা
কাম্পালা
কেনিয়া
নাইরোবি
মোম্বাসা
রুডলফ হ্রদ
জাইরে নং
জাইরে
রুয়াণ্ডা
বুরুণ্ডি
ভিক্টোরিয়া হ্রদ
তাঙ্গানিয়া
টাঙ্গানিকা হ্রদ
দার-এস-সালাম
পেম্বা দ্বীঃ
জাঞ্জিবার
মালাবো
নিরক্ষীয় গিনি
লিব্রেভিল
গাবোন
কঙ্গো
ব্রাজাভিল
কিনসাসা
কাসাই নং
কোবিণ্ডা
লোয়াণ্ডা
আঙ্গোলা
আসেনসিয়ন দ্বীপ (বৃঃ)
সেন্ট হেলেন (বৃঃ)
জাম্বিয়া
লুসাকা
মালাউই হ্রদ
জাম্বেসি নং
জোম্বা
রোডেসিয়া
সালিসবারি
মোজাম্বিক
টানানারিভ
মালাগাসি
মাদাগাস্কার
নামিবিয়া
উইনধোক
বতসোয়ানা
গাবেরোনস
ট্রান্সভাল
প্রিটোরিয়া
লরেন্সো মার্কুইস
জোয়াজিল্যাণ্ড
লেসোথো
ডার্বান
দক্ষিণ আফ্রিকা
কেপ টাউন
পোর্ট এলিজাবেথ

নব-জাগ্রত আফ্রিকা।

আফ্রিকা : পরিচয় :—

আয়তন—১১,৭০৭,০০০ স্কোঃ মাঃ।

জনসংখ্যা--৪০ কোটি ১০ লক্ষ।

প্রভূত পরিমাণে প্রাকৃতিক ও শিল্পজাত সম্ভারে সম্পদশালী :—

বনজ সম্পদ—বাওবাব্, সিডার, এবনি, পাপাইরাস ও মেহগিনি ও বিভিন্ন প্রকারের বন্য প্রাণী।

কৃষিজাত—কফি, বিভিন্ন শষ্য, চিনি, তামাক, বার্লি।

খনিজ—কয়লা, লোহা, ফ্যসপেট, পেট্রলিয়াম, তামা, সোনা, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ্, হীরে।

পৃথিবীর শতকরা ৭০ ভাগ কোকাও, ৮৩ ভাগ হীরে, ৭১ ভাগ সোনা, ২৫ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ, ২২ ভাগ তামা, ৬৪ ভাগ কোবাল্ট---আফ্রিকায় উৎপন্ন হয়।

১৯১৪ সালের মধ্যে 'লাইবেরিয়া' ও আবেসিনিয়া ছাড়া সমগ্র আফ্রিকা ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের শোষণের শিকার হল (পৃ: ৮৮ দ্রষ্টব্য)। এ শোষনের যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ—'এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে,

নখ যাদের তীক্ষ্ন তোমার নেকড়ের চেয়ে

এল মানুষ ধরার দল—

গর্বে যারা অন্ধ তোমার অরণ্যের চেয়ে।'

এই অপমানিত ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ও নব জাগ্রত আফ্রিকার শুরু ১৯৫০ সাল থেকে। একদিকে মুস্‌লিম জাতীয়তাবাদ ও অপর দিকে নিগ্রো জাতীয়তাবাদের সাফল্যের ফলে আজ ১৯৭৮ সালে আফ্রিকায় স্বাধীন রাজ্যের সংখ্যা হল ৪৮টি।

এই নবলব্ধ স্বাধীন রাজ্যগুলির ভেতর ঐক্যবদ্ধ আফ্রিকা রচনার চেতনা ও প্রচেষ্টা রয়েছে আর এর থেকে সৃষ্টি হয়েছে আঞ্চলিক যৌথ ব্যবস্থার, যেমন ১৯৫৯ সালে—দাহোমি, আইভোরিকোষ্ট, নাইজার ও আপার ভোল্টার, মৈত্রী বন্ধন; ১৯৬৭ সালে কেনিয়া, টানজানিয়া, উগাণ্ডা রচিত East African Community এবং সর্বোপরি ১৯৬৩ সালের রচিত—দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে—সমগ্র আফ্রিকার যৌথসংস্থা (Organisation of African Unity বা OAU)। আফ্রিকার সকল স্বাধীন রাজ্যগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য এবং জোট-নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে।

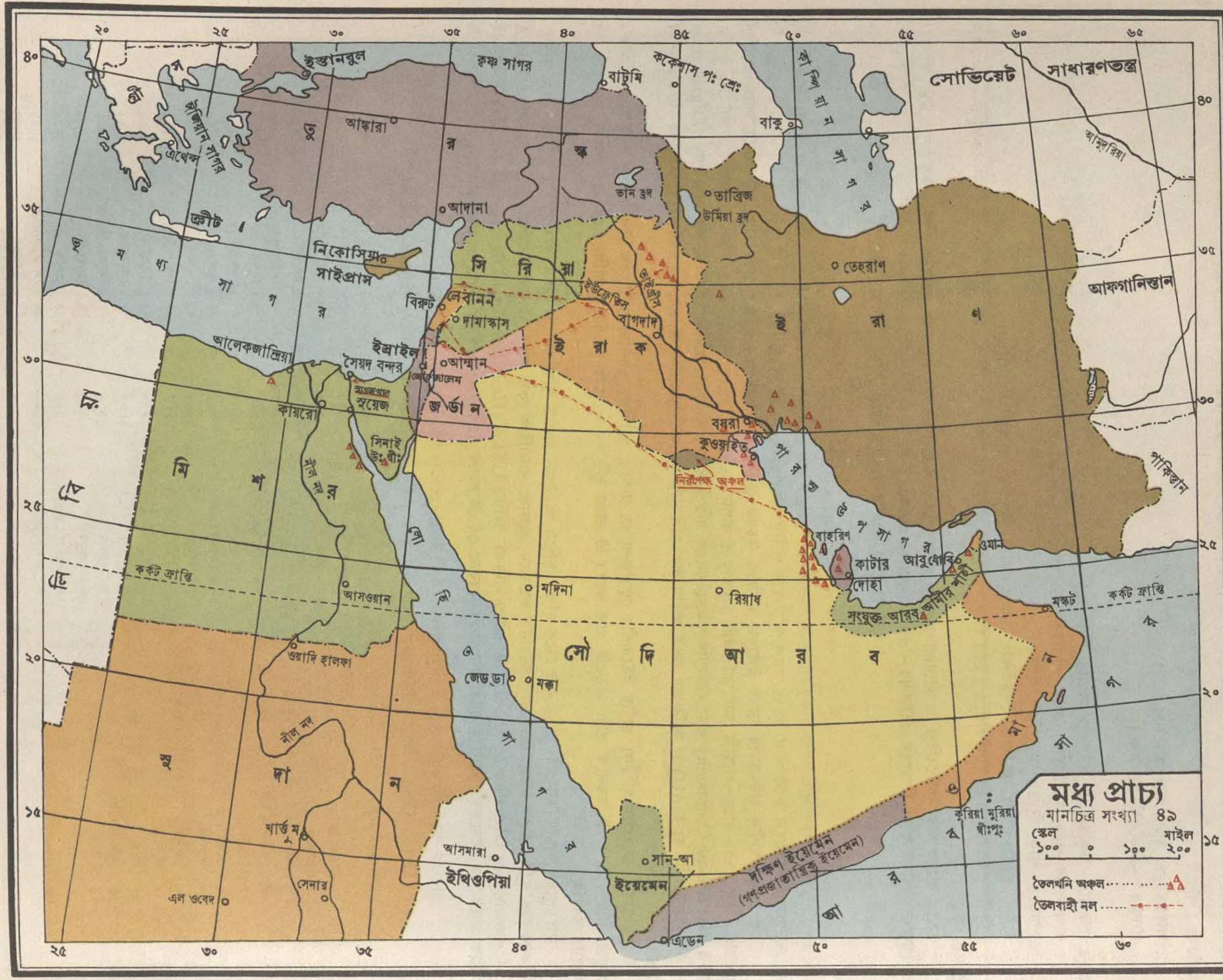
রোডেশিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকা স্থানীয় ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গ-শাসিত রাজ্য। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ ঊপনিবেশিকরা ঐ অঞ্চলের দীর্ঘ-কালের বাসিন্দা এবং ঐ অঞ্চলকে তারা মাতৃভূমি মনে করে। ঐ রাজ্য দুটি বর্ণ-বিদ্বেষের ভিত্তিতেই শাসিত এবং বর্ণ বিদ্বেষ ওখানকার মূল সমস্যার অন্যতম।

জাতিপুঞ্জের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৬৬ সাল থেকে দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার রাজ্যটি নামিবিয়া নাম গ্রহণ করে স্বাধীন হয়েছে--কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা তার পূর্বেকার দখল আজোও ত্যাগ করেনি। বর্তমানে এঙ্গোলা রাজ্যটিকে কেন্দ্র করে বামপন্থী (রাশিয়া সমর্থিত) সমর্থিত MPLA (Movements for Liberation of Angola) ও দক্ষিণ-আফ্রিকা সমর্থিত UTLA (Union for Total Liberation of Angola) — এই দুই গোষ্ঠীর ভেতর যুদ্ধ চলেছে। MPLA সরকারকে ভারত সরকার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ সালে স্বীকৃতি দান করেছেন।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে):— ১। Friedman—An Introduction to World Politics—Ch VIII.

২। Gordon Connell Smith—Pattern of Post War World Ch 8. ৩। Current History Magazine, May-1975.

আফ্রিকার স্বাধীন-রাষ্ট্র সমূহ।	স্বাধীনতা-প্রাপ্তির কাল।				
১। আলজিরিয়া	১৯৬২	১৫। জাম্বিয়া	১৯৬৪	৩১। মালাউই	১৯৬৪
২। আপার ভল্টা	১৯৬০	১৬। জিবুতি	১৯৭৭	৩২। মালি	১৯৬০
৩। আঙ্গোলা	১৯৭৬	১৭। জাইরে	১৯৬০	৩৩। মাউরিটানিয়া	১৯৬০
৪। আইভরিকোষ্ট	১৯৬০	১৮। টোগো	১৯৬০	৩৪। মরক্কো	১৯৫৬
৫। ইথিওপিয়া	স্বাধীন	১৯। টিউনিসিয়া	১৯৫৬	৩৫। মোজাম্বিক	১৯৭৫
৬। কঙ্গো	১৯৬০	২০। তাঞ্জানিয়া	১৯৬১	৩৬। মিশর	১৯২২
৭। কামেরুন	১৯৬০	২১। দক্ষিণ আফ্রিকা	১৯৩১	৩৭। রোডেসিয়া	১৯৬৫
৮। কেনিয়া	১৯৬৩	২২। নিরক্ষীয় গিনি	১৯৬৮	৩৮। রুয়াণ্ডা	১৯৬২
৯। গাবোন	১৯৬০	২৩। নাইজিরিয়া	১৯৬০	৩৯। লিবিয়া	১৯৫১
১০। গিনি	১৯৫৮	২৪। নাইজার	১৯৬০	৪০। লাইবেরিয়া	১৮৪৭
১১। গিনি-বিসাউ	১৯৭৪	২৫। নামিবিয়া....ইঃ নেঃ অছি অবসান	১৯৬৬	৪১। লেসোথো	১৯৬৬
১২। গাম্বিয়া	১৯৬৪	২৬। বতসোয়ানা............	১৯৬৬	৪২। সেনেগাল	১৯৬০
১৩। ঘানা	১৯৫৭	২৭। বুরুণ্ডি	১৯৬২	৪৩। সিয়েরা লিওন	১৯৬১
১৪। চাদ	১৯৬০	২৮। বেনিন	১৯৬০	৪৪। সোমালিয়া	১৯৬০
		২৯। মধ্য আফ্রিকা	১৯৬০	৪৫। সুদান	১৯৫৬
		৩০। মালাগাসি	১৯৬০	৪৬। সোয়াজিল্যাণ্ড	১৯৬৮
				৪৭। উগাণ্ডা	১৯৬২
				৪৮। পঃ সাহারা	১৯৭৬


মধ্য প্রাচ্য
মানচিত্র সংখ্যা ৪৯
স্কেল
মাইল
১০০ ০ ১০০ ২০০
তৈলখনি অঞ্চল
তৈলবাহী নল
ইস্তানবুল
কৃষ্ণ সাগর
বাটুমি
ককেশাস পঃ শ্রেঃ
সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র
আমুদরিয়া
বাকু
আঙ্কারা
এথেন্স
ক্রীট
আদানা
ভান হ্রদ
তাব্রিজ
উর্মিয়া হ্রদ
তেহরাণ
নিকোসিয়া
সাইপ্রাস
বিরুট
লেবানন
দামাস্কাস
বাগদাদ
আফগানিস্তান
আলেকজান্দ্রিয়া
ইস্রাইল
সৈয়দ বন্দর
আম্মান
জেরুজালেম
কায়রো
সুয়েজ
সিনাই উঃ দ্বীঃ
বসরা
কুওয়াইত
নিরপেক্ষ অঞ্চল
পাকিস্তান
বাহরিণ
কাতার
আবুধাবি
ওমান
দোহা
মদিনা
রিয়াধ
আসওয়ান
মস্কট
কর্কট ক্রান্তি
ওয়াদি হালফা
জেড্ডা
মক্কা
নীল নদ
খার্তুম
আসমারা
ইথিওপিয়া
সান-আ
ইয়েমেন
দক্ষিণ ইয়েমেন
(গণপ্রজাতান্ত্রিক ইয়েমেন)
এডেন
সেনার
এল ওবেদ
কুরিয়া মুরিয়া দ্বীঃপুঃ

মধ্য-প্রাচ্য।

অঞ্চল পরিচয় :—

আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব, এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম ও ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের নাম মধ্য-প্রাচ্য। এ অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৩৭৩০০০০ স্কো: মা: ও জনসংখ্যা প্রায় ১৭৭ মিলিয়ান।

এ অঞ্চলে এই কয়েকটি রাষ্ট্র অবস্থিত—(১) ইয়েমেন (এডেন), (২) ইয়েমেন (সান্ আ), (৩) ইরাক, (৪) ইরান, (৫) ইস্রাইল, (৬) কুওয়াইত, (৭) ওমান, (৮) কাটার, (৯) বাহারিন, (১০) সাইপ্রাস, (১১) মিশর, (১২) জর্ডন, (১৩) লেবানন্, (১৪) সৌদি আরব, (১৫) সুদান, (১৬) সিরিয়া, (১৭) তুর্কী, (১৮) সংযুক্ত আরব আমীরশাহী।

জনগোষ্ঠী—এ অঞ্চলে মূলত আরবরাই বাস করে যদিও তুর্কী, ইরানী, গ্রীক, আরমেনিয়ান, ইহুদি, আফ্রিকান-নিগ্রো, কুর্দ, কপ্‌টস্—ইত্যাদি জাতিরাও এ অঞ্চলের অধিবাসী।

রাষ্ট্র পরিচয়—

তুর্কী — আয়তন—৩০১৩৮২ স্কো: মা:
জনসংখ্যা—৩ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯৬ হাজার।

ইরান — আয়তন—৬৩৬২৯৬ স্কো: মা:
জনসংখ্যা—৩ কোটি ৩৩ লক্ষ ৮৩ হাজার
প্রাকৃতিক সম্পদ :—কৃষিজাত—বার্লি, তুলা, চা, তামাক ; খনিজ—কয়লা, পেট্রোলিয়াম, লোহা, তামা।

সাইপ্রাস দ্বীপ — আয়তন—৩৫৭২ স্কো: মা:
জনসংখ্যা—৬ লক্ষ ৭২ হাজার

এই অঞ্চলের অপরাপর রাষ্ট্রগুলির যথা—মিশর, সুদান, লেবানন, সিরিয়া, জর্ডন, ইস্রাইল, সৌদি-আরব, ইয়েমেন্ (এডেন), ইয়েমেন্ (সান আ), সংযুক্ত আরব আমীরশাহী, ওমান, ইরাক, কুওয়াইত কাটার, বাহারিন ইত্যাদির পরিচয় পৃ: ১০৩ দ্রষ্টব্য।

Connell Smith র মতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের গুরুত্বের কারণ দুটি—(১) এই অঞ্চল হল এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশের সংযোগ স্থল, আর (২) এর, তৈল সম্ভার। পৃথিবীর মজুত পেট্রলিয়ামের অর্দ্ধেকের বেশী এখানেই আছে। ইরান, কুওয়াইত, সৌদি আরব প্রতিদিন ২ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন করে। তাছাড়া, সুয়েজ খালের অবস্থান এই অঞ্চলের মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

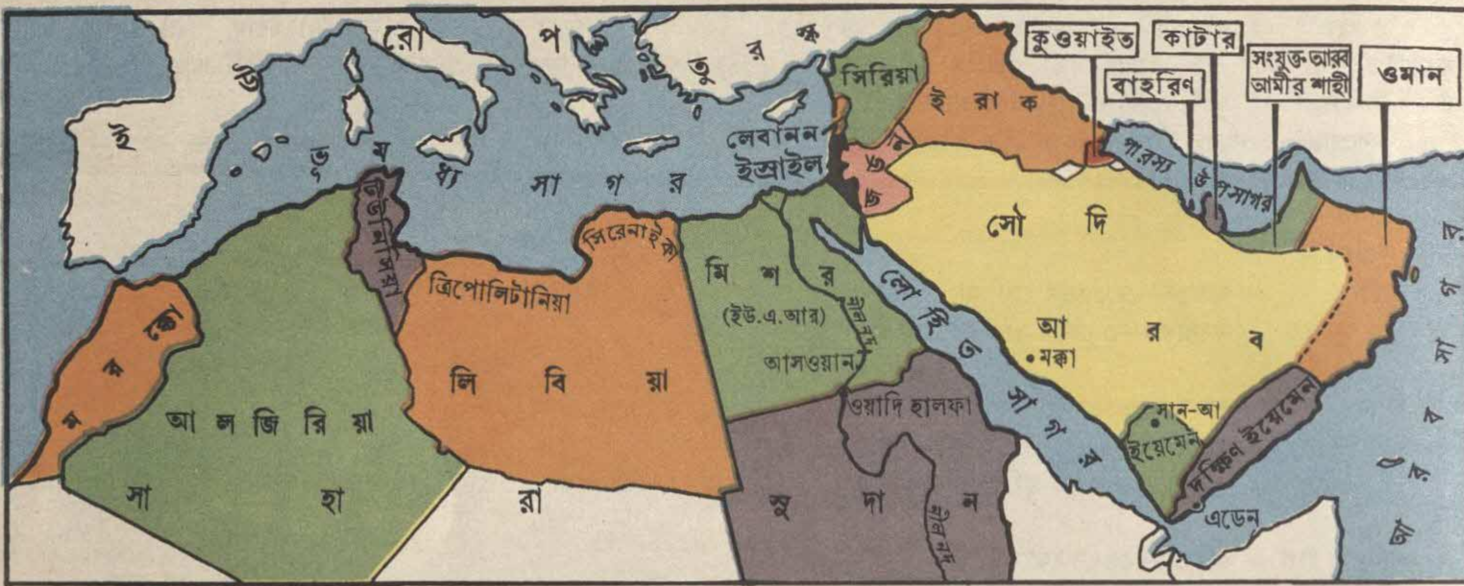
মধ্য-প্রাচ্য অঞ্চল যে নিয়ন্ত্রণ করবে সে রাষ্ট্র একই কালে তিনটি মহাদেশের ওপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে। তাই শক্তিধর রাষ্ট্ররা সকলেই এখানে সক্রিয়, যার ফলে এই অঞ্চল 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর ঝটিকা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া এই অঞ্চলের সমস্যা আরও জটিল হয়েছে—কয়েকটি সংঘর্ষ এলাকার উদ্ভবের ফলে। যেমন—(১) আরব-ইস্রাইল দ্বন্দ্ব (পৃ১০৪দ্রষ্টব্য)। (২) সাইপ্রাসকে কেন্দ্র করে গ্রীস-তুর্কী দ্বন্দ্ব। (৩) জর্ডন-সৌদি আরব দ্বন্দ্ব ও (৪) মিশর-ইরাক দ্বন্দ্ব।

সুয়েজখাল—উত্তরে ভূমধ্যসাগর আর দক্ষিণে লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেছে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ সুয়েজ খাল, যার একদিকে পোর্ট সৈয়দ ও অপর দিকে সুয়েজ বন্দর। এর খনন্-কর্তা হলেন ফরাসী ফ্যার্দিনান্দ-দ্য-ল্যাসেপস (Ferdinand-de-Lesseps) আর এর খনন পর্ব শেষ হয় ১৮৬৯ সালে। ইংরেজ সরকার ১৮৭৫ সালে মিশরের খদিফের কাছ থেকে এর অধিকার নিয়ে নেন, অবশ্য এই অধিকারের অবসান ঘটেছে ১৯৫৬ সালে। ঐ বছরে মিশর সরকারের ওপর ইঙ্গ-ফরাসী আক্রমণ ব্যর্থ হয় নানা কারণে—আর সেই সময় থেকেই এই খালের নিয়ন্ত্রণ-অধিকার চলে যায় মিশর সরকারের হাতে।

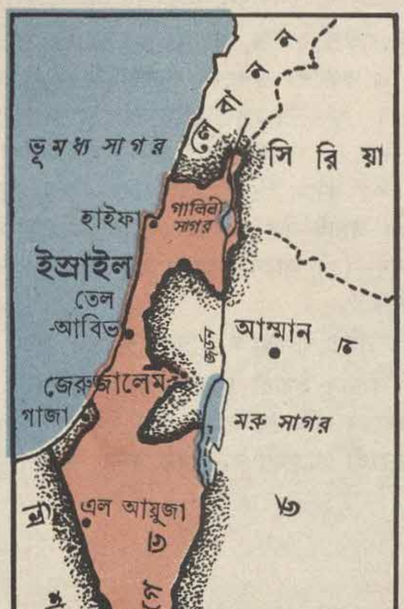
অতিরিক্ত পাঠ : (প্রয়োজন বোধে)—

১। Gordon Connell Smith—Pattern of Post War World Ch 7.
২। George Kirk—The Short History of the Middle East—From Ch VII Onwards.
৩। Current History Magazine—January 1972, February 1974, February 1975.
৪। The Middle East—Europa Publications Ltd.

আরব দুনিয়া ও ইস্রাইল (মানচিত্র সংখ্যা ৫০)



ইস্রাইল—১৯৫৬



আরব-দুনিয়া ও ইস্রাইল।

অঞ্চল পরিচয়—মধ্য-প্রাচ্য (পৃঃ ১০১ দ্রষ্টব্য) যা কিনা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম 'ঝটিকা কেন্দ্র' তার এক বৃহৎ অংশে আরব জাতি বাস করে। পশ্চিমে আট্‌লান্টিক, পূর্বে ভারত-সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এই আরব-দুনিয়ার আরবী ভাষাভাষী জনসংখ্যা হল ১১০ মিলিয়ান। এ অঞ্চলের সব থেকে আকর্ষক সম্পদ হল পেট্রল, যার অপর নাম গলিত সোনা। এই সম্পদই পৃথিবীর শক্তিধর রাষ্ট্রগুলিকে এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট করেছে।

রাষ্ট্র পরিচয়—

আরব রাষ্ট্র	স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল	আয়তন	জনসংখ্যা
১। আল্‌জিরিয়া	৩রা জুলাই ১৯৬২	২২৯৩ স্কো: কি:	১৪.৬ মি :
২। ইরাক	১৯৩২	৪৩৮৪৪৬ স্কো: কি:	১০.৪১ মি :
৩। ইয়েমেন (এডেন)	৩০শে নভেম্বর ১৯৬৭	১১১০৭৫ স্কো: মা:	১৬৫০০০০ লক্ষ
৪। ইয়েমেন (সান্‌-আ)	১৯২৪	৭৫২৯০ স্কো: মা:	৬৫৬৪০০০ লক্ষ
৫। ওমান	স্বাধীন	১০৫০০০ স্কো: মা:	৭৫০০০০ লক্ষ
৬। কুওয়াইত	১৯১৪ (১৯৬১)	৯৩৭৫ স্কো: মা:	৮৬২২০০ লক্ষ
৭। কাটার	১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭১	৪২৪৭ স্কো: মা:	১৮০০০০ লক্ষ
৮। জর্ডন	২২শে মার্চ ১৯৪৬	৯৫০০০ স্কো: কি:	২৫৭৭০০০ লক্ষ
৯। টিউনিশিয়া	১৯৫৬	১৬৪১৫০ স্কো: কি:	৫৭৪৩০০০ লক্ষ
১০। বাহারিন	১৫ই আগষ্ট ১৯৭১	২৫৫ স্কো: মা:	২১৬৮১৫ লক্ষ
১১। মিশর	১৯২২ (১৯৩৬)	৩৮৬১৯৮ স্কো: মা:	৩২৫০১০০০ কোটি
১২। মরক্কো	১৯৫৬	৪৫৮৭৩০ স্কো: কি:	১৬৩০৯০০০ কোটি
১৩। লেবানন	২৬শে নভেম্বর (১৯৪১) (১৯৪৬)	৩৪০০ স্কো: মা:	২৮৫৪৬৩৬ লক্ষ
১৪। লিবিয়া	২৪শে ডিসেম্বর ১৯৫১	১৭৫৯৫৪০ স্কো: মা:	২·২৬ মি:
১৫। সিরিয়া	১৯৪৫ (১৯৪৬)	১৮৫৬৮০ স্কো: কি:	৭৩৬৩০০০ লক্ষ
১৬। সুদান	১লা জানুয়ারী ১৯৫৬	৯৬৭৫০০ স্কো: মা:	১৪·৯৪ মি:
১৭। সৌদি আরব	২০শে মে ১৯২৭	৯২৭০০০ স্কো: মা:	৭২০০০০০ লক্ষ
১৮। সংযুক্ত আরব আমীরশাহী	ডিসেম্বর ১৯৭১	৩২৩০০ স্কো: মা:	২০০০০০ লক্ষ

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে আরব জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর দেখা দিতে থাকে যা তুর্কী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে (১৯১৪–১৯১৯) সক্রিয় হয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষে স্বাধীনতা না পেয়ে আরবরা 'অছি' অঞ্চলরূপে (মূলত ইঙ্গ-ফরাসী) ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের শিকার হল। আজ এই রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন, কিন্তু বিভিন্ন উপ-জাতির বিবাদ থাকায় এরা ঐক্যবদ্ধ নয়—যদিও ১৯৪৫ সালে Arab League বা আরব-সংঘ স্থাপনের মাধ্যমে ঐক্য রচনার প্রচেষ্টা চলেছে। এখন একে একে সবকটি আরব রাষ্ট্র Arab League এ যোগ দিয়েছে।

এখন আরব জাতীয়তাবাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল তিনটি—(১) ইউরোপীয় ও ইস্রাইল রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা, (২) আরব অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠন করা, (৩) ঐক্যবদ্ধ আরব রাষ্ট্র গঠন করা—যা রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সহজলভ্য হয়নি।

ইস্রাইল।

রাষ্ট্র পরিচয় :—

আয়তন — ৭৯৯২ স্কো: মা:
জনসংখ্যা — ৩৩ লক্ষ, ৫৬ হাজার (শতকরা ৯০ ভাগ ইহুদি ও ১০ ভাগ আরব)
ভাষা — হিব্রু ও আরবী
রাজধানী — জেরুজেলাম
প্রধান সহর — তেল্‌আভিভ্‌
প্রতিষ্ঠাকাল — ১৪ই মে ১৯৪৮ সাল

আরব ও ইহুদি জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে ১৪ই মে ১৯৪৮ সালে ইস্রাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই রাষ্ট্রের আগের নাম ছিল প্যালেস্টাইন। স্থানীয় ইহুদি (যাদের ভেতর আরব রক্তও প্রবাহিত) ও বিভিন্ন দেশ থেকে বহিষ্কৃত ও স্বেচ্ছায় আগত ইহুদিদের দ্বারা রচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই রাষ্ট্র।

আরব-ইহুদি সম্পর্কের তিক্ততা বহুদিনের। আরব-ইহুদি উভয় জাতিই মনে করে, তারা বাইবেলে কথিত আব্রাহামের বংশধর। আব্রাহামের জেষ্ঠ্য পুত্র আইস্যাক থেকে ইহুদি ও অপর পুত্র ইস্মাইল থেকে আরবদের উদ্ভব—একথাই দুই জাতি বিশ্বাস করে।

ইহুদিরা মনে করে খৃঃ পূঃ ৪০০০ বছর আগে তারা আব্রাহামের নেতৃত্বে প্যালেস্টাইনে আসে এবং বসবাস শুরু করে—তাই ইহুদিদের কাছে প্যালেস্টাইন বা অধুনা ইস্রাইল রাষ্ট্রই তাদের মাতৃভূমি।

খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দ নাগাদ বেশীর ভাগ ইহুদি প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে ইউরোপ ও পৃথিবীর অপরাপর অংশে আশ্রয় নেয়। একদা ছেড়ে আসা মাতৃভূমি থেকে বিচ্যুত ইহুদিদের একত্রিত করে স্বাধীন প্যালেস্টাইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বা 'জিওনিজম্' এর প্রথম দুজন উদ্যোক্তা হলেন লিওন পিন্সাকার ও থিওডর হারজল (১৮৬০-১৯০৪)। ১৮৮০তে বহিরাগত উপনিবেশকারী ইহুদিদের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪ হাজার, মূল জনসংখ্যার অর্দ্ধেক। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর এবং জার্মানী থেকে ইহুদি বিতাড়ন শুরু হলে এই আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর জাতিসংঘ বৃটেনকে প্যালেস্টাইনের অছিরূপে নিযুক্ত করে এবং ইংরেজ মন্ত্রী বাল্‌ফোর ১৯১৭ সালে এক ঘোষনায় প্যালেস্টাইনে স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৪৮ সালে ১৪ই মে 'অছি' শাসন অবসান করে বৃটেন তার সৈন্য সরিয়ে নিলে স্বাধীন ইহুদি রাজ্যের জন্ম হয়।

আরব, যারা চিরকালই প্যালেস্টাইনের অধিবাসী তাদের চোখে ইহুদিরা বহিরাগত ছাড়া আর কিছু নয়--তাদের পক্ষে ইস্রাইল রাষ্ট্রকে মেনে নেওয়া শক্ত—আর এইটাই হল আজকের তিক্ততার মূল কারণ। Alon Ben-Meir সুন্দর ভাবে এই দুই জাতির মানসিক ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্য থেকে যুদ্ধ যে অবশ্যম্ভাবী তা ব্যাখ্যা করেছেন—তাঁর ভাষায়—"For the Jews, the goal was a national home in Palestine; for the Arabs, the goal was national independence in the same land. Clashes between the growing Jewish settlement and the native Arab Community were inevitable."

আরব-ইহুদি বিরোধ বিশ্বের জটিল সমস্যাগুলির অন্যতম, কারণ, বিশ্বের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি বিরোধী পক্ষ দুটিকে শক্তি যোগাচ্ছে। তাই ঠাণ্ডা লড়াই থেকে মাঝে মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধও ঘটছে--যেমন ঘটেছে—১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে)—

১। Gordon Connell Smith—Pattern or Post-War World Ch. 7.

২। Andrew Gyorgy and Herbert S. Gibbs—Problems of International Relations—Sec. 3.

৩। Maxim Rodinson—Israel and the Arabs.

৪। Alon Ben-Meir—The Middle East : Imperatives and choices.

৫। Current History Magazine—January 1977.

দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগর।

দক্ষিণ এশিয়া: অঞ্চল পরিচয়:

উত্তরে, তিব্বত— মধ্য এশিয়ার মালভূমি ও হিমালয়, পশ্চিমে ইরানের মালভূমি, দক্ষিণে ভারত-মহাসাগর, পূর্বে বর্মা— এই হল দক্ষিণ এশিয়ার সীমা রেখা—যার স্থল অঞ্চলের আয়তন হল এশিয়া-ভূখণ্ডের দশ ভাগেরও বেশী—প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ স্কোয়ার মাইল—এবং এই অঞ্চলের বিশাল জনসংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি। এখানকার খনিজ (বিশেষ ভারতে—কয়লা, লোহা, খনিজ তেল, পেট্রলিয়াম, উরেনিয়াম, থোরিয়াম) ও কৃষিজাত (যেমন—পাট, চা, চিনি, ধান) সম্পদও বিশেষ মূল্যবান। সামরিক দিক থেকে এ অঞ্চলের গুরুত্ব অনেক—একদিকে মধ্যপ্রাচ্য, অপরদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যকে প্রভাবিত করার কেন্দ্রস্থল হল দক্ষিণ-এশিয়া (বিশেষ ভারত)।

এই অঞ্চলে ৮টি রাষ্ট্র অবস্থিত—ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, তিব্বত, আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কা।

রাষ্ট্র পরিচয়—

	আয়তন	জনসংখ্যা	স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল
ভারত	৩২,৮৭,৭৮১ স্কো: কি: মি:	প্রায় ৫৯ কোটি	১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭।
স্থল অঞ্চলের দৈর্ঘ	— ১৫,২০০ কি: মি:		
উপককূলরেখা	— ৬,০৮৩ কি: মি:		
পাকিস্তান	— ৩১০,৪০৪ স্কো: মা:	৭ কোটি ৪ লক্ষ ৭৪ হাজার	১৯৪৭
বাংলাদেশ	— ৫৫,১২৬ স্কো: মা:	৮ কোটি ১৩ লক্ষ ৫৫ হাজার	১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১
ভুটান	— ১৮,১৪৭ স্কো: মা:	৯ লক্ষ ৩২ হাজার	স্বাধীন। (ভারতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ)
নেপাল	— ৫৪,৩৬২ স্কো: মা:	১ কোটি ২১ লক্ষ ১ হাজার	স্বাধীন।
তিব্বত	— ৪৬৩,৩২৩ স্কো: মা:	১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার	চীনেরদ্বারা অধিকৃত ১৯৫০
শ্রীলঙ্কা	— ২৫,৩৩২ স্কো: মা:	১ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫০ হাজার	১৯৪৮
আফগানিস্তান	— ২৫০,০০০ স্কো: মা:	১ কোটি ৯১ লক্ষ ৪২ হাজার	স্বাধীন।

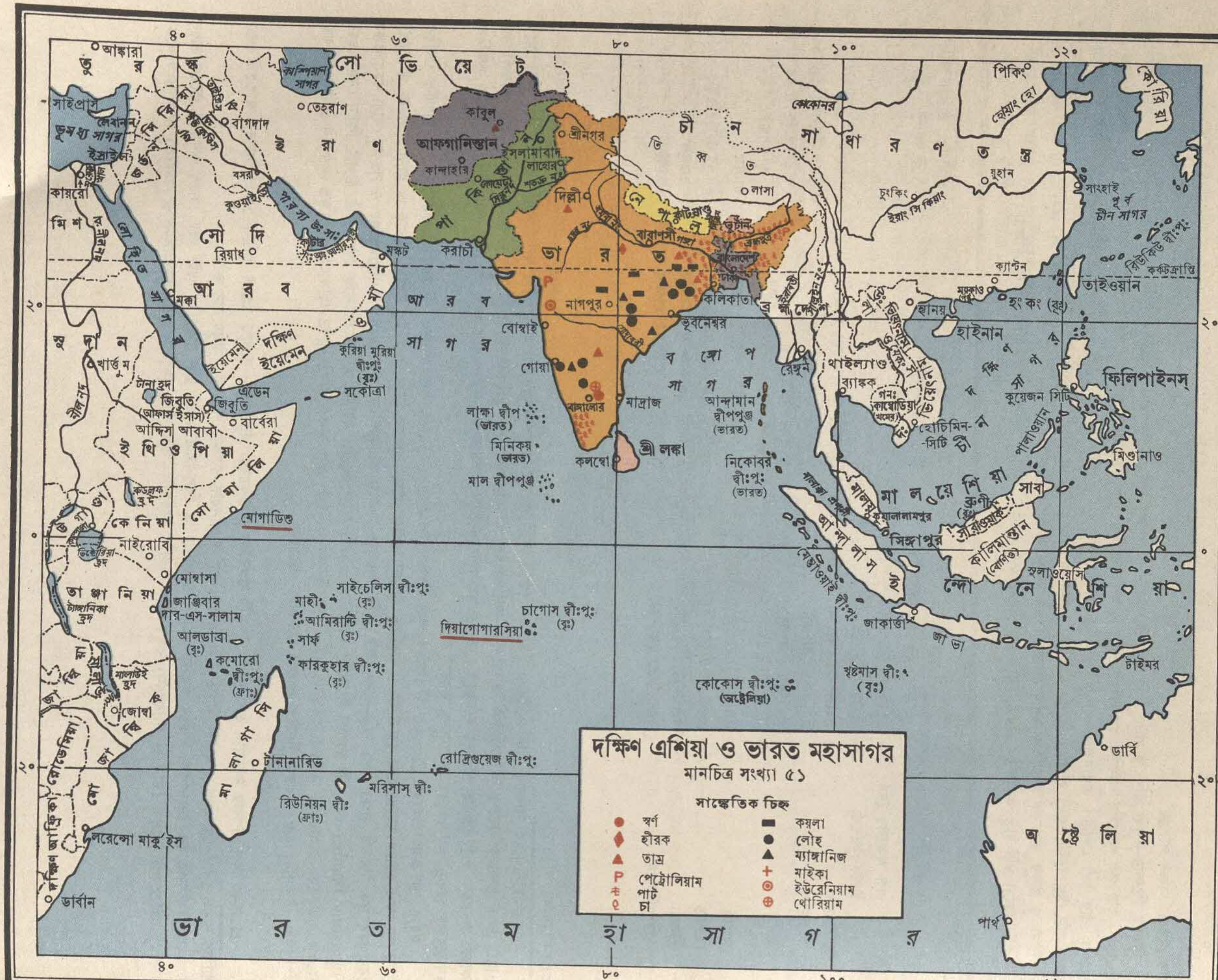
ভারত-মহাসাগর পরিচয়:-

ভারত-মহাসাগরের আয়তন ২৮৩৫৬৩০০ স্কো: মা: অর্থাৎ পৃথিবীর তৃতীয় বৃহৎ মহাসাগর। পৃথিবীর বাণিজ্যিক সম্ভারের এক বৃহৎ অংশ এখান দিয়ে চলাচল করে। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগকারী সেহেতু নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে ভারত মহাসাগর এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের অন্যতম 'কলহ কেন্দ্রে' পরিণত হয়েছে। ভারত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমে সুয়েজখাল আর পূর্বে মালাক্কা প্রণালী বাণিজ্যিক ও সামরিক দিক থেকে ভারত মহাসাগরের মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

অধুনা ভারত-মহাসাগরের Chagos দ্বীপপুঞ্জের ক্ষুদ্র প্রবাল দ্বীপ Diago Garcia আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ক্ষুদ্র দ্বীপটির সামরিক গুরুত্ব অনেক। ভারত মহাসাগরের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত থাকায় এখান থেকে পূর্ব আফ্রিকা, লোহিত সাগর, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার জলপথের গমনাগমন খুব সহজেই লক্ষ্য রাখা যায়—এবং তাই মার্কিণ সরকার সেখানে পারমাণবিক শক্তি চালিত Submarine ও পরমাণু বোমা বহন সক্ষম Supersonic Bomber-এর ঘাঁটি স্থাপনে উদ্যোগি হয়েছে। ১৯৬৬ সালে ইংরেজ সরকার মরিসাসের কাছ থেকে এই দ্বীপটি কিনে নেন—এখন ইংরেজ সরকারের সহায়তায় মার্কিণ সরকার ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন। যদিও ভারত-মহাসাগরে অবস্থিত দেশগুলি (যেমন—ভারত, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি) এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের মত ব্যক্ত করেছে।

ভারত—দক্ষিণ-এশিয়ার মধ্য-মণি হল ভারত। ২২টি অঙ্গরাজ্য (সিকিমের ভারত-ভুক্তি ঘটেছে ২৬শে এপ্রিল ১৯৭৫ সালে) ও ১১টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল নিয়ে এই বিশাল রাষ্ট্রটি গঠিত আর এখানে দক্ষিণ-এশিয়ার শতকরা ৭৭ ভাগ মানুষ বাস করে।

স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতির মূলকথা হল বিশ্ব-শান্তি ও বিশ্ব-মৈত্রী (পৃঃ ৯৩ দ্রষ্টব্য)। এই মহৎ আদর্শ অনুসরণ করেও ভারত তার দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের (চীন ও পাকিস্তান) বন্ধুত্ব অর্জন করতে পারেনি—বরং তীব্র বিরোধিতার (কূটনৈতিক ও সামরিক) সম্মুখীন হয়েছে।


দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগর
মানচিত্র সংখ্যা ৫১
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
স্বর্ণ
হীরক
তাম্র
পেট্রোলিয়াম
পাট
চা
কয়লা
লৌহ
ম্যাঙ্গানিজ
মাইকা
ইউরেনিয়াম
থোরিয়াম
আঙ্কারা
তুরস্ক
সাইপ্রাস
ভূমধ্য সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
সোভিয়েট
তেহরাণ
বাগদাদ
ইরাণ
কায়রো
মিশর
সৌদি আরব
রিয়াধ
মক্কা
মস্কট
কাবুল
আফগানিস্তান
কান্দাহার
ইসলামাবাদ
লাহোর
করাচী
শ্রীনগর
দিল্লী
ভারত
নাগপুর
বোম্বাই
গোয়া
বাঙ্গালোর
মাদ্রাজ
ভুবনেশ্বর
কলিকাতা
শ্রী লঙ্কা
কলম্বো
চীন সাধারণতন্ত্র
তিব্বত
লাসা
চুংকিং
যুহান
পিকিং
সাংহাই
পূর্ব চীন সাগর
ক্যান্টন
হংকং (বৃঃ)
তাইওয়ান
হাইনান
ফিলিপাইনস্
রেঙ্গুন
থাইল্যাণ্ড
ব্যাঙ্কক
কর্কটক্রান্তি
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ (ভারত)
নিকোবর দ্বীঃপুঃ (ভারত)
লাক্ষা দ্বীপ (ভারত)
মিনিকয় (ভারত)
মাল দ্বীপপুঞ্জ
সুদান
খার্তুম
এডেন
সকোত্রা
জিবুতি
আদ্দিস আবাবা
ইথিওপিয়া
সোমালি
মোগাডিশু
কেনিয়া
নাইরোবি
মোম্বাসা
তাঙ্গানিয়া
জাঞ্জিবার
দার-এস-সালাম
সাইচেলিস দ্বীঃপুঃ
আমিরান্টি দ্বীঃপুঃ
চাগোস দ্বীঃপুঃ
দিয়াগোগারসিয়া
মালাগাসি
টানানারিভ
মরিসাস্ দ্বীঃ
রিউনিয়ন দ্বীঃ
রোড্রিগুয়েজ দ্বীঃপুঃ
লরেন্সো মার্কুইস
ডার্বান
মালয়েশিয়া
কুয়ালালামপুর
সিঙ্গাপুর
কালিমান্তান (বোর্ণিও)
ইন্দোনেশিয়া
জাকার্তা
জাভা
টাইমর
খৃষ্টমাস দ্বীঃ (বৃঃ)
কোকোস দ্বীঃপুঃ (অষ্ট্রেলিয়া)
ডার্বি
অষ্ট্রেলিয়া
পার্থ
ভারত মহাসাগর

চীন-ভারত সম্পর্ক ও তিব্বত—স্বাধীন ভারত (১৯৪৭) ও সম্প্রসারণশীল কমিউনিষ্ট চীনের (১৯৪৯) সম্পর্ক দুর্ভাগ্যজনক, অন্তত ভারতের দিক থেকে। ১৯৫৪ সালে চীন-ভারত চুক্তিতে (পৃঃ ৯৩ দ্রষ্টব্য) যে মৈত্রীর ভাব প্রকাশ পেয়েছিল, ১৯৬২ সালের ভারত-সীমান্তে (লাডাক ও নেফা বা অরুণাচলে) চীনা আক্রমণের পর থেকে তা বিলুপ্ত হয়েছে। চীন এখন ভারত-বিরোধী, এবং পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষের সমর্থক—তার প্রমাণ —১৯৬৫র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানের সমর্থনে সিকিম সীমান্তে চীনা আক্রমণের হুম্‌কি (সেপ্টেম্বর ১৯৬৫) এবং ১৯৭১র বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চীনের পাকিস্তানকে সমর্থন। বর্তমানে (১৯৭৮) ভারত সরকার দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট।

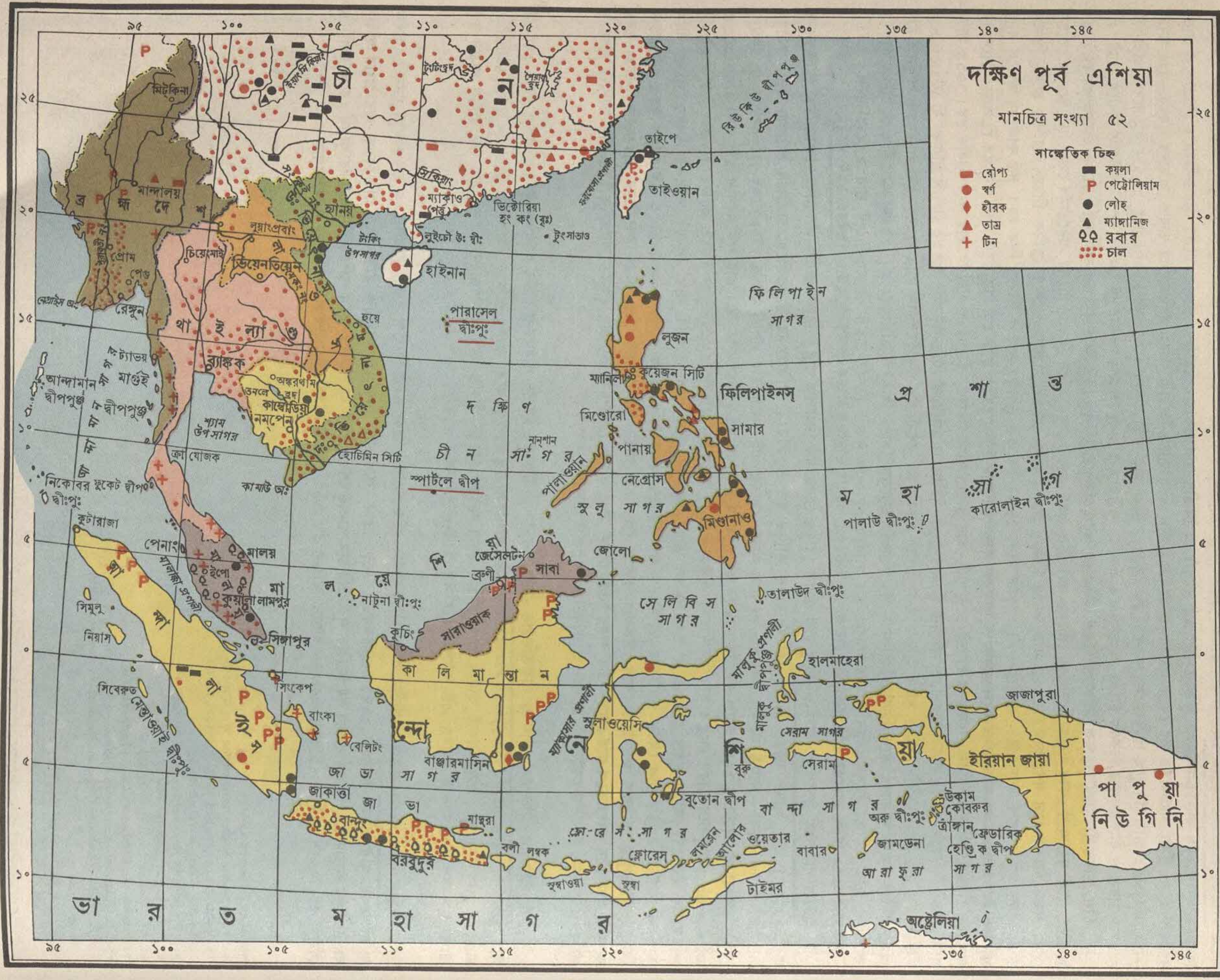
চীন, ভারত-সীমান্তের (লাডাক, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও অরুণাচল) কিছু কিছু অংশ নিজের বলে দাবি করে। চীনের বক্তব্য ঐ সব অঞ্চলের সীমান্তের অংশ কোন সময়ে তিব্বতের (চীনের নয়) ছিল এবং যেহেতু কোন সময়ে তিব্বত চীনের সার্বভৌমত্ব মেনে ছিল অতএব সেহেতু সেসব অঞ্চল চীনের বলে গণ্য হবে। ১৭২০ সাল পর্যন্ত তিব্বত স্বাধীন ছিল—এরপর মঙ্গোল ও পরে চৈনিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হলেও তিব্বত স্বয়ং শাসিত অঞ্চল রূপে গণ্য হত। কাশ্মীর ও তিব্বতের মধ্যে ১৮৪২-এর এক চুক্তিতে লাডাক সীমান্ত স্থির হয়। লর্ড কার্জনের আমলে স্যার ফ্রান্সিস্ ইয়ং হাজব্যাণ্ডের অভিযানের ফলে ভারতস্থিত ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তিব্বতের যে চুক্তি হয় তার চতুর্থ ধারা অনুসারে তিব্বতের বৈদেশিক সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ অধিকার ইংরেজ সরকারের হাতেই চলে যায়—আর ১৯১১ সালে তিব্বত, চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হয়। ১৯১৪ সালে স্যার হেনরী ম্যাকমোহনের নেতৃত্বে অরুণাচল অঞ্চলের তিব্বত-ভারত সীমান্ত আন্তর্জাতিক নীতি অনুসারে স্থির হয় (জলবিভাজিকা বা Watershed নীতি) এবং তা MacMohan line নামে খ্যাত। বর্তমান চীন সরকার এই সব সীমান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি করেছে এবং লাডাকের আক্‌সাই-চীন অঞ্চলের এক অংশ অধিকার করে তিব্বত-সিংকিয়াং পথ (ভারত-সীমান্তের ভিতর দিয়ে) তৈরী করেছে। ১৯৬২ সালে চীন যে ভারত আক্রমণ করেছিল, তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত অঞ্চলে তার দাবিকে জোরদার করা। তিব্বত-ভারত সীমান্তের দৈর্ঘ প্রায় ২,০০০ মাইল।
ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ সালে ভারতের বৈদেশিক মন্ত্রীর চীন সফর নূতন মৈত্রী রচনায় ভারতের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। [দ্রষ্টব্য ১১২ পৃঃ]

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ও কাশ্মীর—হিন্দু তথা ভারত (যদিও ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র) বিদ্বেষ থেকে ইস্‌লামিয় প্রজাতান্ত্রিক পাকিস্তানের জন্ম (১৯৪৭) এবং আজও ভারত বিদ্বেষ তার বৈদেশিক নীতির মূল উপজীব্য। পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষের প্রধান উপলক্ষ্য হল কাশ্মীর। পাকিস্তানের মূল বক্তব্য—যেহেতু কাশ্মীর মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল—সেহেতু এই অঞ্চল তার প্রাপ্য। অথচ পাকিস্তানের পূর্ণ সমর্থনে ও সাহায্যে পাঠান উপজাতিরা অক্টোবর ১৯৪৭ সালে কাশ্মীর আক্রমণ করলে কাশ্মীরি জনগণের মুখপাত্র শেখ আব্‌দুল্লার পূর্ণ সমর্থনে হিন্দু রাজা Instrument of accession অনুসারে ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে কাশ্মীরকে সংযুক্ত করেন। পাকিস্তান কাশ্মীরের ভারতভুক্তি মানতে রাজি নয়—এবং সম্পূর্ণ কাশ্মীর অধিকারের উদ্দেশ্যে আরো দুবার (১৯৬৫ ও ১৯৭১) সে ভারত আক্রমণ করে এবং ভারতের 'রাণ' (কচ্ছ) অঞ্চলের উপরও ১৯৬৫ সালে আক্রমণ চালায়। ১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তান কাশ্মীরের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করে আছে—এবং ভারত এই আইন-বিরুদ্ধ অধিকারের বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জে প্রতিবাদ জানিয়েও কোন প্রতিকার করতে পারেনি। আইন ও নীতিগত দিক থেকে কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত—তবুও কাশ্মীর আজও যে সমস্যারূপে রয়ে গেছে—তার কারণ আন্তর্জাতিক 'ঠাণ্ডা লড়াই'। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি (মূলত আমেরিকা) ও চীন কাশ্মীর সমস্যায় পাকিস্তানের সমর্থক যদিও সোভিয়েট রাশিয়া ও কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি ভারতের সমর্থক।

আফগানিস্তান-পাকিস্তান সম্পর্ক ও পাক্‌তুনিস্তান—আফগানিস্তান—পাকিস্তান বর্তমান সীমারেখা রচিত হয়েছিল ইংরেজ শাসন কালে এবং এই সীমারেখার নাম 'ডুরাণ্ড লাইন' (১৮৯৩)। এই সীমান্ত রেখা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মধ্যে অর্থাৎ পাকিস্তান অংশে বিভিন্ন পাঠান জাতি (ওয়াজিরি ও আফ্রিদি) বাস করে এবং তারা একটি স্বাধীন পাক্‌তুনিস্তান রচনা করতে চায়। সীমান্ত গান্ধী খান আব্‌দুল গফুর খান এই স্বাধীন পাঠান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থক এবং আফগানিস্তানও এই আন্দোলন সমর্থন করে—এরই ফলে পাক-আফগান বিরোধ দেখা দিয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়—স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান দক্ষিণ-এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের একটি স্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। কেবলমাত্র ধর্মকে ভিত্তি করে রাষ্ট্র রচনা যে আধুনিক ইতিহাসের গতি-বিরুদ্ধ তার প্রমাণ স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে। ১৯৪৭ সালের ধর্ম ভিত্তিক পূর্ব-পাকিস্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের শৃংখল থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সালে এবং তা বাস্তবে অর্জিত হয় ১৬ই ডিসেম্বরে পশ্চিম পাকিস্তানিবাহিনীর আত্মসমর্পনে।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে)—
১। Gordon Connell Smith—Pattern of Post War World Ch. 6.
২। Asia Hand Book (Penguin)—P19-109, 504-525, 534-535.
৩। Shakabpa—Tibet—A Political History.
৪। J. Rowlands—A History of Sino-Indian Relations.
৫। Current History Magazine—Nov 1972.
৬। Meher Chand Mahajan—Looking Back.
৭। Friedman—An Introduction to World Politics Ch. VII.
৮। P. C. Chakravarti—Sino—Indian Relations.
9. A. H. Franke—(Revised by Gergan and Hassnain)—A History of Ladakh.



দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া
মানচিত্র সংখ্যা ৫২
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
রৌপ্য
স্বর্ণ
হীরক
তাম্র
টিন
কয়লা
পেট্রোলিয়াম
লৌহ
ম্যাঙ্গানিজ
রবার
চাল
মিটকিনা
মান্দালয়
প্রোম
রেঙ্গুন
চিয়েংমাই
লুয়াংপ্রবাং
ভিয়েনতিয়েন
হ্যানয়
হুয়ে
ব্যাঙ্কক
কাম্বোডিয়া
নমপেন
হোচিমিন সিটি
হাইনান
ভিক্টোরিয়া
হং কং (বৃঃ)
ম্যাকাও (পর্তুঃ)
তাইপে
তাইওয়ান
পারাসেল দ্বীপঃপুঃ
স্পার্টলে দ্বীপ
লুজন
ম্যানিলা
কুয়েজন সিটি
ফিলিপাইনস্‌
মিণ্ডোরো
পানায়
সামার
নেগ্রোস
মিণ্ডানাও
পালাওয়ান
সুলু সাগর
জোলো
ফিলিপাইন সাগর
আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ
নিকোবর দ্বীঃপুঃ
ফুকেট দ্বীপ
পেনাং
মালয়
কুয়ালালামপুর
সিঙ্গাপুর
সাবা
জেসেলটন
ব্রুণী
সারাওয়াক
কুচিং
নাটুনা দ্বীঃপুঃ
কালিমান্তান
বাঞ্জারমাসিন
সেলিবিস সাগর
তালাউদ দ্বীঃপুঃ
হালমাহেরা
সুলাওয়েসি
সেরাম
সেরাম সাগর
বান্দা সাগর
বুতোন দ্বীপ
ইরিয়ান জায়া
জাজাপুরা
পাপুয়া নিউগিনি
কুটারাজা
সিমুলু
নিয়াস
সিবেরুত
সংকেপ
বাংকা
বেলিটং
জাভা সাগর
জাকার্তা
বান্দুং
বরবুদুর
মাদুরা
বলী
লম্বক
সুম্বাওয়া
সুম্বা
ফ্লোরেস
ফ্লোরেস সাগর
তিমর
ওয়েতার
বাবার
জামডেনা
আরু দ্বীঃপুঃ
আরাফুরা সাগর
অষ্ট্রেলিয়া
ক্যারোলাইন দ্বীঃপুঃ
পালাউ দ্বীঃপুঃ
প্রশান্ত মহাসাগর
দক্ষিণ চীন সাগর
ভারত মহাসাগর
শ্যাম উপসাগর
টংকিং উপসাগর
ক্রা যোজক

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

অঞ্চল পরিচয়—

বর্মা থেকে বর্ণিও—টাইমর, চীনের দক্ষিণাংশ থেকে ইন্দোনেশিয়া (যাভা, সুমাত্রা ইত্যাদি) পর্যন্ত অঞ্চলের নাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। সামরিক, অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যার কারণে এই অঞ্চল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান পেয়েছে এবং শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা এ অঞ্চলকে আর একটি 'কলহ কেন্দ্রে' পরিণত করেছে।

পূর্বে ও দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, চীন সাগরের 'দ্বার পথ' হিসেবে এ অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব অনেক। তাছাড়া, লাওস-কাম্বোডিয়া, ভিয়েৎনাম, এক কথায় ইন্দো-চীন, শক্তিশালী চীনের 'তলদেশ' বা under belly।' আবার এখানে অবস্থিত যে কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র ভারত বা অষ্ট্রেলিয়া, যে কোন দিকে বাহু প্রসারিত করতে পারে।

এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদও কম নয়। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রচুর কয়লা, খনিজ তেল, তামা, লোহা, সীসা, ম্যাঙ্গানিজ, রূপো, টিন ও রবার পাওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর সব থেকে বেশী রবার ও মালয়েশিয়া সব থেকে বেশী টিন উৎপাদন করে। খনিজ তেল পাওয়া যায় বর্মা, বর্ণিও, সুমাত্রা থেকে। পৃথিবীর সব থেকে বেশী চাল রপ্তানীকারী দেশ হল বর্মা। আর থাইল্যাণ্ড ও সমগ্র ইন্দোচীনে চালের উৎপাদনও হয় বেশী। তাছাড়া 'মশলার' জন্যে এ সমগ্র অঞ্চল প্রাচীন কাল থেকে সুপ্রসিদ্ধ।

এ অঞ্চলের জনসংখ্যা হল ৩১১ মিলিয়ন—পৃথিবীর জনসংখ্যার এক মূল্যবান অংশ। ইন্দোনেশীয় জাতির শাখা প্রশাখা এ অঞ্চলের চারিদিকে ছড়িয়ে আছে, তার সঙ্গে আছে ভারতীয়, চৈনিক, সংখ্যালঘু হলেও যাদের মূল্য কম নয়। ইতিহাসের ধারা বয়ে ভারতীয়, চৈনিক, ইসলামিয় ও ইউরোপীয় সভ্যতা এ অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে, আর তার ফলে এই অঞ্চলে ভাষা, ধর্ম, সাংস্কৃতিক পার্থক্যও লক্ষণীয়।

ভারতের সঙ্গে এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক যোগ সুপ্রাচীন (পৃঃ ৩৫ দ্রষ্টব্য)।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্যায়ক্রমে এই অঞ্চলে ইউরোপীয় (পর্তুগীজ, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসী) এবং উনবিংশ শতাব্দীতে মার্কিণ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের (১৯৩৯–১৯৪৫) পর এই ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটতে থাকে আর এখন ক্ষুদ্র ব্রুণী (বৃটিশ) ছাড়া এই সমগ্র অঞ্চল স্বাধীন। Romein বলছেন এখন এই অঞ্চলের অধিবাসীরা শুধু যে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনেই সন্তুষ্ট তা নয় তারা দ্রুত অর্থনৈতিক ও শিল্প ব্যবস্থার অসাম্য দূর করতে চায়।

রাষ্ট্র পরিচয় :—

রাষ্ট্রের নাম	স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল	পূর্ব-অধিকার	আয়তন		জনসংখ্যা
ইন্দোনেশিয়া (১৩ হাজার ছুপ দ্বীপের সমষ্টি)	১৯৪৯	ওলন্দাজ	৭৩৫২৭২ স্কো: মা:		১২ কোটি ৯১ লক্ষ ৩১ হাজার
(কাম্পুচিয়া) কাম্বোডিয়া	১৯৫৩	ফ্রান্স	৬৯৮৯৮	,,	৭৩ লক্ষ ২৬ হাজার
থাইল্যাণ্ড (পূর্ব নাম শ্যাম ১৯৩৯ পর্যন্ত)	স্বাধীন	—	১৯৮৪৫৭	,,	৩ কোটি ৯৩ লক্ষ ১০ হাজার
ফিলিপাইনস্	১৯৪৬	আমেরিকা	১১৫৮৩১	,,	৪ কোটি ২৬ লক্ষ ৬০ হাজার
বর্মা	১৯৪৮	বৃটিশ	২৬১৭৯০	,,	৩ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার
উ: ভিয়েৎনাম	১৯৪৫	ফ্রান্স	৬১২৯৪	,,	২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৯৬ হাজার
দ: ভিয়েৎনাম	১৯৫৪	ফ্রান্স	৬৭১০৮	,,	২ কোটি ৮ লক্ষ ৪৩ হাজার
ঐক্যবদ্ধ ভিয়েৎনাম	২রা জুলাই ১৯৭৬				
মালয়েশিয়া	১৯৫৭	বৃটিশ	১২৭৩১১	,,	১ কোটি ১৭ লক্ষ ৭০ হাজার
লাওস	১৯৫৪	ফ্রান্স	৯১৫২৯	,,	৩৩ লক্ষ ৩৯ হাজার
সিঙ্গাপুর	১৯৬৫	মালয়েশিয়া	২২৪	,,	২২ লক্ষ ৮২ হাজার
ব্রুণী		বৃটিশ অধিকৃত	২২২৬	,,	১ লক্ষ ৫৭ হাজার

ইন্দোচীন—

এ অঞ্চলের আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ক্ষেত্র হল ইন্দোচীন। লাওস, কাম্বোডিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মিলিত নাম ইন্দোচীন। ১৮৫৯–১৮৯৩ সালের মধ্যে ফ্রান্স এ অঞ্চল দখল করে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে জাতীয় আন্দোলন দেখা দিতে থাকে এবং ১৯৪১ সালে ডাঃ হো চি মিনের নেতৃত্বে স্বাধীন ভিয়েৎনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে ভিয়েৎনাম সংঘ বা ভিয়েৎনাম পার্টি গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ চলাকালে জাপান ঐ অঞ্চল অধিকার করে। যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর ১৯৪৬ সালে হো-চি-মিনের সঙ্গে ফরাসী সরকারের যে চুক্তি হয় তাতে ঠিক হয় উত্তরাংশে (উঃ ভিয়েৎনামে) একটি স্বয়ং শাসিত রাজ্য হবে এবং দক্ষিণে অর্থাৎ (কোচিন-চায়নায়) স্বল্পকাল পরে গণভোটের দ্বারা স্থির হবে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঐক্যবদ্ধ হবে, না স্বতন্ত্র থাকবে। কিন্তু ফরাসী সরকার এই চুক্তি অনুসারে কাজ না করায় ১৯৪৬ সাল থেকে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে স্বাধীন ভিয়েৎনাম প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে ফরাসী সরকারের পরাজয়ের পর ১৯৫৪ সালে জেনেভা শান্তি সম্মেলনে স্থির হয় যে ১৭ অক্ষরেখা অনুসারে ভিয়েৎনামকে ভাগ করা হবে—উত্তর ভিয়েৎনাম স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় এবং দক্ষিণ-ভিয়েৎনমে দু বছরের মধ্যে গণভোট গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু ফ্রান্স বা তার বন্ধু রাষ্ট্র আমেরিকা কেউই এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকেই এই অঞ্চল কমিউনিষ্ট-অকমিউনিষ্ট দুই গোষ্ঠির 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর ক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং ১৯৫৬ সাল থেকে মার্কিণ সৈন্যদল দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সমর্থনে উত্তর-ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘ দিন যুদ্ধের পর ১৯৭৩ এর জানুয়ারীতে যুদ্ধ বিরতি চুক্তির ফলে ঐ বছর ২৯শে মার্চ শেষ মার্কিণ সৈন্যদল ভিয়েৎনাম ত্যাগ করে এবং ২রা জুলাই ১৯৭৬ সালে দুই ভিয়েৎনাম মিলিত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত রাষ্ট্রগুলির ভেতরও অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে এবং তার ফলে আন্তর্জাতিক কলহ সৃষ্টি হচ্ছে—এই দ্বন্দ্বগুলি হল—(১) মালয়েশিয়-ইন্দোনেশিয়া ; (২) মালয়েশিয়া-ফিলিপাইনস্ ইত্যাদি।

শক্তিজোট—এ অঞ্চলের আন্তর্জাতিক শক্তিজোট হল দুটি—(১) SEATO (পৃ ৯৩ দ্রষ্টব্য), (২) ASEAN–নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইনস, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যাণ্ড Association for South East Asian Nation (ASEAN) নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলে।

মালাক্কা প্রণালী–ভারত মহাসাগর ও চীন সাগরের সংযোগকারী প্রণালী–যা দৈর্ঘে ৫ শত মাইল এবং প্রস্থে কোন কোন জায়গায় ২৫ থেকে ১০০ মাইলের মধ্যে।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে):-(1) Gordon Connell Smith — Pattern of Post-war World Ch 6.(2) J. Romein — The Asian Century.
(3) Asia Hand Book (Peguin — P279-362).(4) Brian Crozier — South East Asia in Turmoil.
(5) Friedman — An Introduction to world Politics — Ch VII.(6) Current History — Magazine — Dec. 1972, Dec. 1975.



সুদূর প্রাচ্য
মানচিত্র সংখ্যা ৫৩
সাঙ্কেতিক চিহ্ন
স্বর্ণ
রৌপ্য
হীরক
তাম্র
টিন
পেট্রোলিয়াম
লৌহ
দস্তা
সীসা
কয়লা
রুশ চীন সীমান্ত বিরোধ অঞ্চল
সোভিয়েট রুশিয়া
উচ্চ তুঙ্গুস্কা
বৈকাল হ্রদ
ইর্কুটস্ক
উলানউডে
বলখাস হ্রদ
আলমা আটা
মঙ্গোলিয়া
উলান বাটোর
চোইবালসান
আমুর নদী
সাখালিন
হোক্কাইডো
হাকোডেট
জাপান সাগর
টোকিও
ইয়োকোহামা
ওসাকা
সিকোকু
কিউস্যু
উত্তর কোরিয়া
দক্ষিণ কোরিয়া
চেজু
পীত সাগর
পূর্ব চীন সাগর
প্রশান্ত মহাসাগর
সিনকিয়াং
উরুমচি
কাসগড়
তারিম নদী
লপনর
নিং সিয়া
সুইযুয়ান
বেজিং (পিকিং)
তিয়েনসিন
হোপে
চীন
সিং হাই
কোকো নর
লাংচো
সানসি
সান্টুং
সিংটাও
হোনান
কাইফেং
সিয়ান
হুপে
য়ুহান
নানকিং
সাংহাই
চেকিয়াং
কিয়াংসি
হুনান
টুংটিং হ্রদ
পোয়াং হ্রদ
সিকাং
জেকয়াম
চুংকিং
কোয়েইচো
কুনমিং
কুইলিং
ইয়ুনান
কোয়াংসি
কোয়াংটুং
ক্যান্টন
ম্যাকাও (পর্তু)
ভিক্টোরিয়া হংকং (বৃটিশ)
হাইনান
ফুকিয়েন
ফুচৌ
মাৎসু
কুয়েময়
তাইপে
তাইওয়ান
রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জ
তিব্বত
চীন অধিকৃত ১৯৫০
জিলিং সো
নাম সো
লাসা
নেপাল
ভুটান
গঙ্গা নদী
ব্রহ্মপুত্র নদ
ভারত
বাংলাদেশ
ব্রহ্মদেশ
ইরাবতী নদী
লাওস
উঃ ভিয়েৎনাম
থাইল্যাণ্ড
বঙ্গোপসাগর
হাইলার
হারবিন
চাংচুন
মুকডেন
জেহোল
চিফেং
আনটুং
লুটা
পায়ংযং
কোরিয়া প্রণালী
ভ্লাডিভস্টক
দামানস্কী দ্বীপ
খানকা হ্রদ
সিন্ধু নদ

সুদূর-প্রাচ্য।

অঞ্চল পরিচয়—

এশিয়া ভূখণ্ডের পূর্বাঞ্চলকে ইতিহাসে সুদূর-প্রাচ্য বলা হয়ে থাকে। ইউরোপের দৃষ্টিতে এ অঞ্চল অনেক দূরের পূব—তাই সুদূর-প্রাচ্য।

এ অঞ্চলের আয়তন বিশাল—রাশিয়ার পূর্ব সাইবেরিয়া অঞ্চলকে বাদ দিলেও—প্রায় ৪৫৩৭৯৭৮ স্কো: মা:—আর এর জনসংখ্যাও বিপুল—শুধু চীনদেশেই পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (প্রায় ৮৩ কোটিরও বেশী) বাস করে। এর প্রাকৃতিক সম্পদও প্রচুর—যেমন চীন দেশে লোহা, কয়লা, তেল, টিন, উরেনিয়াম এবং চা, তামাক, চিনি, চাল, তুলো ইত্যাদি পাওয়া যায়। তাছাড়া এ অঞ্চলে অবস্থান করছে শক্তিধর দুই রাষ্ট্র—রাশিয়া (পূর্ব সাইবেরিয়া) ও চীন এবং জাপান। আর ঐতিহাসিক ও অথনৈতিক সূত্রে আমেরিকাও এ অঞ্চল সম্বন্ধে বিশেষ সজাগ। তাই এইসব কারণে এই অঞ্চল দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কালের সব থেকে ঘটনাবহুল ও সম্ভাবনাপূর্ণ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। শক্তিধর কমিউনিষ্ট চীনের উত্থান (১৯৪৯), জাপানের ক্রমবর্দ্ধমান শিল্প-উৎপাদন শক্তি ও রুশ-চীন বিরোধিতা এ অঞ্চলকে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। এ অঞ্চলের মধ্যমণি চীন।

রাষ্ট্র-পরিচয়—	আয়তন	জনসংখ্যা	উৎপন্ন সামগ্রী
উত্তর কোরিয়া	৪৬৫৪০ স্কো: মা:	১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৪৮ হাজার	
দক্ষিণ কোরিয়া	৩৮০২২ ,,	৩ কোটি ৪১ লক্ষ ২৩ হাজার	কৃষিজাত—বিভিন্ন শস্য, তুলা, সোয়াবিন, চিনি চা, তামাক, গম, চাল।
চীন	৩৬৯১৫২৩ ,, (তৃতীয় বৃহৎ রাষ্ট্র)	প্রায় ৮৩ কোটি	খনিজ—কয়লা, লোহা, পেট্রলিয়াম, উরেনিয়াম ইত্যাদি।
জাপান	১৪৩৭৫১ ,,	১১ কোটি ৫ লক্ষ ২৮ হাজার	কৃষিজাত—বার্লি, গম, চা, তামাক, সোয়াবিন, চাল। খনিজ—কয়লা, তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ
তাইওয়ান	১৩৮৯২ ,,	১ কোটি ৫০ লক্ষ	বিভিন্ন শিল্প সম্ভারে সমৃদ্ধ।
মঙ্গোলিয়া	৬০৪২৫০ ,,	১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার	
মাকাও (পর্তুগীজ)	৬·২ ,,	২ ,, ৯২ ,,	
হংকং (বৃটিশ)	৩৯৮ ,,	৪০ ,, ৮৯ ,,	

চীন—

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর চীন এখন দুটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে—এশিয়া মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত বিশাল People's Republic of China ও তাইওয়ানে অবস্থিত Nationalist Republic of China.

খৃঃ পূঃ ৪০০০ বছর থেকে চীনে সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল। চীন দেশেই প্রথম কম্পাস, বারুদ, কাগজ, পোরসেলিন, মুদ্রাযন্ত্র ও সিল্কের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন রাজবংশের নেতৃত্বে চীন এক বিশাল সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী থেকেই চীনের দুর্বলতার সুযোগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি এবং জাপান চীনের কিছুকিছু অংশ অধিকার করে এবং নানাপ্রকার সুবিধা আদায় করে। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ ও দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর মূল ভূখণ্ডে কমিউনিষ্ট চীনের উত্থান ঘটে ১৯৪৯ সালে। আজ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমেরিকা ও রাশিয়ার পরেই চীনের স্থান—প্রাকৃতিক, শিল্প ও জনসম্পদই তার কারণ।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের লক্ষ্য চারটি—এশিয়ার রাষ্ট্র হিসেবে সমগ্র এশিয়ায় নেতৃত্ব করা, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকবাদের বিরুদ্ধাচরণ করা, কমিউনিষ্ট জগতে রাশিয়ার সমান মর্য্যাদা পাওয়া এবং বিশেষ করে ধনতান্ত্রিক আমেরিকার বিরুদ্ধে সবরকম সংগ্রাম করা। এই নীতিকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে চীন কয়েকটি বিরোধের সৃষ্টি করেছে—যেমন (১) চীন-আমেরিকা, যার থেকে করিয়-যুদ্ধ (১৯৫০) ও ভিয়েৎনাম (পৃঃ ১০৯দ্রষ্টব্য) যুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছিল; (২) রুশ-চীন আদর্শগত ও সীমান্ত বিরোধ, যা আজও চলছে এবং (৩) চীন-ভারত বিরোধ (পৃ১০৭দ্রষ্টব্য)

চীন-আমেরিকা বিরোধ—একদিকে কমিউনিষ্ট সম্প্রসারণশীলতার নীতি আর আরএকদিকে তাকে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা (Containment) থেকে এই বিরোধের উদ্ভব। জাপান, তাইওয়ান, ফিলিপাইনস্ ও ওকিনাওয়াকে কেন্দ্র করে আমেরিকা, কমিউনিষ্ট চীনকে বাধা দিচ্ছে। কোরিয়-যুদ্ধ (১৯৫০-১৯৫৩) ও ভিয়েৎনাম-যুদ্ধ (১৯৪৫-১৯৭৩) এই সংঘাতের বাস্তব রূপ। দীর্ঘ দিন আমেরিকা চীনকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং জাতিপুঞ্জে চীনের প্রবেশে বাধা দিয়েছে। অবশ্য এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। চীন, আমেরিকার স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৭১ সালে এবং জাতিপুঞ্জের সদস্যও হয়েছে। ১৯৭২ ও ১৯৭৫ এ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও ফোর্ডের চীন ভ্রমণে উভয়ের সম্পর্ক অনেক উন্নত হয়েছে। উন্নত সম্পর্কের আর একটি দৃষ্টান্ত হল জানুয়ারী ১৯৭৯ সালে চৈনিক নেতা দেং সিয়াও পিঙ্এর আমেরিকা ভ্রমণ।

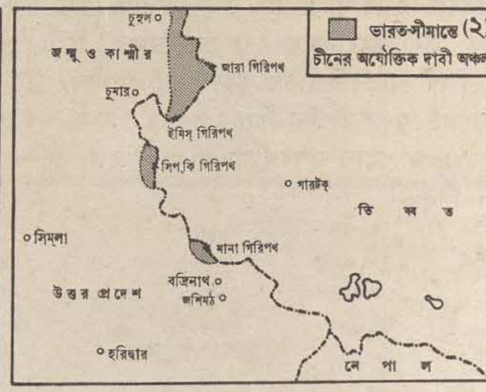
রুশ-চীন বিরোধ—কমিউনিষ্ট জগতের দুই শক্তিধর রাষ্ট্রের বিরোধিতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আদর্শগত, তত্ত্বগত, নেতৃত্বের প্রশ্ন ছাড়াও উভয় রাষ্ট্রের সীমান্ত বিরোধ মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনার সৃষ্টি করছে। রুশ-চীন সীমান্তের দৈর্ঘ, মঙ্গোলিয়া সমেৎ প্রায় সাত হাজার মাইল। আর মঙ্গোলিয়া অঞ্চল বাদ দিলে প্রায় চার হাজার মাইল। ১৮৫৮র এক চুক্তিতে মাঞ্চুরিয়ার উত্তর-পূব অঞ্চলের এক ভূখণ্ড ও ১৮৬০র এক চুক্তিতে সিংকিয়াং অঞ্চলের এক ভূখণ্ড চীন রাশিয়াকে ছেড়ে দিয়েছিল—সেসব অঞ্চলের সীমানা পুণর্বিন্যাস করতে চীন চায়—আজ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে দুই দেশের আলোচনা ফলপ্রসু হয়নি বরং ১৯৬৯ সালে মাঞ্চুরিয়ার উসুরি নদীর দামানস্কি দ্বীপ নিয়েও সিংকিয়াংএ উভয় দেশের সীমান্ত বাহিনীর খণ্ড যুদ্ধ ঘটে। আজ পর্য্যন্ত এ বিরোধের তীব্রতা হ্রাস পায় নি।

অতিরিক্ত পাঠ (প্রয়োজন বোধে) :—

১। Gordon Connell Smith—Pattern of the Post War World Ch 5.
২। Asia Hand Book (Penguin. P 133-275).
৩। Hartman—The Relations of Nations Ch 21.
৪। Current History Magazine—Sep. 1974, Sep. 1975.

ভারত সীমান্তে চীনের অযৌক্তিক দাবী-অঞ্চল সমূহ









বরাহ অবতার কর্তৃক পৃথিবী উদ্ধার বাদামি (বাতাপি) গুহা শিল্প।